উৎসর্গ।

মাতৃ-ভাষার সেবা-ব্রতে

মদীয় উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষক,

বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও সুহৃদ্,

মুক্তাগাছার রাজ-বংশের অলঙ্কার,

শ্রীযুক্ত কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য

বাহাদুরের শ্রীকর-কমলে

তদীয় অনুগত অকিঞ্চন গ্রন্থকারের

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

অর্পিত হইল।

অগতির গতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন মহানগরী ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিপ্লববাদীগণের আশ্রয়-স্থল; ফ্রান্স্, রুসিয়া, জর্ম্মানী, সুইজরল্যাণ্ড, স্পেন্, পর্টুগাল, প্রভৃতি নানা দেশের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতিক অপরাধীগণ লণ্ডনে আসিয়া নির্ভয়ে বসবাস করে।

এক দিন রাত্রে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক লণ্ডনপ্রবাসী বিপ্লববাদীগণের একটি গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া, তাহাদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিয়া পর দিন প্রভাতে যখন তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন বেলা নয়টা। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বহু স্থানে ঘুরিয়াও তিনি শ্রান্ত হন নাই;—তিনি বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার পাঠাগারে উপবেশন পূর্ব্বক অদম্য উৎসাহে রিপোর্ট লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মিঃ ব্লেকের বিশ্বস্ত অনুচর প্যাট্রিক স্মিথ তাঁহার পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেকের এই কক্ষে টেলিফোঁর কল ছিল;—হঠাৎ কলে ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইল।

মিঃ ব্লেক নত মস্তকে তখনও রিপোর্ট লিখিতেছিলেন; টেলিফোঁর শব্দে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

টেলিফোঁর ঘণ্টা বন্ধ হয় না দেখিয়া, তিনি কলম রাখিয়া টেলিফোঁর কলের নিকটে গিয়া হাতলটা ঘুরাইয়া দিলেন; তাহার পর চোঙ্‌টি কানের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

উত্তর হইল, "আপনি কি মিঃ রবার্ট ব্লেক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ; আপনি কে ?"

টেলিফোঁতে উত্তর আসিল, "আমার নাম গ্র্যাণ্ট। আমি আমার মামার সঙ্গে সাভয় হোটেলে আছি। আমার মামা উত্তর ইয়র্কসায়ারের রিভার্স-ডেল পল্লীর জমিদার মিঃ জন আরভিং। আমার মামার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় কোনও বিখ্যাত চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইবার জন্য গত কল্য লণ্ডনে আসিয়াছি; কাল সকালেই আমরা রিভার্সডেলে ফিরিয়া যাইব। আজ বৈকালে বিশেষ কোনও প্রয়োজনে মামা আপনার সহিত দেখা করিতে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহার শরীর বড়ই অসুস্থ, ডাক্তার তাঁহাকে আজ ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন, হঠাৎ অসুখটা যদি বাড়িয়া উঠে, তবে কাল লণ্ডন ত্যাগ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া তিনি ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, আজ কোনও সময় তাঁহার সহিত এখানে আপনার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে কি না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ? সাভয় হোটেলে ?"

উত্তর হইল, "আজ্ঞা, হাঁ।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ আরভিং কি জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন ?"

গ্র্যাণ্ট বলিল, "সে অনেক কথা; টেলিফোঁতে সে সকল কথা বলা চলে না।—তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি, আপনি যদি দয়া করিয়া একটা তদন্তের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনি যে

পারিশ্রমিক চাহিবেন তাহাই তিনি প্রদান করিতে সম্মত আছেন। আপনি যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হন—তাহা হইলে আমাদিগকে অগত্যা অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তদন্ত কার্য্যে যদি অধিক সময় লাগে—তবে আজ আমি এ ভার লইতে পারিব না।—আমি এখন একটী জরুরী রিপোর্ট লিখিতেছি, বেলা বারটার পূর্ব্বে তাহা শেষ করিতে পারিব না; বেলা দুইটার সময় পররাষ্ট্রসচিব লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত আমার দেখা করিবার কথা আছে। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় আমাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে 'পুলিশ কন্‌ফারেন্সে' যোগদান করিতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখান হইতে বাহির হইতে পারিব না। তবে লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় মিঃ আরভিংএর সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারি; আপনি জানুন ইহাতে তাঁহার কোনও অসুবিধা হইবে কি না।"

গ্র্যাণ্ট দুই এক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিল, "মামা বলিতেছেন—তাহাতে তাঁহার কোনও অসুবিধা হইবে না, তাঁহার যাহা কিছু বলিবার আছে ঐ সময়েই আপনাকে বলিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম। আমি বেলা সাড়ে বারটার সময় মিঃ আরভিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

মিঃ ব্লেক অতঃপর তাঁহার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কিছু কাল অবিশ্রান্ত লেখনী-চালনার পর তাঁহার রিপোর্ট প্রায় শেষ হইল। অল্পক্ষণ পরে টেবিলে খানা আসিলে তিনি স্মিথকে ডাকিয়া তুলিলেন; এবং গ্র্যাণ্ট তাঁহার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিল—সে কথা তাহাকে জানাইলেন।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ জন আরভিং লোকটা কে?—আপনি কি তাঁহার পরিচয় জানেন?"

মিঃ ব্লেক আহার করিতে করিতে বলিলেন, "মিঃ আর্ভিংএর সহিত আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ পরিচয় নাই, তবে তাঁহার নাম আমি অনেক বার শুনিয়াছি বটে ; তাঁহার মোটামুটী পরিচয়ও যে না জানি, এমন নহে। ইংলণ্ডের উত্তরাংশে তিনি একজন প্রসিদ্ধ লোক, খুব বড় ব্যবসাদার।—তিনি লৌহ ব্যবসায়ী ; শুনিয়াছি তিনি বাল্যকালে একটা লোহার কারখানায় সামান্য পরিচারকের পদে নিযুক্ত হলেন, তাহার পর ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহেই বল—আর অসামান্য প্রতিভা-বলেই বল, লোহার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া কালে তিনি মিডিলস্ব্রোর সর্ব্ব-প্রধান লৌহ ব্যবসায়ী হইয়া উঠেন, এবং অগণ্য অর্থ উপার্জন করেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার পল্লীভবনে বাস করিতেছেন।"

স্মিথ বলিল, "নিজের চেষ্টায় তিনি এত বড় মানুষ হইয়াছেন ?—লোকটা ত খুব বাহাদুর !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাতে আর সন্দেহ কি ?—তাঁহার আরও বাহাদুরী—তিনি এক ফার্দিংও অসৎ উপায়ে উপার্জ্জন করেন নাই ; লোকটি বড়ই ধর্ম্মভীরু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তবে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা সত্য হইলে বলিতে হইবে,—তাঁহার হৃদয়ে দয়া মায়া প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তির বড় অভাব।—হৃদয় বলিয়া কোনও জিনিস তাঁহার আছে কি না সন্দেহ।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "ব্যবসাদারদের মাথা বেশ খেলে—কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় মরিচা-ধরা ! হৃদয়ের কারবার তাঁহারা বড় বোঝেন না। সকল ব্যবসাদারেরই মতি-গতি এক রকম।"

আহারান্তে স্মিথ ভিন্নকক্ষে বিশ্রাম করিতে গেল। মিঃ ব্লেক হাতের কাজ শেষ করিয়া বেলা প্রায় বারটার সময় তাঁহার মোটর গাড়ী প্রস্তুত

করিতে আদেশ দিলেন।—ঠিক সাড়ে বারটার সময় মিঃ ব্লেকের শকট সাভয় হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

তিনি একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে হোটেলের দ্বিতলস্থ একটী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে মিঃ জন আরভিং একখানি খট্বায় শয়ন করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল।

মিঃ জন আরভিংএর বয়স প্রায় সত্তর পার হইয়াছিল, তবে ইংরাজেরা বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের মত কার্য্যক্ষম থাকেন; তাঁহাকে দেখিয়াও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। বুড়া হইলেও তিনি বেশ শক্ত ছিলেন। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, বৃদ্ধের মুখখানি বড় উদ্বেগ-কাতর, চক্ষু দু'টি বসিয়া গিয়াছে, এবং ললাটে অনেকগুলি শিরা বাহির হইয়াছে, বার্দ্ধক্যই যে ইহার একমাত্র কারণ, মিঃ ব্লেক এরূপ মনে করিতে পারিলেন না; প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহার মনে হইল, বৃদ্ধ আরভিং কোনও কারণে গুরুতর মানসিক কষ্ট সহ্য করিতেছেন।

মিঃ আরভিংএর ভাগিনেয় মিঃ ষ্টিফেন্ গ্র্যাণ্টের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে, তাহার নীলাভ নেত্রে ও মুখ-ভাবে যেন কুটীলতা মাখান। তাহার মাথার চুলগুলি সুপক্ব খড়ের মত কটা।—তাহার ভাব দেখিয়া মিঃ ব্লেকের বোধ হইল, সে তাহার ধনাঢ্য মাতুলের একান্ত অনুগত; যেন তাঁহার মুখের একটি কথায় সে প্রাণবিসর্জ্জনেও প্রস্তুত!

মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গ্র্যাণ্ট উঠিয়া দাঁড়াইল, মিঃ আরভিংকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মামা, মিঃ ব্লেক আসিয়াছেন; আপনার যাহা যাহা বলিবার আছে উঁহাকে বলুন। —আমি এখন অন্য কুঠুরীতে যাইলেই বোধ হয় ভাল হয়?"

মিঃ আরভিং সস্নেহে বলিলেন, "তুমি অন্য কুঠুরীতে কেন যাইবে

ষ্টিফেন?—তুমি আমার কোন্ কথা না জান? তুমি এখানে থাকিয়া সচ্ছন্দে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পার।”

অনন্তর মিঃ আরভিং মিঃ ব্লেককে তাঁহার মাথার কাছে একখানি চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, “মহাশয়, আপনাকে কষ্ট করিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে, এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল আপনার বাড়ী গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব; কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়, বিশেষতঃ গত কল্য লণ্ডনে আসিতে পথশ্রমে আমি এতই কাতর হইয়াছি যে, ডাক্তার আজ আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; অগত্যা আপনাকেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কাল সকালেই আমি লণ্ডন ত্যাগ করিব, কাজেই আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, আজই আপনাকে বলিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি এই পথেই কার্য্যান্তরে যাইতেছিলাম, সুতরাং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে আমার কোনও কষ্ট হয় নাই; আমার অসুবিধা বা কষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া আপনার ক্ষুব্ধ হইবার আবশ্যক নাই; তবে আমার অবসর বড় অল্প, আপনার কি বলিবার আছে সঙ্ক্ষেপে বলিলে ভাল হয়।”

মিঃ আরভিং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি একটি অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, এখন আমি তাহার প্রতিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে। সে বড়ই কষ্টের কথা, লজ্জার কথাও বটে; কিন্তু আর তাহা গোপন করিবার উপায় নাই। আমি অতি সঙ্ক্ষেপেই সকল কথা বলিতেছি শুনুন,—

“আপনি আমার নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু

বণিক-সমাজে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, এজন্য অনেক লোকের নিকট আমার নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে; বর্ত্তমান যুগে এ দেশে যাহারা অতি হীন অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় উন্নতি করিয়াছে, অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে,—তাহাদের নামের সহিত অনেকে আমার নামও উল্লেখ করে। নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ; কিন্তু প্রকৃত কথা আপনার নিকট গোপন না করাই কর্ত্তব্য। ডরহামের লৌহ-খনিতে সামান্য ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার জীবন-সংগ্রামের আরম্ভ;—তখন আমি বালক মাত্র, তাহার পর সৌভাগ্যক্রমেই বলুন, আর আমার কার্য্য-নৈপুণ্যের ফলেই বলুন, ক্রমে আমি উক্ত খনির কর্ম্মচারী-শ্রেণী-ভুক্ত হই। তাহার পর যখন আমার বয়স বাইশ তেইশ বৎসর, সেই সময় আমি অনেক বয়োবৃদ্ধ ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারীগণকে অতিক্রম করিয়া আফিসের সহকারী ম্যানেজারের পদ লাভ করি!—এই সময় আমি একটি সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করি; দুই বৎসর পরে আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আমি তাহার নাম রাখি রিচার্ড।—কিন্তু আদর করিয়া তাহাকে আমরা 'ডিক্' বলিয়া ডাকিতাম।—ডিকের বয়স যখন পনের বৎসর, সেই সময় আমার সাধ্বী পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন।—পত্নীর মৃত্যুর পর আমি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে লোহার কারবার আরম্ভ করি। এই কারবারেই আমার উন্নতি। ডিকের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর, সে সময় আমি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলাম; এবং যে ভাবে আমার কারবার চলিতেছিল, তাহাতে আশা ছিল, কিছু দিনের মধ্যেই আমি কোটিপতি হইতে পারিব।"

"ডিক্ আমার একমাত্র পুত্র; মাতৃহীন সন্তান, তাহার প্রতি আমার স্নেহের সীমা ছিল না। সে যাহাতে সুশিক্ষিত ও সুবিদ্বান্ হইয়া সম্ভ্রান্ত-

সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, আমার অভাবে কারবারের আরও উন্নতি করিতে পারে—ইহাই আমার একমাত্র চেষ্টা হইল। সাধারণ বিদ্যালয়ে তাহার পাঠ শেষ হইলে, আমি তাহার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলাম; তাহাকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলাম। আমার আশা ছিল, সে সুশিক্ষিত হইয়া কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করিবে; এবং কালে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশের চেষ্টা করিবে।”

মিঃ আরভিং মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “কিন্তু আমার হতভাগ্য পুত্র যে আমার সকল আশা ব্যর্থ করিয়া দিবে, আমার জীবনের অভিশাপ স্বরূপ হইবে, তাহা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করি নাই। এক দিন ডিক্ হঠাৎ বাড়ী আসিয়া আমাকে জানাইল, সে কেম্ব্রিজের সন্নিহিত কোনও বালিকা-বিদ্যালয়ের একটি দরিদ্রা শিক্ষয়িত্রীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে!

“ডিকের এই কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন; আমি হতভাগ্য পুত্রের দুর্ম্মতির পরিচয় পাইয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে জানাইলাম, সে যদি আমার অবাধ্য হইয়া এই অজ্ঞাত-কুল-শীলা নিঃসম্বল পল্লী যুবতীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিব, উইল তাহাকে এক ফার্দ্দিংও দিয়া যাইব না; এবং ভবিষ্যতে আমার গৃহেও তাহার স্থান হইবে না। কিন্তু আমার এই ভয়-প্রদর্শনে কোনও ফল হইল না, ডিক্ তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না; সে নীরবে অবনত মস্তকে আমার সকল কথা শুনিয়া আমার সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।—পর দিন প্রভাতে শুনিলাম, সেই রাত্রেই সে গৃহত্যাগ

করিয়াছে!—কয়েক দিন পরে জানিতে পারিলাম—ডিক্ সেই পল্লী-যুবতীকেই বিবাহ করিয়াছে! এমন আত্মসর্ব্বস্ব স্বার্থপর অবাধ্য পুত্রের পিতা হইয়াছি বলিয়া সে দিন আমার যে মনস্তাপ হইল, তাহা বলিবার নহে; সেই দিন হইতে আমি তাহাকে খরচপত্র দেওয়া বন্ধ করিলাম। প্রায় এক মাস পরে সংবাদ পাইলাম, অর্থাভাবে সে বাধ্য হইয়া লিড্‌সের কোনও সদাগরী আফিসে একটা কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়াছে কিন্তু আমার হৃদয় কঠিন, এ সংবাদে আমি বিচলিত হইলাম না।"

মিঃ ব্লেক নীরবে বৃদ্ধের কথা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর আপনি কি উইল করিয়া আপনার পুত্রকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "হাঁ, করিয়াছিলাম; আমার যে কথা সেই কাজ। আমার একটি ভগিনী ছিল, তাহাকে আমি বড় ভালবাসিতাম। সে একজন দরিদ্রকে বিবাহ করিয়াছিল। বিধবা হইয়া সে আমার আশ্রয়েই বাস করিতেছিল; আমার এই ভাগিনেয় ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট তাহারই একমাত্র পুত্র। দশ বৎসর বয়স হইতে উহাকেই আমি পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছি; উহার বিদ্যাশিক্ষার সকল ব্যয়-ভার আমিই বহন করিয়াছি।

"আমি যে দিন শুনিতে পাইলাম, ডিক্ আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সেই শিক্ষয়িত্রীকে বিবাহ করিয়াছে, সেই দিনই আমি আমার এটর্ণীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম; তাহার পর তাঁহার সম্মুখেই আমার সাবেক উইল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিলাম। সেই উইলে আমার ভাগিনেয় ষ্টিফেনকে আমার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলাম। প্রকৃত পক্ষে ষ্টিফেনকেই আমি আমার দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। আর সত্য কথা বলিতে কি, এ জন্য

আমার কোনও আক্ষেপ নাই; ষ্টিফেনের মত বিনয়ী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আজ্ঞাবহ ও ভক্তিমান্ বালক জীবনে অধিক দেখি নাই। হায়! ডিক্ যদি ষ্টিফেনের মত হইত!"

মিঃ আরভিং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মাতুলের কথা শুনিয়া ষ্টিফেনের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে সাদরে তাহার মাতুলের শীর্ণ হস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে নত মস্তকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ও কিছুই নয় মামা! আমি আমার পিতাকে জানি না,—আপনাকেই জানি; আপনার ঋণ পরিশোধ করা আমার অসাধ্য। আপনার সুখের জন্য আমি হাসিতে হাসিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক এক বার মুখ তুলিয়া ষ্টিফেনের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু কোনও কথা বলিলেন না।

মিঃ আরভিং বলিতে লাগিলেন, "যাহা হউক, আপনার সময় অল্প, আমার কথা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লই।—ডিকের বিবাহের পর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আমি তাহার কোনও সংবাদ পাই নাই, আমিও তাহার সংবাদ লইবার চেষ্টা করি নাই;—তাহার পর আরও দশ-বৎসর চলিয়া গেল। ডিকের বিবাহের ঠিক পনের বৎসর পরে আমি ডিকের একখানি পত্র পাই; পত্রখানি কিরূপ কাতরতাপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত,—তাহা আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।—সেই পত্রে সে আমাকে জানাইয়াছিল, চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে স্বয়ং দুশ্চিকিৎস্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছে; তাহার নিজের জন্য আমার নিকট তাহার কোনও প্রার্থনা নাই; কিন্তু তাহার পরলোকগমনের পর আমি যেন তাহার অনাথা শিশুকন্যার জীবন রক্ষার উপায় করি; পিতৃমাতৃহীনা অনাথা যেন অনাহারে না মরে।—

রোগে শোকে দারিদ্র্য-যন্ত্রণায় চূর্ণ হইয়া বেচারা আমাকেই 'অগতির গতি' বলিয়া মনে করিয়াছিল।"—বৃদ্ধের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল, মিঃ ব্লেক তাঁহার কণ্ঠস্বরে অনুশোচনার আভাস অনুভব করিলেন।

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পত্র পাইয়া আপনি কি করিলেন? আপনার শিশু পৌত্রীর ভরণপোষণের নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?

এবার বৃদ্ধ উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিলেন; অবশেষে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর আমার হৃদয়হীনতা, আমার বর্ব্বরতা ক্ষমা করুন।—আমি হতভাগ্য পুত্রের পত্র পাঠ করিয়া ব্যথিত হওয়া দূরে যাক্, সক্রোধে সেই পত্রখানি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম!—সেই পত্রের কথা—অনাথা বালিকার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলাম।"

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের এই পৈশাচিক আচরণের কথা শুনিয়া কোনও মতে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ—কি নিষ্ঠুর! এমন কাজ কি মানুষে পারে?"

গ্র্যাণ্ট সহানুভূতি ভরে বলিল, "হাঁ, কাজটা বড়ই গর্হিত হইয়াছিল; মামা যে এত দূর নিষ্ঠুর হইতে পারেন—ইহা আমার কল্পনার অতীত। এত কাল আমি উঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছি, দিবারাত্রি উঁহার সঙ্গে আছি,—উনি কিরূপ স্নেহার্দ্রহৃদয় উদার প্রকৃতির লোক, তাহা আমি যেমন জানি এমন বোধ হয় কেহই জানে না; সুতরাং উনি যে সেই অনাথা বালিকার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ত আমার বিশ্বাস হয় না। সম্ভবতঃ সাময়িক উত্তেজনা বশেই উনি এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন।—আমিও এই পত্রের কথা কিছুই জানিতাম না। কয়েক সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে উনি আমার নিকট

সেই পনের বৎসর পূর্ব্বের কথা প্রকাশ করেন!—সকল কথা শুনিয়া আমিই মামাকে বলি—রিচার্ডের কন্যার একবার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এখনও যদি তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহার ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কে তাহাকে তাহার অজ্ঞাতবাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করিবে? হঠাৎ আপনার অদ্ভুত শক্তির কথা আমার মনে পড়িল। সংবাদপত্রে আপনার অসাধ্য সাধনের কথা অনেক পড়িয়াছি; তাই মামাকে বলিলাম, আপনার হস্তেই মেয়েটীর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হউক।”

মিঃ আরভিং বলিলেন, “আমি রিচার্ডের পত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না, প্রাণপণে নিজের বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মেরই উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম; আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, অথচ কি জন্য যে অর্থের উপর অর্থের স্তূপ সঞ্চয় করিতেছি, সে চিন্তা ক্ষণকালের জন্যও আমার মনে উদিত হয় নাই!—অর্থসঞ্চয়ই যেন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। আমার কারবার যখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইল; সেই সময় আমি উহা একটি যৌথ কারবারের অংশীগণের নিকট যোগ্য মূল্যে বিক্রয় করিলাম। সে আজ তিন বৎসরের কথা।—কারবার বিক্রয় করিয়া আমি আমার পল্লী-নিকেতনে আমার প্রাসাদোপম অট্টালিকা ‘রিভার্সডেল হলে’ বিরাম-সুখ উপভোগ করিতে আসিলাম;—কিন্তু দেখিলাম, বাড়ী আসিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিয়া আর সময় কাটে না; এত দিন ব্যবসায় বাণিজ্যের চিন্তাই আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সে চিন্তার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কোথায় একটু আরাম—একটু শান্তি পাইব—না আর এক চিন্তা—বহুকালের বিস্মৃত-প্রায় সুপ্ত চিন্তা হঠাৎ আমার মনে জাগিয়া উঠিল: অনুশোচনার আগুনে আমার হৃদয় দগ্ধ

হইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক, আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন—সে কোন্ চিন্তা। কেবলই আমার মনে হইতে লাগিল,—কি অন্যায় কর্ম্মই করিয়াছি, সেই নিষ্পাপ নিরপরাধ শিশুর প্রতি কেন এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলাম? আমার এই বিপুল অর্থ-সম্পত্তির কণামাত্রও যদি তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য প্রদান করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাকে দিবারাত্রি এরূপ অনুতাপ করিতে হইত না, হায়, হায়, কেন এমন নিষ্ঠুর, এত কঠোর হইয়াছিলাম!—অবশেষে আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া রিচার্ডের পত্রের কথা আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হইল ষ্টিফেনের নিকট প্রকাশ করি,—তাহাকে বলি, মেয়েটাকে যেমন করিয়া হউক খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। ইহা কেবল আপনারই সাধ্য; তাই আপনার সহিত একবার পরামর্শ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আমার সহিত এসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার কথা আপনিই প্রথমে আপনার ভাগিনেয়কে বলেন? মিঃ গ্র্যাণ্ট প্রথমে এ কথা আপনাকে বলেন নাই?"

মিঃ গ্র্যাণ্ট তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তা কেন? আমিই ত মামা, প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, মিঃ ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার পৌত্রীর অনুসন্ধানভার তাঁহাকেই দেওয়া কর্ত্তব্য।—এ কথা কি আপনার স্মরণ হয় না?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "তা হইতেও পারে, আমার ঠিক স্মরণ নাই। তবে এ কথা সত্য যে রিচার্ডের পত্রের কথা তোমাকে বলিবার পূর্ব্বেই আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—মিঃ ব্লেকের হস্তেই মেয়েটার অনুসন্ধানের ভার দিব।—আমার কথা শুনিয়া তুমি সম্ভবতঃ আমার সঙ্কল্পের অনুমোদন করিয়া থাকিবে;—যাক্, সে জন্য কিছু যায় আসে না।—

আমি ক্রোধ-বশে একদিন যে অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম,—যেমন করিয়া হউক, সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিব।—এই জন্যই মিঃ ব্লেক, আপনাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। ডিকের কন্যা কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত গোল চুকিয়াই গিয়াছে; কিন্তু যদি সে জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিতে হইবে। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে ও ষ্টিফেনকে ভাগ করিয়া দিয়া যাইব।—মেয়েটির অনুসন্ধানের জন্য যত অর্থ ব্যয় হইবে, সমস্তই আপনি পাইবেন; আর আপনি যত টাকা পারিশ্রমিক লইতে চাহেন, তাহা প্রদানে আমার কোনও আপত্তি নাই।—এখন বলুন, আপনি এই ভার গ্রহণে সম্মত কি না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এই ভার গ্রহণে সম্মত কি না, সে কথা বলিবার পূর্ব্বে আপনার পৌত্রী-সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা জানিবার আবশ্যক। যদি সে এখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে আপনার কথাতেই বুঝিতে পারিলাম, তাহার বয়স এখন উনিশ বৎসর হইয়াছে।"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "সে কথা সত্য। পনের বৎসর পূর্ব্বে ডিক্ তাহার শিশুকন্যার ভার লইবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছিল; সেই পত্রে সে জানাইয়াছিল, তাহার কন্যার বয়স তখন চারি বৎসর।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির কি নাম, তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "হাঁ, ডিক্ লিখিয়াছিল—তাহার কন্যার নাম ইথেল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নাম, ইথেল আরভিং, বয়স উনিশ বৎসর। বালিকার নাম ও বয়স,—উভয়ই জানিতে পারিলাম।—কিন্তু আরও দুই একটি কথা জানা আবশ্যক।—আপনার পুত্র আপনাকে কোথা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন?—বোধ হয় তাঁহার কর্ম্মস্থল লীড্‌স হইতে?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "না, সে তখন লীড্‌স্‌এ ছিল না, পত্রখানিকে সেফীল্ড হইতে লিখিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পত্রে কোনও ঠিকানা ছিল?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "আমার ঠিক স্মরণ হয় না। পত্রখানি পাঠ করিয়াই আমি রাগের ঝোঁকে তাহা অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করি; সুতরাং দ্বিতীয় বার তাহা পাঠ করিবার সুযোগ হয় নাই। তবে পত্রের মাথায় সেফীল্ডের একটি পথের নাম ও নম্বর ছিল, এ কথা আমার বেশ মনে আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাস্তার নামটি স্মরণ হয় না?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "না; তবে সেই পথ কোনও একটি বড় উপাধির নামের পথ বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু তাহা ডিউক ষ্ট্রীট, কি ডচেজ্‌ ষ্ট্রীট, আর্ল ষ্ট্রীট, কি লর্ড ষ্ট্রীট, তাহা স্মরণ হয় না।"

মিঃ ব্লেক দুই এক মিনিট 'কামারের সহর'—সেফীল্ডের বড় রাস্তাগুলির নাম স্মরণ করিলেন; সেফীল্ড তাঁহার সুপরিচিত, তিনি প্রায়ই সেখানে যাইতেন।

অবশেষে তিনি বলিলেন, "সেফীল্ড নগরে দুইটি ডিউক ষ্ট্রীট, একটি আর্ল ষ্ট্রীট, একটি লর্ড ষ্ট্রীট ও একটি ডচেজ্‌ রোড্‌ আছে; অবশ্য অন্য নামের রাস্তা অনেকই আছে, কিন্তু উপাধির নাম-বিশিষ্ট পথ এই কয়টি; ইহারই কোনও একটি রাস্তার নাম আপনার পুত্রের পত্র-শীর্ষে ছিল বলিয়াই কি আপনার বিশ্বাস?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "আমার ত তাহাই মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি এখনও জীবিত আছেন কি না বলিতে পারেন?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "না, সে নিশ্চয়ই জীবিত নাই; যদিও আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও সংবাদ পাই নাই, তথাপি সে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিল—তাহা পাঠে জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার যক্ষ্মারোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল; এমন কি পত্রে এ কথাও ছিল যে, ডাক্তার জবাব দিয়াছেন, বলিয়াছেন বড় জোর সে আর এক সপ্তাহ বাঁচিতে পারে। এ অবস্থায় এত দিন তাহার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়?—না, সে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া নাই; কিন্তু তাহার কন্যা—আমার পৌত্রী, বোধ হয় এখনও জীবিত আছে।"

মিঃ ব্লেক কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ আরভিংএর ভাগিনেয় ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট বলিয়া উঠিল, "আপনি সেই বালিকাকে খুঁজিয়া বাহির করুন, মামার মুখে হাসি দেখি। উহাঁর মলিন মুখ দেখিয়া আমি যে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, সে কথা আর আপনাকে কি বলিব?"

মিঃ ব্লেক একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ষ্টিফেনের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "মিঃ আরভিং, আমি আপনার প্রদত্ত ভার গ্রহণ করিব। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না, কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইব তাহা বলিতে পারিব না; সুতরাং এখন আপনাকে কোন প্রকার আশা দিতে পারি না। তবে আজ আমি আপনার পৌত্রীর সন্ধানে বাহির হইতে পারিতেছি না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজ আমার হাতে বিস্তর কাজ! কাল এক সময় আমি সেফীল্ডে গিয়া আপনার পৌত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব! কিন্তু আপনার নিকট যতটুকু সংবাদ পাই-

লাম—তাহার সাহায্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না পরমেশ্বর জানেন ;—আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমার চেষ্টার ত্রুটী হইবে না।”

মিঃ আরভিং বলিলেন, “ধন্যবাদ মহাশয়! আমি ষ্টিফেনকে লইয়া আগামী কল্যই পল্লী-ভবন রিভার্সডেল হলে ফিরিয়া যাইব। আপনি যদি সেফীল্ডে কোনও সন্ধান পান,—তাহা হইলে সেইখানেই আমাকে টেলিগ্রাম করিবেন।—যদি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাকে লইয়া রিভার্সডেলে যাত্রা করিবেন। কি বলেন আপনি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহাই হইবে।—অনন্তর আরও দুই চারিটি কথাবার্ত্তার পর তিনি আরভিংএর নিকট বিদায় লইলেন। ষ্টিফেন হোটেলের বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সাগ্রহে তাঁহার সহিত বিদায়সূচক কর-কম্পন করিয়া বলিল, “কালই তদন্ত আরম্ভ করিতে ভুলিবেন না ; আমরা আপনার তদন্তফল জানিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত রহিলাম।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “তাহা আমি বুঝিতেই পারিতেছি, সে কথা বলিয়া আর কেন কষ্ট পান!”—তাহার পর তিনি তাঁহার মোটরে উঠিতে উঠিতে মোটর-চালককে বলিলেন, “ফরেণ আফিসে চল,—পূরা দমে।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

———o———

মিঃ ব্লেকের মোটর গাড়ী অদৃশ্য হইলে, ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট তাহার মাতুলের নিকট ফিরিয়া গেল।

ষ্টিফেনকে দেখিয়া মিঃ আরভিং সোৎসাহে বলিলেন, "লোকটি চমৎকার! উঁহার কথা শুনিয়া আমার আশা হইতেছে বোধ হয় তাঁহার চেষ্টা সফল হইবে। পরমেশ্বর তাহাই করুন।"

ষ্টিফেন বলিল, "মিঃ ব্লেক যে কৃতকার্য্য হইবেন, এ ধারণা আমার মনেও বদ্ধমূল হইয়াছে। আপনি যে আমার পরামর্শে মিঃ ব্লেকের হস্তে রিচার্ডের কন্যার অনুসন্ধানের ভার দিলেন, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। ঠিক লোকের হাতেই ঠিক ভার দেওয়া হইয়াছে; এখন মেয়েটাকে খুঁজিয়া পাওয়া আমাদের অদৃষ্ট।—তাহাকে দেখিবার জন্য আমিই অস্থির হইয়াছি, আপনার ত ব্যস্ত হইবারই কথা।"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "মেয়েটা যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে দুই চারি দিনের মধ্যেই মিঃ ব্লেক তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন, কি বল ষ্টিফেন্?"

ষ্টিফেন্ বলিল, "তার আর সন্দেহ কি, মামা! পরমেশ্বর আমাদের আশা পূর্ণ করুন; যে দিন আমি আপনার পৌত্রীকে আপনার কোলের কাছে দাঁড়াইতে দেখিব, সে দিন আমার জীবনের সকল সাধ, সকল আশা পূর্ণ হইবে।"

মিঃ আরভিং সস্নেহ দৃষ্টিতে ষ্টিফেনের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার

পর স্নেহোদ্বেলিত স্বরে বলিলেন, "ষ্টিফেন্, তোমার মত সুশীল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ বালক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি; আমার সুখের জন্য তুমি চিরদিনই নিজের সুখ সুবিধা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ; এই স্বার্থপর পৃথিবীতে সকলে তাহা করে না, এ বিষয়ে তোমার জোড়া মেলে না বলিয়াই আমি তোমার এত পক্ষপাতী। তা, আমার পৌত্রীর সন্ধান হইলে তোমাকে যে আমার সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিব, ইহা মনে করিও না। তোমার শৈশব কাল হইতে তোমাকে মানুষ করিয়াছি, তুমি আমার পুত্রস্থানীয়; এই জন্যই মনে করিতেছি, যদি রিচার্ডের মেয়েকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উইল করিয়া আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাহাকে, অর্দ্ধেক তোমাকে দিয়া যাইব। অবশ্য এত দিন তোমার আশা ছিল, তুমি আমার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে; কিন্তু আমি বুড়া হইয়াছি, ডিকের প্রতি যে অবিচার করিয়াছি, সে কথা ভাবিয়া সর্ব্বক্ষণ আমার মন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে; তাহার কন্যা জীবিত থাকিলে তাহার প্রতি অবিচার করা বড়ই অধার্ম্মিকের কাজ হইবে; তাহাকে আমি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দান করিয়া যাইব। অন্য কোনও যুবক ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইত, আমার উপর রাগ করিত, নানা কৌশলে আমাকে আমার সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু দেখিতেছি তুমি সেরূপ নও।"

ষ্টিফেন বলিল, "মামা, আপনি এত কথা কেন বলিতেছেন? আপনার মুখে এ রকম প্রশংসা শুনিয়া আমার বড় লজ্জা হইতেছে। আমি কে তাহা আমি জানি; আমি কি, সে কথাও এই বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলি নাই; ঈশ্বর করুন জীবনে যেন কখনও না ভুলি, যেন অনুচিত লোভের বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন না দিই। আপনার পৌত্রীই যে আপনার সমগ্র সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারিণী, তাহা ত আমার অজ্ঞাত নহে; তথাপি আপনি দয়া-প্রযুক্ত আমাকে

অর্দ্ধেক সম্পত্তি দান করিবেন বলিতেছেন,—আমার পক্ষে ইহাও আশাতীত দান। আমি একা মানুষ, আপনি ভিন্ন সংসারে আমার আপনার বলিবার আর কেহই নাই; আপনি দীর্ঘজীবী হউন, সম্পত্তি লইয়া আমি কি করিব? আপনি যদি আজ আমাকে নিঃসম্বল অবস্থায় আপনার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলেও আপনার স্নেহের ঋণ কখনও ভুলিব না।"

মিঃ আরভিং কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন এমন সময় একজন ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার খানা সেই ঘরেই দেওয়া হইবে কি না; মিঃ আরভিং সেই কক্ষেই আহার করিবেন বলিলে ষ্টিফেনও সেই কক্ষে তাহার 'খানা' পাঠাইতে আদেশ করিল।

আহার শেষ হইলে মিঃ আরভিং ষ্টিফেনকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, তোমার এখন আমার কাছে বসিয়া থাকিবার কোনও আবশ্যক দেখি না। আমার জন্য তুমি অনেক সহ্য করিতেছ; যদি তোমার বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা হয় ত তুমি অনায়াসে যাইতে পার।"

ষ্টিফেন বলিল, "লণ্ডনের ধূলিময় পথে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই; কিন্তু শুনিয়াছি আজ বৈকালে 'কুইন্‌স্ হলে' খুব ভাল গান হইবে। যদি আপনার নিকট আমি কিছুকাল না থাকিলে আপনার কোনও অসুবিধা না হয়, যদি আপনি কয়েক ঘণ্টার জন্য প্রসন্ন-মনে আমাকে বিদায় দেন, তাহা হইলে মনে করিতেছি কুইন্‌স্ হলে গিয়া একবার গান শুনিয়া আসিব; আবার কত দিন পরে লণ্ডনে আসিব, কে বলিতে পারে?"

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিলেন, "গান শুনিতে যাইবে? তা যাও না। তোমাদের এখন ত গান শুনিবার আমোদ প্রমোদ করিবারই বয়স। আমার কোনও অসুবিধা হইবে না, যাও তুমি গান শুনিয়া এসো।"

ষ্টিফেন তখন ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক টুপি মাথায় দিয়া হোটেল হইতে বাহির হইল। কিন্তু সে 'কুইন্‌স্ হল' নামক সঙ্গীত-ভবনের দিকে না গিয়া নদীর ধার দিয়া পূর্ব্বমুখে চলিল, এবং ফ্লীট-ষ্ট্রীট অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রেজ্ লেন নামক গলির মধ্যে একটী সুদীর্ঘ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

এই অট্টালিকাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা অংশে বিভক্ত, অনেক দোকানদার এবং আফিসের কর্ম্মচারিগণ সেখানে 'মেস' করিয়া বাস করিত; কেহ কেহ বা দুই একটি কুঠুরী ভাড়া লইয়া সপরিবারে বাস করিত। বাড়ীর সম্মুখের দেওয়ালে রং-বেরঙ্গের সাইন-বোর্ড ঝুলিতেছিল; ষ্টিফেন সেই সকল সাইন-বোর্ড দেখিতে-দেখিতে দেখিতে পাইল, একখানি সাইন-বোর্ডে লেখা আছে,—

গেব্রিয়েল নর্থ,

সখের গোয়েন্দা।

(তেতালায় সন্ধান করুন।)

ষ্টিফেন আঁকা-বাঁকা সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া তেতালায় উঠিল। তেতালার একটি কুঠুরীর ভিতর তখন বড় মিষ্ট সুরে বেহালা বাজিতেছিল; কোন্ কক্ষের ভিতর বেহালা বাজিতেছে, জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল; ষ্টিফেন শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই কুঠুরার সম্মুখে আসিয়া দেখিল, কক্ষের দ্বার রুদ্ধ; দ্বারের উর্দ্ধদেশে কাষ্ঠ-ফলকে লেখা আছে—

"গেব্রিয়েল নর্থ, সখের গোয়েন্দা।"

ষ্টিফেন গ্রাণ্ট সেই রুদ্ধ দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিল, কিন্তু বেহালার সুরে সে শব্দ ডুবিয়া গেল; বেহালা থামিল না, কেহ সাড়াও দিল না।

ষ্টিফেন গ্রাণ্ট একটু অসহিষ্ণু ভাবে দ্বার ঠেলিল, দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল না, ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। ষ্টিফেন মুক্ত দ্বারপথে ভিতরে চাহিয়া দেখিল—কক্ষের ভিতর সাজসজ্জা কিছুই নাই, ধূলিপূর্ণ কক্ষে সরঞ্জমের মধ্যে একখানি ছোট টেবিল, আর দুই খানি বেণ্টউড্ চেয়ার রহিয়াছে।

এই চেয়ার দুইখানির মধ্যে একখানিতে একটি মধ্যবয়স্ক লোক টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া, বেহালাখানি বুকে তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা বাজাইতেছিল। এই লোকটির আকার প্রকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মতই; তাহার দাড়ী ছাঁটা, গোঁফজোড়াটা মোম দিয়া পাকাইয়া স্থচাগ্র করা, মাথার চুলগুলি খাটো করিয়া কাটা, চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত উজ্জ্বল, চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ।

দ্বিতীয় চেয়ার খানিতে একটি অল্পবয়স্ক যুবক বসিয়া ছিল; তাহার সুনীল চক্ষু, উভয় গণ্ড আরক্তিম, মুখে দাড়ী গোঁফের চিহ্ন মাত্রও নাই; পুরুষের পরিচ্ছদ না থাকিলে মুখখানি দেখিয়া সে যুবক কি যুবতী, তাহা স্থির করা কঠিন হইত। এই যুবক টেবিলের উপর একখানি খাতা রাখিয়া একটি 'ফাউণ্টেন পেন' দিয়া তাহাতে কি লিখিতেছিল।

ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহস্বামী বাজনা বন্ধ করিয়া মৃদু স্বরে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী যুবকটিকে কি বলিল; ষ্টিফেন সে কথা শুনিতে পাইল না।—গৃহস্বামী টেবিলের উপর হইতে উভয় পদ অপসারিত করিয়া বেহালাখানি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল; কেরাণী যুবকটি তৎক্ষণাৎ দ্বার-সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া, ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান মশায়?"

ষ্টিফেন বলিল, "আমি মিঃ গেব্রিয়েল নর্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি; তিনি বাসায় আছেন কি?"

গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "আছেন মহাশয়।"

ষ্টিফেন বলিল, "আপনিই কি মিঃ গেব্রিয়েল নর্থ?"

গৃহস্বামী বলিল, "হাঁ, আমিই। আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক জানিতে পারি কি?"

ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট গেব্রিয়েল নর্থের সহকারী যুবকটির মুখের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে।"

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "তবে আমার সঙ্গে অন্য কক্ষে চলুন।"—সে পাশের একটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; ষ্টিফেন তাহার অনুসরণ করিল।

এই কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, যেন গুদাম ঘর, কক্ষ মধ্যে দুইখানি জীর্ণ বিবর্ণ ইজিচেয়ার পড়িয়া ছিল; তন্মধ্যে যেখানি একটু ভাল সেইখানিতে ষ্টিফেনকে বসিতে বলিয়া, গেব্রিয়েল অন্য থানিতে উপবেশন করিল, তাহার পর বলিল, "আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন আমি আপনার নাম পর্য্যন্তও জিজ্ঞাসা করি নাই; সত্য কথা বলিতে কি, কোন অপরিচিত মোয়াক্কেল আমার সহিত দেখা করিতে আসিলে আমি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করি না; তিনি স্বেচ্ছায় আমার নিকট নিজের পরিচয় দেন, উত্তম, না দিলে তাহা জানিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করি না।—আপনি যদি আপনার পরিচয় গোপন করিতে চান, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

ষ্টিফেন বলিল, "আপনাকে আমার নাম বলিতে আপত্তি নাই, নাম পরে বলিতেছি; কিরূপে আপনার সন্ধান পাইলাম, সেই কথাই আগে বলি। আমার বন্ধু মেজর রেণ আপনার সুপরিচিত, তাঁহার উপদেশেই আমি

কোনও গোপনীয় জরুরী ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। মেজর রেণ একটা ফৌজদারী মামলার আসামী হইয়া আপনার সহায়তা-প্রার্থী হইলে আপনি তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; এমন কি, আপনার কার্য্যকুশলতাতেই তিনি এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার নিকট শুনিয়াছি।"

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "হাঁ, সে কথা আমার বেশ মনে আছে; সে দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বের ঘটনা। মেজর একটি যুবতীকে দুই-তিনখানি গোপনীয় পত্র লিখিয়াছিলেন; সেই পত্রগুলি আদালতে দাখিল হইলে মেজরকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত। কিন্তু পত্র কয়খানি তিনি যে হস্তগত করিবেন সে আশা ছিল না; কারণ যুবতী তাহা হাতছাড়া করিবেন সে সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। মেজর রেণ অগত্যা আমার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, আমি কৌশলক্রমে পত্র কয়খানি হস্তগত করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি।"

ষ্টিফেন বলিল, "মেজর রেণ আপনার বাহাদুরীর কথা আমাকে বলিয়াছেন; আপনি সেই যুবতীর বাস-কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার বাক্স ভাঙ্গিয়া পত্রগুলি লইয়া আসিয়াছিলেন; অথচ কেহ সন্ধানও পায় নাই যে ইহা আপনারই কাজ!—মেজর রেণ আমাকে আরও জানাইয়াছেন যে, আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। মেজর রেণ ইহাও আমাকে বলিয়াছেন আপনার প্রধান গুণ এই যে, কোনও কার্য্যেই আপনি—কি বলিয়া কথাটা বুঝাই?"

গেব্রিয়েল বলিল, "কুণ্ঠিত নহি; আপনি বোধ হয় তাঁহার নিকটেই জানিতে পারিয়াছেন, আমার মক্কেলদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমি সরল এবং অসরল সকল উপায়ই অবলম্বন করি।"

ষ্টিফেন বলিল, "হাঁ, তাহাই তিনি আমাকে বলিয়াছেন; আমি

শুনিয়াছি আপনি এরূপ কার্য্যদক্ষ যে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে, ফৌজদারী আইনের আমোলে আসিতে হয় এরূপ সকল কর্ম্মই—ভণ্ডেরা যাহাকে অপকর্ম্ম বলে, অথচ দরকারে পড়িলে যাহা করিতে কুণ্ঠিত হয় না,—অসঙ্কোচে করিতে পারেন। আশা করি, আমার স্পষ্ট ভাষায় আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "না, অসন্তুষ্ট হইব কেন? নিজের প্রশংসা শুনিয়া কে অসন্তুষ্ট হয়? মেজর রেণ আপনাকে আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য, নিভাঁজ সত্য কথা। এখন বলুন, আপনার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? এজন্য যদি কোন রকম বে-আইনি কাজ করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহি। মক্কেলের কাজ উদ্ধার করিতে না পারিলে পসার থাকিবে কেন? আপনিই বা আমাকে টাকা দিবেন কেন?"

ষ্টিফেন বুঝিল, সে যোগ্য লোকের নিকটেই আসিয়াছে। তখন মিঃ আরভিং ও তাঁহার নিরুদ্দিষ্টা পৌত্রী সম্বন্ধে যে সকল কথা তাহার বলিবার ছিল, সকলই সে গেব্রিয়েলের গোচর করিল। মিঃ আরভিং ব্লেকের নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সঙ্ক্ষেপে তাহাও বলিল।

অতঃপর ষ্টিফেন, রিচার্ড তাহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিল—সেই পত্রের মর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাপন করিয়া বলিতে লাগিল,—"মামা রিচার্ডকে সে পত্রের উত্তর দেন নাই, পত্রখানি তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এমন কি, সেই পত্রের কথা দীর্ঘ পনের বৎসরের মধ্যে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাকেই সে কথা সর্ব্ব প্রথম বলেন। তিনি আরও বলেন, তাঁহার পুত্রের প্রতি তিনি যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন, সেজন্য বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন; তাঁহার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি তাঁহার পৌত্রীকে গৃহে লইয়া আসিবেন।

কিন্তু কোথায় তাহাকে পাওয়া যাইবে? কে তাহাকে খুঁজিয়া আনিবে? অবশেষে সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের হস্তে তিনি এই ভার দিতে কৃতসঙ্কল্প হন; ব্লেককে ডাকাইয়া বলিয়াছেন, যেমন করিয়াই হউক মেয়েটিকে খুঁজিয়া আনিয়া দিতে হইবে।"

ষ্টিফেনের কথা শুনিয়া গেব্রিয়েল নর্থের চক্ষুর্দ্বয় যেন হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইল; কিন্তু ষ্টিফেন তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না। গেব্রিয়েল নর্থ মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "ব্লেকের উপর যাহাতে এ ভার দেওয়া না হয়, সেজন্য আপনি চেষ্টা করিলেন না কেন? আপনার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি আপনার মামা আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কাজেই হাত দেন না।"

ষ্টিফেন হাসিয়া বলিল, "না, আমি তাঁহাকে নিষেধ করি নাই, যদিও মামা আমাকে বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাঁহার পৌত্রীকে প্রদান করিবেন! মামার সম্পত্তির মূল্য এক কোটি টাকার কম নয়; সমস্ত সম্পত্তিই আমার হইত, কিন্তু ছুঁড়িটাকে যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে আমি পঞ্চাশ লক্ষের অধিক পাইব না।"

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "তথাপি আপনি আপনার মাতুলকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না!—ইহার কারণ কি?"

ষ্টিফেন বলিল, "চেষ্টা করিলে যদি কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই সে চেষ্টা করিতাম; কিন্তু আমি আমার মামার প্রকৃতি যেমন বুঝি, তেমন আর কেহই বুঝে না। তাঁহার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জেদী লোক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি যাহা করিবেন বলেন, নিশ্চয়ই তাহা করেন। কেহই তাঁহার সঙ্কল্প টলাইতে পারে না। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম তিনি রবার্ট ব্লেকের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন, কাজেই

আমিই তাঁহাকে এ প্রস্তাবে উৎসাহিত করিয়াছি, তাঁহাকে বুঝিতে দিয়াছি তাঁহার পৌত্রীকে গৃহে স্থান দিলে, ও তাহাকে তাঁহার সম্পত্তি দান করিলে, আমার দুঃখিত হইবার কারণ নাই, বরং তাহাতে আমি পরম আনন্দ লাভ করিব। আমি চিরদিনই তাঁহার প্রত্যেক কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আসিয়াছি; এইজন্য তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়াছি। তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইব—আমি এমন নির্ব্বোধ নহি।”

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, “সত্যই আপনি বড় বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন; আপনি এতদূর দূরদর্শী, ইহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, কবে আপনার মাতুল ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন?”

ষ্টিফেন বলিল, “আজ মধ্যাহ্নে, সাভয় হোটেলে। আমরা সেইখানেই বাসা লইয়াছি।”

গেব্রিয়েল বলিল, “ব্লেক কি তাঁহার পৌত্রীর অনুসন্ধানের ভার লইয়াছে?”

ষ্টিফেন বলিল, “হাঁ।”

গেব্রিয়েল জিজ্ঞাসা করিল, “কোন্ কোন্ প্রমাণে নির্ভর করিয়া তাহার তদন্ত আরম্ভ হইবে।”

ষ্টিফেন্ বলিল, “প্রমাণের বড়ই অভাব। ব্লেককে এইমাত্র বলা হইয়াছে সেই মেয়েটির নাম ইথেল আরভিং; যদি সে এখনও জীবিত থাকে তাহা হইলে এত দিনে তাহার বয়স উনিশ বৎসর হইয়াছে। পনর বৎসর পূর্ব্বে রিচার্ড কন্যার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মামাকে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা সেফীল্ডের একটা ঠিকানা হইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সেই ঠিকানাটী এত দিন পরে মামার স্মরণ নাই। সেই পত্রে যে ডিউক ষ্ট্রীট বা আর্ল্

ষ্ট্রীট, বা লর্ড ষ্ট্রীট কিংবা ডচেজ্ রোড এই রকমের একটা ঠিকানা লেখা ছিল, এটুকু আমার স্মরণ আছে।”

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, “তাহা হইলে রবার্ট ব্লেক সেফীল্ডে সেই যুবতীর সন্ধান করিতে গিয়াছে?”

ষ্টিফেন বলিল, “না, এখনও সে সেখানে রওনা হয় নাই, শুনিয়াছি আজ তাহার ফুরসৎ নাই, কিন্তু সে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছে—কাল এক সময় সে সেফীল্ডে যাত্রা করিবে।”

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, “উত্তম। আমার একটা দুর্ভাবনা দূর হইল, এই অবসরেই আমি কাজ গুছাইয়া লইতে পারিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের দেনা পাওনার কথাটা শেষ করা আবশ্যক। ব্লেক এই যুবতীকে যাহাতে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই কি আপনি আমার সহিত দেখা করিতে আসেন নাই?”

ষ্টিফেন বলিল, “আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন, আমি এত নির্ব্বোধ নহি যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার আশা ত্যাগ করিব।”

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, “সে ত ঠিকই কথা; তা আপনি কি বলেন—ব্লেকের উদ্দেশ্য সাধনে আমি বিঘ্ন উৎপন্ন করিব?”

ষ্টিফেন বলিল, “বিঘ্ন উৎপন্ন কি? আপনি এমন ভাবে তদ্বির করিবেন যেন সে মেয়েটাকে পৃথিবীর কোনও দেশে খুঁজিয়া না পায়। আপনাকে প্রাণপণে ব্লেকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। মেজর রেণ যদি আপনার কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা না করিতেন, আপনার দ্বারাই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে একথা না বলিতেন,—তাহা হইলে আমি আপনার নিকট আসিতাম না। আপনার যোগ্যতায় বিশ্বাস আছে বলিয়াই আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি।”

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "উত্তম কাজ করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি আপনি আর কোথায় পাইবেন ?"

ষ্টিফেন বলিল, "আপনি আমার আশা পূর্ণ করিবেন কি ?"

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "আপনি আমাকে কি করিতে বলেন, তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই ; মনে করুন, আমি আজ সন্ধ্যার সময় সেফীল্ডে উপস্থিত হইয়া সেই মেয়েটিকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম, তাহার পর ?"

ষ্টিফেন বলিল, "তাহার পর কি কর্ত্তব্য সে বিবেচনা আপনার উপর, আপনার ব্যবস্থার উপর আমি হস্তক্ষেপণ করিব না ; আমি এইমাত্র চাহি যে, ইথেল আরভিং রিভার্সডেলের বাড়ীতে যেন কখনও উপস্থিত হইতে না পারে,—অন্ততঃ বৃদ্ধের জীবন-কালের মধ্যে।"

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "উত্তম প্রস্তাব। আমি আপনার এই কাজের ভার লইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি ; কিন্তু এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য আপনি আমাকে কি পারিশ্রমিক দিবেন জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন, কাজটি কেবল যে শ্রমসাধ্য এরূপ নহে, ইহাতে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। আপনার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি আপনার মাতুল যেমন জেদী লোক সেইরূপ ধনবান্। আমার সাধু চেষ্টার কথা যদি কোনও প্রকারে তাঁহার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তিনি আমাকে সহজে ছাড়িবেন এ সম্ভাবনা আদৌ নাই ; তখন আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি উপস্থিত হইবে। এ অবস্থায় আপনি আমার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা না করিলে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমার সাহস হয় না। আর আমি যে কার্য্যে সাহস না করিব—সে কার্য্যে হাত দিতে আর কোনও ভদ্রলোকেরই সাহস হইবে না, ইহা স্থির জানিয়া রাখুন।—বিশেষতঃ রবার্ট ব্লেকের ন্যায় ধড়িবাজ, চতুর ও বহুদর্শী গোয়েন্দার

প্রতিকূলে আমাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে; কাজটি সহজ বা নিরাপদ নহে।"

ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট বলিল, "আপনার আশঙ্কা অমূলক, কারণ আমার বিবেচনায় ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা অল্প; আর কাজটি তেমন কঠিন না হওয়াই সম্ভব। আপনি সেফীল্ডে উপস্থিত হইয়া অল্প অনুসন্ধানেই হয় ত শুনিতে পাইবেন, সেই বালিকা বহুদিন পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে; তখন আর আপনাকে নূতন কিছুই করিতে হইবে না, তাহার মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলেই আপনার কাজ শেষ হইবে। কিন্তু মেয়েটা যে মরিয়াছে, এ আশা আমি করিতে পারিতেছি না; হয় ত সে এখনও জীবিত আছে,—যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহাকে চিরদিনের জন্য স্থানান্তরিত করাই প্রধান কার্য্য; এই কার্য্যে আপনাকে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে—ইহা আমি অস্বীকার করি না। যাহা হউক,—আমি আপনাকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক প্রদানে অসম্মত নহি; আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে আপাততঃ আমি আপনাকে পাঁচশত টাকা অগ্রিম দিব। আপনি যদি সপ্রমাণ করিতে পারেন, বালিকার মৃত্যু হইয়াছে; তাহা হইলে আপনি পরে আরও পাঁচশত টাকা পাইবেন। কিন্তু আপনি যদি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন, বালিকা এখনও জীবিতা আছে, আর যদি তাহাকে আপনি কোনও কৌশলে সরাইতে পারেন, অর্থাৎ আমার মামা তাহার সন্ধান না পান—এরূপ কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারেন; তাহা হইলে যে দিন আপনি সপ্রমাণ করিবেন ইথেলের আর কখনও রিভার্সডেলে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই দিন আপনাকে দশহাজার টাকার একখানি চেক্ দিব।"

ষ্টিফেনের কথা শুনিয়া গেব্রিয়েল নর্থ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "আপনার যে বড়ই উঁচু নজর দেখিতেছি! আমি ত আপনার অনুগ্রহ

প্রার্থী নহি; তবে আপনি কোন্ সাহসে থপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, আপনার কার্য্যোদ্ধার হইলে আপনি আমাকে দশ হাজার টাকা দিবেন? এমন দশ হাজার টাকা আমি জীবনে অনেক বার উপার্জ্জন করিয়াছি। আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছেন—মেয়েটীকে পাওয়া না গেলে তাহার প্রাপ্য অংশ আপনিই পাইবেন; সেই অর্দ্ধাংশের মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা! দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যদি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারা যায়, তবে খুব সুবিধার কথা বটে, কিন্তু এত কম কমিশনে আমি কোনও মক্কেলের কাজ করি না।—যাহা হউক, মক্কেলের সহিত দোকানদারী করা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; আমি আপনার নিকট অধিক কিছু চাহি না, আপনার কার্য্যোদ্ধার হইলে আপনি আমাকে বিশ হাজার টাকা দিবেন। অবস্থা বিবেচনায় আমার দাবি যে নিতান্ত অল্প, ইহা আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।"

ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট কল্পনাও করে নাই যে, গেব্রিয়েল নর্থ এত অল্প টাকায় তাহার কাজ করিতে সম্মত হইবে; বরং সে মনে করিয়াছিল নর্থ তাহার নিকট ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করিয়া বসিবে।—ষ্টিফেনও বোধ হয় তাহাতেই সম্মত হইত; সুতরাং গেব্রিয়েল নর্থের দাবির অল্পতা দেখিয়া সে বড়ই সন্তুষ্ট হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল।

অনন্তর ষ্টিফেন গেব্রিয়েলকে বায়না স্বরূপ পাঁচশত টাকা প্রদান পূর্ব্বক কিরূপে কোথায় তাহাকে সংবাদাদি পাঠাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু সে যদি গেব্রিয়েল নর্থের মনের ভাব জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার আক্ষেপ ও মনস্তাপের সীমা থাকিত না।

ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট, গেব্রিয়েল নর্থের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই গেব্রিয়েল বহির্দ্বার বন্ধ করিল, এবং ব্যগ্রভাবে তাহার কেরাণীর

নিকট গিয়া, উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উৎফুল্ল চিত্তে তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। তাহার পর নাচিতে নাচিতে গুণ গুণ স্বরে একটি গান ধরিল ; গানটির মর্ম্ম এইরূপ,—

"মাকড় বলে মাছিরে ভাই ! এসো আমার ঘরে ;
কত মজার খাবার হেথা রেখেছি তোমার তরে।"

বলা আবশ্যক, গেব্রিয়েল নর্থের এই কেরাণীটি তাহার ছদ্মবেশিনী স্ত্রী - তাহার সহধর্ম্মিণী ; কিন্তু চাতুর্য্যে ও ফন্দী-ফিকিরের আবিষ্কারে তাহার গুরু ! স্ত্রীর বুদ্ধিতে না চলিলে এত দিন তাহাকে জেলে পচিতে হইত।—গেব্রিয়েলের স্ত্রী স্বামীকে এইরূপ উৎফুল্ল চিত্তে নাচিতে ও গান করিতে দেখিয়া বিরক্তি ভরে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিল, তাহার পর সক্রোধে বলিল, "লোকটা এখনও অধিক দূর যায় নাই ; যদি সে হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে এই রকম স্ফূর্ত্তি করিতে দেখে, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে বল ত ?"

গেব্রিয়েল নর্থ প্রসারিত হস্তে পুনর্ব্বার তাহার স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "মনে করিবে বিশ হাজার টাকার দাঁও মারিয়া আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে !—সত্যই জীবনে কখনও আমার এত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। এবার আমাদের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে ; একদম্ বড় মানুষ ! সাধে কি আমার মুখ দিয়া এমন মজার গানটা বাহির হইয়াছে,—

'মাকড় বলে মাছিরে ভাই ! এসো আমার ঘরে ;
কত মজার খাবার হেথা রেখেছি তোমার তরে।'

অর্থাৎ কি-না,—মাকড়সা মাছিকে বলিতেছেন, 'ওরে ভাই মাছি,—আমার ঘরে এসো—কি-না আমার জালে পড় ! তাহা হইলেই, বুঝেছ কি-না, আমি আমার জালে তোমার সর্ব্বশরীর জড়াইয়া তোমার রক্তটুকু শোষণ করিব।—ব্যাখ্যাটা ঠিক হইল না কি ?"

গেব্রিয়েলের স্ত্রী বলিল, "মাকড়সাই বা কে, আর মাছিটাই বা কে ?"

গেব্রিয়েল নর্থ জিহ্বাদ্বারা তালুতে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিল, "আহা, এই সোজা কথাটা বুঝিতে পারিলে না ? মাকড়সা হচ্ছি আমি স্বয়ং ; আর মাছি হচ্ছে আমার ঐ মক্কেলটা,—যাহার নাম শুনিলে ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট। বেটা আহাম্মুখ, আমাকে বিশ হাজার টাকার লোভ দেখাইয়া বুড়োর কোটী টাকার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইতে চায় !"

গেব্রিয়েলের স্ত্রী বলিল, "তোমাদের সকল কথা আমি আড়াল হইতে শুনিতে পাই নাই ; লোকটা কে ? কি মতলবে তোমার কাছে আসিয়াছিল খুলিয়া বল।"

তখন গেব্রিয়েল তাহার পত্নীকে ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টের সকল কথা সঙ্ক্ষেপে বলিল ; তাহা শুনিয়া তাহার স্ত্রী বলিল, "এই জন্য এত স্ফূর্ত্তি ! বিশ হাজার টাকা পাইবার আশাতেই আহ্লাদে আটখানা ! ইহাতেই মনে করিয়াছ, একদম্ বড় মানুষ হইবে ? তোমার বুদ্ধিতে ধিক্ !"

গেব্রিয়েল নর্থ বলিল, "প্রেয়সি, সকল কথা না বুঝিয়াই আমার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতেছ ? মাকড়সার বুদ্ধি কি লোভী মাছির বুদ্ধির চেয়ে কম ?—মাকড়সার জালে মাছি পড়িলে মাছির কি দশা হয়, তা কি জান গো চালাক মেয়েমানুষ ?"

গেব্রিয়েল-পত্নী বলিল, "তা আর জানি না ? মাকড়সা মাছিকে জালে জড়াইয়া তার রক্তটুকু শোষণ করে।"

গেব্রিয়েল বলিল, "আমিও তাহাই করিব। আমি ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টকে আমার বুদ্ধির জালে জড়াইয়া তাহার সমস্ত রক্ত শোষণ করিব। তাহার যাহা কিছু সম্বল আছে,—সমস্তই আমার হইবে।"

গেব্রিয়েলের স্ত্রী বলিল, "কিরূপে ?"

গেব্রিয়েল বলিল, "এই সোজা কথাটা আর বুঝিতে পারিলে না ?

আমি যে মেয়েটীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার লইয়াছি, তাহাকে হাতে পাইলে এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, অন্য কোনও লোক তাহার সন্ধান পাইবে না। তাহার পর আমি গ্র্যাণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিব, 'আমি তাহাকে পাইয়াছি; আমাকে লক্ষ টাকা দাও, তাহা হইলে আমি তাহাকে চিরদিনের জন্য তোমার পথ হইতে সরাইয়া দিব; আর যদি এ টাকা আমাকে না দাও,—তাহা হইলে তাহাকে তোমার মামার কাছে হাজির করিব।'

"আমার কথা শুনিয়া গ্র্যাণ্ট ভয় পাইয়া নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে; লক্ষ টাকা দিলে যদি কোটী টাকার সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কে তাহাতে অসম্মত হয়?—যাহা হউক, আমি মেয়েটীকে যে হত্যা করিব—এরূপ মনে করিও না।—টাকাগুলি হস্তগত করিয়া কয়েকদিন আর সেদিকে ঘেঁসিব না; দুই তিন সপ্তাহ পরে আবার গ্র্যাণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়া আর একলক্ষ টাকার দাবী করিব; সে টাকা দিতে অসম্মত হইলে আবার তাহাকে সেই ভয় দেখাইব; এই ভাবে তাহাকে আমি শোষণ করিব। গ্র্যাণ্টের অংশের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিকাংশ যদি এই ভাবে হস্তগত করিতে পারি,—তাহা হইলেও কি আমি গরীব থাকিব মনে কর, প্রেয়সি!"

গেব্রিয়েলের স্ত্রী বলিল, "তুমি ত ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে বড় মানুষ হইলে, কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া দেখিবে যেমন গরীব, তেমনই গরীব আছ;—রবার্ট ব্লেক মেয়েটীর সন্ধানের ভার লইয়াছে;—সে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছ? রবার্ট ব্লেক বড় সাধারণ লোক নহে, সে আমাদিগকে এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বিক্রয় করিতে পারে।—সেবার, গবর্মেণ্টের গুপ্ত রিপোর্ট চুরী করিয়াও ত রাতারাতি বড় লোক হইবার ফন্দী করিয়াছিলে; তাহার পর কেমন জব্দ! সে কথা কি ইহারই মধ্যে ভুলিয়াছ?"

গেব্রিয়েল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সেই শয়তান সেবার আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল! কিন্তু এক যুদ্ধে জয়লাভেই মানুষ রাজা হয় না। একবার সে আমাকে ঠকাইয়াছে বলিয়া কি প্রতিবারই ঠকাইবে? একবার তাহাকে হাতে পাইলে হয়, তাহার গোয়েন্দাগিরি ঘুচাইয়া দিব। সেবার তাহাকে কুয়ায় ডুবাইয়া প্রায় মারিয়াছিলাম, দৈবাৎ বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু দৈব তাহাকে প্রতিবার রক্ষা করিবে না, এ কথা নিশ্চয় জানিও।—মেয়েটার সন্ধানে সে কাল বাহির হইবে—আমি আজই যাইব। সে আমার পরে গিয়া কাজ গুছাইয়া লইবে, আর আমি আগে গিয়া বেকুব হইয়া ফিরিয়া আসিব? সে কি আমার চেয়ে এতই চালাক!"

তাহার স্ত্রী বলিল, "দেখা যাবে তুমি কত চালাক। তোমার যত কার্দ্দানী আমার কাছে!"

গেব্রিয়েল সদম্ভে বলিল, "এবার দেখে নিও।"

গেব্রিয়েল তাহার বেহালাখানি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা বাজাইতে বাজাইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

বস্তুতঃ, ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট যদি এই পরামর্শ শুনিতে পাইত, কিংবা গেব্রিয়েল নর্থ কে, তাহা জানিতে পারিত, তাহা হইলে আতঙ্কে তাহার প্রাণ উড়িয়া যাইত; সে কখনও এই ফাঁদে পা দিত না।—গেব্রিয়েল নর্থের প্রকৃত নাম চার্লস মেজর; তাহার ডাক নাম ছিল "বিচ্ছু"; তাহার জন্মভূমি জিব্রল্টার।—তাহার স্ত্রীর নাম জুডিথ্।—ইউরোপের এমন কোনও দেশ ছিল না, যেখানে তাহারা চুরী, ডাকাতি, রাহাজানী, নরহত্যা প্রভৃতি অপকর্ম্ম না করিয়াছে; সকল দেশেই তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য দশ পনেরখানি ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল।

তাহাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা প্রবল হইলে, বিচ্ছু ছদ্মবেশে

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া 'গ্রেপ্ লেন' নামক একটি গলির মধ্যে 'গেব্রিয়েল নর্থ' এই ছদ্মনামে এক গোয়েন্দাগিরির আফিস খুলিয়া বসিল! সে নিজে ত ছদ্মবেশ ধারণ করিলই,—তাহার স্ত্রীটিকেও পুরুষ সাজাইয়া তাহার কেরাণী-পরিচয়ে নিজের নিকট রাখিল।

চার্লস মেজর সখের গোয়েন্দা সাজিয়া যে ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছিল, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।—কিন্তু দীর্ঘকাল এ ভাবে চলে না; সখের গোয়েন্দাগিরিতে পেট ভরে না দেখিয়া, সে 'নূতন কিছু' করিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডন ত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছিল;—এমন সময় ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল।

নূতন শিকার ফাঁদে পড়িয়াছে বুঝিয়া বিচ্ছু নূতন উৎসাহে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিল; পাঠক ক্রমে তাহার কার্য্যের পরিচয় পাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাভয় হোটেলে মিঃ আরভিংএর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া মিঃ ব্লেক লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; সেখান হইতে লণ্ডন পুলিশের প্রধান আড্ডা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইলে, লণ্ডন পুলিশের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার পরামর্শ চলিল।—এই পরামর্শের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার কোনও সংশ্রব নাই। রাত্রি আটটার পর তাঁহাদের সভাভঙ্গ হইল; রাত্রি নয়টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি শ্রান্ত দেহে তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মিঃ ব্লেককে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া স্মিথ বলিল, "আপনি বাড়ী ফিরিয়াছেন দেখিতেছি! আমি মনে করিতেছিলাম, আজ বাহিরেই রাত্রিবাস করিবেন; আজ রাত্রে আর আপনাকে বাহিরে যাইতে হইবে না ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না; কিন্তু কাল প্রত্যুষেই আমাকে একবার সেফীল্ডে যাইতে হইবে। সকালে স-সাতটার সময় কিংস্-ক্রশ ষ্টেসনে ট্রেণে চাপিব।"

স্মিথ বলিল, "সেফীল্ডে যাইবেন? সেখানে হঠাৎ কি কাজ পড়িয়া গেল?"

মিঃ ব্লেক তখন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনার কথা স্মিথের গোচর করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "মেয়েটা যদি জীবিত থাকে—তবে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া রিভার্সডেলে তাহার পিতামহের নিকট লইয়া যাইবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই কথা আছে ; কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা বড় সহজ হইবে না।"

স্মিথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "মেয়েটীকে যদি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুড়া অর্দ্ধেক সম্পত্তি ত তাহাকেই দিবেন বলিয়াছেন ; ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট এ প্রস্তাবে বোধ হয় খুসী নয় ?—মেয়েটীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে তাহার স্বার্থহানি হইবে, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে ; এ সম্বন্ধে সে কোনও মতামত প্রকাশ করে নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বুড়া তাঁহার ছাগল ল্যাজের দিকে কাটিলে সে কি করিবে ?—তিনি যে দয়া করিয়া তাঁহার ভাগিনেয়কে প্রতিপালন করিয়াছেন, অর্দ্ধেক সম্পত্তি লেখা-পড়া করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। ষ্টিফেন যে না বুঝে, এমন নয় ; কাজেই বৃদ্ধের প্রস্তাবে সে বাহিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। আমি যাহাতে মেয়েটিকে খুঁজিয়া আনিয়া বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত করিতে পারি, সে জন্য সে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশও করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "সে কি আপনার কার্য্যে গোপনে বাধা দানের জন্য কোনও চেষ্টা করিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহা মনে হয় না। যদি সে শক্তি তাহার থাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চেষ্ট থাকিত না।"

এই সকল কথা চলিতেছে, এমন সময় মিঃ ব্লেকের পরিচারিকা খাবার লইয়া আসিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ভোজন-টেবিলে উপবেশন করিলে, স্মিথ বলিল, "আহারের পূর্ব্বে আমি আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।—আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সেফীল্ডে যাইবেন ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যদি যাইবার ইচ্ছা হয় যাইও, আমার কোনও আপত্তি নাই।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আপনার সঙ্গে যাইবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

আহারের পর উভয়েই শয়ন করিলেন। পূর্ব্ব-রাত্রি তাঁহারা জাগিয়া কাটাইয়াছিলেন, এক ঘুমেই রাত্রি কাটিল। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া কিংস্‌ক্রশ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। স-সাতটার ট্রেণে চাপিয়া বেলা পৌণে এগারটার সময় তাঁহারা সেফীল্ডে পদার্পণ করিলেন।

সেফীল্ডে দুইটি ডিউক ষ্ট্রীট নগরের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত; তাহাদের একটির নিকট লর্ড ষ্ট্রীট ও অন্যটির নিকট আরল্‌ ষ্ট্রীট বর্ত্তমান।

মিঃ ব্লেক প্রথম ডিউক ষ্ট্রীট, ও তৎসন্নিহিত লর্ড ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ডিউক ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি বাড়ীতে অনুসন্ধান করিতে করিতে মিঃ ব্লেক একটি বৃদ্ধার গৃহে উপস্থিত হইলেন; তাহাকে প্রশ্ন করিবামাত্র স্ত্রীলোকটি সবিস্ময়ে বলিল, "না, আরভিং নামক কোন লোককে চিনি না। ব্যাপার কি মহাশয়?—কাল রাত্রে আর একটি ভদ্রলোকও আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন!"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে? আর একজন ভদ্রলোক কাল রাত্রে তোমার এখানে আসিয়া আরভিংএর অনুসন্ধান করিতেছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, মহাশয়।"

স্মিথ মিঃ ব্লেককে নিম্ন স্বরে বলিল, "ভদ্রলোকটা কে, তাহা বুঝিয়াছি ; মিঃ আরভিংএর ভাগিনেয় ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টই বোধ হয় মেয়েটির খোঁজে আসিয়াছিল !—আমরা এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে আসিবে—এ সন্দেহ পূর্ব্বেই আমার মনে উদিত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট মেয়েটির সন্ধানে আসিয়াছিল—এ কথা এখনও আমি বিশ্বাস করি না।"

অনন্তর তিনি বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি বাছা, সেই লোকটি দেখিতে কেমন ?"

বৃদ্ধা বলিল, "তার রঙটা লাল্‌চে, শরীর পাতলা, চুলগুলি কালো, মুখে লম্বা দাড়ী গোঁফ আছে। ভদ্রলোকটি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন।—তিনি বলিলেন, ইথেল আরভিং নাম্নী একটি যুবতী একটা গুরুতর ফৌজদারী মামলার সাক্ষী আছে,—সে এই পাড়ায় বাস করে শুনিয়া তিনি তাহার সন্ধানে আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন "আমি ত বলিয়াছি, ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট ইথেলের সন্ধানে আসে নাই। ষ্টিফেন্‌কে আমি দেখিয়াছি ; তাহার গায়ের রং খুব সাদা, শরীর দোহারা, চুলগুলি কটা ; আর তার অল্প গোঁফ আছে বটে, কিন্তু দাড়ী নাই।"

স্মিথ সহজে নিজের জিদ্ ছাড়িল না ; সে বলিল, "ষ্টিফেন যদি ছদ্মবেশে আসিয়া থাক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সে তেমন চালাক নয় ; ইচ্ছা থাকিলেই কি সকলে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারে ? তুমি কেন মিছা তর্ক করিতেছ ? সে নিশ্চয়ই ষ্টিফেন্ নহে ; তবে সে যে কে, আমি তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বুঝিল, তাহার প্রতিবাদে প্রভু বিরক্ত হইয়াছেন; সুতরাং সে তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য বলিল, "তবে বোধ হয়, তাহার দলের অন্য কোনও লোক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে যেই হউক, ষ্টিফেনের যে কোনও গুপ্তচর এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেখিতেছি আমাদের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছে! এ অবস্থায় আমাদের সাবধান হইয়া চলাই কর্ত্তব্য; আর আমাদিগকে একটু তৎপরতার সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

কিন্তু এই দুই পথে যত বাড়ী ছিল, সমস্ত মধ্যাহ্নকাল সেই সকল বাড়ী ঘুরিয়াও মিঃ ব্লেক বৃদ্ধ আরভিংএর পুত্র রিচার্ড আরভিং, বা তাহার কন্যা ইথেল সম্বন্ধে কোনও সন্ধানই জানিতে পারিলেন না। তবে অনেকের নিকটেই শুনিতে পাইলেন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ভদ্রলোক, কোথাও পূর্ব্ব রাত্রে, কোথাও বা সেইদিন প্রভাতে এই নিরুদ্দিষ্টা যুবতীর সন্ধানে আসিয়াছিলেন।—ডিউক ষ্ট্রীটের বাড়ীগুলিতে সে পূর্ব্বরাত্রে খুঁজিয়াছিল, লর্ড ষ্ট্রীটের বাড়ীগুলিতে সেইদিন প্রভাতে ঘুরিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "লোকটা যেই হউক, সে বোধ হয় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; কাল রাত্রে সে ডিউক ষ্ট্রীটে খোঁজ লইয়া, আজ সকালে আসিয়া লর্ড ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল; আমরা হয় ত দ্বিতীয় ডিউক ষ্ট্রীটে বা আরল্ ষ্ট্রীটে তাহাকে ধরিতে পারিব।"

বেলা অধিক হইলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে লইয়া একটা হোটেলে প্রবেশ করিলেন, এবং সেখানে সে বেলার মত আহার করিয়া লইলেন। তাহার পর বিশ্রাম না করিয়াই দ্বিতীয় ডিউক ষ্ট্রীটের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই ষ্ট্রীটেও তাঁহারা ইথেল আরভিংএর কোনও সন্ধান পাইলেন

না; এমন কি, অন্য কোন লোক যে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে—এ কথাও কাহারও নিকট জানিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক ইহাতে বড় চিন্তিত হইলেন; তবে কি সে ব্যক্তি অন্য কোথাও ইথেলের সন্ধান পাইয়া এদিকে তাঁহার অনুসন্ধানে আসা অনাবশ্যক মনে করিয়াছে?—মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেন।

বেলা চারি ঘটিকার সময় মিঃ ব্লেক আরল্ ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলেন। এই পল্লীর অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই শ্রমজীবী; তাহাদের অনেকেই ছুরী কাঁচি ক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানায় কাজ করে। এই পল্লীতে অনুসন্ধান করিতে করিতে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া 'ক্যামাক্ লেন' নামক একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন। "সেফীল্ড ইউনাইটেড ফুটবল্ ক্লাবের" খেলিবার মাঠের ধার দিয়া এই গলিতে প্রবেশ করিতে হয়।

মিঃ ব্লেক গলিতে প্রবেশ করিয়াই একটি কুটীরের দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন; বৃদ্ধটি দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া পাইপ টানিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, বেয়াদপি মাফ করেন ত একটি কথা জিজ্ঞাসা করি;—আপনি কি এই পল্লীতে দীর্ঘকাল-যাবৎ বাস করিতেছেন?"

বৃদ্ধটি মুখের পাইপ হাতে লইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "হাঁ, আমি আমার বিবাহের পর হইতেই এই বাড়ীতে বাস করিতেছি।—সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পঞ্চাশ বৎসর এই বাড়ীতে আছেন! তাহা হইলে আপনিই বোধ হয় আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। আমি একজন ডিটেক্‌টিভ; ইথেল আরভিং নাম্নী একটি যুবতীর অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছি। এই মেয়েটি পনের বৎসর পূর্ব্বে সেফীল্ডে বাস

করিত ; সম্ভবতঃ এই পল্লীতেই তাহার বাসা ছিল। সে সময়ে তাহার বয়স চারি বৎসরের অধিক হয় নাই। তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল ; তাহার পিতাও তখন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া মর-মর হইয়াছিল।"

বৃদ্ধ মুখ হইতে পাইপ্‌টি নামাইয়া বলিল, "ওঃ—আপনি ডিক্ আরভিং-এর মেয়ের সন্ধান করিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আপনি কি ডিক্ আরভিংকে চিনিতেন ?"

বৃদ্ধ বলিল, "চিনিতাম না ? আমি সে বেচারাকে খুবই চিনিতাম। সে লীড্‌স হইতে এখানে আসিয়াছিল তাহাও জানি ; সে আজ পনের ষোল বৎসরের কথা ! এই পল্লীতেই একটা কামারের কারখানা ছিল, সেই কারখানায় সে একটা মুহুরীগিরি পাইয়াছিল ; তাতেই অতি কষ্টে তাহার সংসার চলিত। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না ; লীড্‌স হইতে সে ব্যারাম লইয়া আসিয়াছিল। এখানে আসিবার পর ছয় সাত মাসের মধ্যেই মারা যায়। তাহার মেয়েটিকেও আমার বেশ মনে পড়ে। মেয়েটি বড়ই সুন্দরী ছিল। মেয়েটিকে লইয়া ডিক্ আমাদেরই প্রতিবেশিনী মিসেস্ ওয়াট্‌সনের বাড়ীতে বাসা লইয়াছিল ; সেই বাড়ীতেই ডিক্ আরভিংএর মৃত্যু হয়।

বৃদ্ধেরা সাধারণতঃ বাচাল হয় ; কথা কহিতে কহিতে বুড়ার পাইপের আগুন নিবিয়া গেল ! তাহার কথা কতক্ষণ পর্য্যন্ত চলিত বলা যায় না ; কিন্তু তাহার বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই পিতৃমাতৃহীনা অনাথার কি গতি হইল জানিবার আগ্রহ হইতেছে।"

বৃদ্ধ বলিল, "গতি হইয়াছিল বৈ কি ! ডিকের মৃত্যুর পর মিসেস্ ওয়াট্‌সন্ তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল।"

এ কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মন বড় দমিয়া গেল ; তিনি বিমর্ষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ইথেল জীবিত নাই ?"

বৃদ্ধ বলিল, "জীবিত নাই কে বলিল ? আমি ত জানি ছয় হপ্তা পূর্ব্বেও সে জীবিত ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই যে আপনি বলিলেন, মিসেস্ ওয়াট্‌সন তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "মহাশয়ের বুদ্ধিটা দেখিতেছি বড়ই স্থূল ! আমি যাহা বলিলাম তাহার অর্থ এই যে, মিসেস্ ওয়াট্‌সন্ যে পর্য্যন্ত না মরিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত সে সেই বালিকার ভার লইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সত্যই আমার বুদ্ধিটা কিছু স্থূল। তাহা হইলে মিসেস্ ওয়াট্‌সনের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইথেল তাহার বাড়ীতেই ছিল ?"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিসেস্ ওয়াট্‌সন্ কত দিন মরিয়াছে, তাহা আপনার স্মরণ হয় কি ?"

বৃদ্ধ বলিল, "স্মরণ হয় না ? আমার চুল পাকিয়াছে বলিয়া কি আমার স্মরণ-শক্তিও গোল্লায় গিয়াছে ? আর সে বেশী দিনের কথাও নয়। আজ চারি বৎসর হইল, মিসেস্ ওয়াট্‌সনের মৃত্যু হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তখন ইথেলের বয়স পনের বৎসর হইয়াছিল।—মিসেস্ ওয়াট্‌সনের মৃত্যুর পর সেই অনাথা বালিকার কি গতি হইল ?"

বৃদ্ধ বলিল, "অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সে এক ভদ্রলোকের পরিবারে চাকরী লয়। 'নেদার এজে' সেই ভদ্রলোকটির বাড়ী। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া ইথেল 'আপার ট্রপে' আর একজন ভদ্রলোকের বাড়ী পরি-

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইথেল এখন কোথায় আছে, বলিতে পারেন ?"

বৃদ্ধ বলিল, "সে এখন লণ্ডনেই আছে ; কিন্তু আমি তাহার ঠিকানা জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি একটু আগেই বলিয়াছেন, ছয় সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে জীবিত ছিল ; এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

বৃদ্ধ বলিল, "না জানিলে কি আর এ কথা বলিয়াছি ?—ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে এক দিন তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় ?"

বৃদ্ধ বলিল, "এইখানেই।"

মিঃ ব্লেক যেখানে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে একটা সঙ্কীর্ণ গলি ছিল ; একজন লোক ঠিক সেই সময় সেই গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।—সে মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দেখিবামাত্র বিস্ময়সূচক অস্ফুট শব্দ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গলির ভিতর অদৃশ্য হইল !

লোকটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গেব্রিয়েল নর্থ, ছদ্মবেশী দস্যু—চার্লস্ মেজর।

চার্লস্ মেজর পূর্ব্ব-দিন সন্ধ্যার সময় সেফীল্ডে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধের নিকট মিঃ ব্লেক ইথেল-সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ জানিয়াছিলেন, সেই পল্লীর একটি বৃদ্ধার নিকট সেই সংবাদ অবগত হইয়া সে উক্ত গলি দিয়া বাহির হইতেছিল ; এমন সময় সে গলির মোড়ে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সহকারী স্মিথকে হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহার পর তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

চার্লস্ মেজরের সৌভাগ্য বশতঃ মিঃ ব্লেক বা স্মিথ তাহাকে দেখিতে পান নাই ; তাঁহাদের দৃষ্টি তখন অন্য দিকে ছিল। চার্লস্ সেই গলির অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া ব্রামাণ লেনের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই স্থানেই ইথেল আরভিংকে ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন ?"

বৃদ্ধ বলিল, "আপনি যে উকীলের মত জেরা আরম্ভ করিলেন ! ব্যাপার কি ? এই গলির মধ্যেই তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মিসেস্ গিল্‌মোর বাতে কষ্ট পাইতেছে শুনিয়া সে লণ্ডন হইতে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিল্‌মোরটা আবার কে ?"

বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ দূরস্থিত একখানি কুটীরের অভিমুখে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ যে বাড়ীখানি দেখিতেছেন, ঐ বাড়ীতে মিসেস্ গিল্‌মোর বাস করে। ইথেলের সহিত তাহার খুব ভাব ; তাই মিসেস্ গিল্‌মোরের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ইথেল লণ্ডন হইতে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে মিসেস্ গিল্‌মোর বোধ হয় আমাকে ইথেলের লণ্ডনের ঠিকানা বলিতে পারিবে ; আপনার কি মনে হয় ?"

বৃদ্ধ বলিল, "তা বলিতে পারে ; নিকটেই ত তাহার বাড়ী, একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ গিল্‌মোরের বাড়ীর নম্বর কত ?"

বৃদ্ধ বলিল, "কি জানি মশায় নম্বর কত ! ঐ যে তিনখানা বাড়ীর বাঁ দিকে যে বাড়ী, ঐ বাড়ীখানি।"

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের হস্তে একটি মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়া স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মিসেস্ গিল্‌মোরের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাত করিলেন ; একটি বৃদ্ধা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিয়া সবিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি মিসেস্ গিল্‌মোর ?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আপনার কাছেই একটু দরকারে আসিয়াছি; মিস্ ইথেল আরভিং নাম্নী কোনও বালিকাকে কি—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি মহাশয়?—আপনিও যে ইথেলের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর কেহ কি আপনার নিকট মিস্ আরভিং-এর অনুসন্ধান করিয়াছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "করিয়াছে বৈ কি?—ইথেলকে আপনাদের কি দরকার?"

মিঃ ব্লেক সে প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "অন্য যে লোকটি ইথেলের সন্ধানে আসিয়াছিল, তাহার চেহারাটা কিরূপ বলুন দেখি! রংটা লাল্‌চে, একহারা মানুষ, কালো দাড়ীগোঁফ আছে?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, আপনি তাহাকে চিনেন দেখিতেছি; সে বুঝি আপনাদেরই দলের লোক?"

মিঃ ব্লেক উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটি কখন আপনার নিকট আসিয়াছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে।—সে চলিয়া যাইবার পর আমি দরজা বন্ধ করিতে না করিতে আপনারা আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দশ মিনিট পূর্ব্বে? কি আশ্চর্য্য!"

বৃদ্ধা বলিল, "ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? সেই ভদ্রলোকটি আসিয়া আমাকে বলিলেন, তিনি পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর,—তিনি লণ্ডন হইতে—"

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে বলিলেন, "চুলোয় যাক্ লণ্ডন! মিস্ ইথেল আরভিং সম্বন্ধে আপনি যাহা যাহা জানেন, সঙ্ক্ষেপে আমাকে শীঘ্র বলুন।"

বৃদ্ধা মিঃ ব্লেককে ইথেল সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিল তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র; কারণ, মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের নিকট তাহা সকলই শুনিয়াছিলেন; অবশেষে সে দুই একটি নূতন কথা বলিল। বুড়া মানুষ সঙ্ক্ষেপে কোনও কথা বলিতে পারে না; সে বিস্তর ভনিতা বলিয়া অবশেষে বলিল, "প্রায় দেড় বৎসর হইল ইথেল লণ্ডনে একটি সম্ভ্রান্ত বিধবার বাড়ীতে চাকরী লইয়াছে; তাহাকে সেই বিধবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে হয়। শুনিয়াছি এই বিধবাটির দেশ দেখিবার বাতিক বড় বেশী, বৎসরের মধ্যে আঠার মাস তিনি নাকি দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান! টাকার ত আর অভাব নাই—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "মিস্ আরভিং সেই বিধবার চাকরীতে এখনও নিযুক্ত আছে কি?"

"হাঁ আছে বৈ কি?—আমাদের হাতে এত টাকা থাকিলে—"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার বৃদ্ধার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সেই বিধবার নাম ও তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা জানেন কি?"

বৃদ্ধা বলিল, "তাহার নাম মিসেস্ স্মিথ, কিন্তু তাঁহার ঠিকানাটি আমার জানা নাই।"

বৃদ্ধার উত্তরে মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেন; তিনি মনে মনে বলিলেন, "লণ্ডনে হাজার হাজার মিসেস্ স্মিথ আছে, কেবল নাম শুনিয়া কিরূপে এই বিধবাকে খুঁজিয়া বাহির করিব?"—তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মিস্ আরভিং প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, না?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, আসিয়াছিল। লণ্ডনে আমার কোনও আত্মীয়ার

সহিত ইথেলের হঠাৎ দেখা হয়; তাহার নিকট ইথেল আমার অসুখের সংবাদ শুনিয়া এখানে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল।—ইথেল এখানে আসিয়া কয়েক ঘণ্টামাত্র ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর কি সে লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছিল?"

বৃদ্ধা বলিল "হাঁ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজকাল সে লণ্ডনে আছে কি না বলিতে পারেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "না, ইথেল এখন লণ্ডনে নাই। সে যখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, সেই সময় আমাকে বলিয়া গিয়াছিল, তাহার মনিব মাসখানেকের জন্য দেশ-ভ্রমণে যাইতেছেন; তাহাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোথায় যাইবে, তাহা আপনাকে বলিয়াছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "না।"

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ইথেল লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া আপনাকে কোন চিঠি পত্র লিখিয়াছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "না, আমি তাহার কোন চিঠি পত্র পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে সে লণ্ডনে নাই, ইহা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমার মেয়ের সঙ্গে ইথেলের বড় ভালবাসা। ইথেল আমার মেয়েকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল; সাত আট দিন পূর্ব্বে কার্ডখানি পাওয়া গিয়াছে। সেই কার্ডখানি বিদেশের পোষ্ট-কার্ড; তাহা দেখিয়াই বুঝিয়াছি, ইথেল অন্য দেশ হইতে তাহা লিখিয়াছে; কোথা হইতে লিখিয়াছে, আমি সে সন্ধান লই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই পোষ্ট কার্ড খানি আপনি আমাকে দেখাইতে পারেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমার মেয়ের কাছে তাহা থাকিলে আপনি অবশ্যই দেখিতে পাইবেন ; কিন্তু সে তাহা রাখিয়াছে কি ফেলিয়া দিয়াছে বলিতে পারি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভালবাসার লোকের চিঠি, রাখাই সম্ভব।—আপনার মেয়ে কোথায় ?"

বৃদ্ধা বলিল, "সে তার নিজের বাড়ীতে আছে। ভাল ঘরে তাহার বিবাহ দিয়াছি কি না, সে এখানে বড় একটা আসে না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দূরে তাহার বাড়ী ?"

বৃদ্ধা বলিল, "ব্রামাণ লেনে, এই নিকটেই। আমার মেয়ের নাম ওয়ার্ড, সে ইথেলের সমবয়সী, দু'জনে ভারি ভাব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি আমাকে ইথেল-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, এ সকল কথা কি সেই লাল্‌চে একহারা গুঁফো লোকটাকে বলিয়াছেন ?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ বলিয়াছি বৈ কি ? এ সকল কথাই বলিয়াছি। সে আপনার মতই ক্রমাগত আমাকে জেরা করিয়াছিল, কাজেই বলিয়াছি ; আর সে যখন পুলিশের লোক—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই পুলিসের লোক আপনার নিকট সকল কথা শুনিয়া কি বলিল ?"

বৃদ্ধা বলিল, "সে ইথেলের পোষ্টকার্ড খানি দেখিবার জন্য আমার মেয়ের বাড়ী যাইবে বলিয়া গিয়াছে। আমাকে সে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি যাই নাই ; পুলিশের সঙ্গে গিয়া কে ফ্যাসাদে পড়িবে ?"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "শীঘ্র সেই খানে চল। ষ্টিফেনের লোক বড় ধূর্ত্ত ; বিলম্বে সমস্ত গোল হইয়া যাইতে পারে।"

বৃদ্ধার নিকট তাহার কন্যার বাড়ীর নম্বর জানিয়া লইয়া মিঃ ব্লেক স্মিথের সঙ্গে ব্রামাণ লেনে চলিলেন।

ব্রামাণ লেনে প্রবেশ করিবার পথের অদূরেও "ফুটবল" খেলিবার সেই মাঠ। সেই মাঠের সন্নিকটেই মিসেস্ ওয়ার্ডের বাসগৃহ।

তখন অপরাহ্ন কাল, সেই সময় সেই মাঠে 'ফুটবল-ম্যাচ' হইতেছিল ; একদলের নাম 'সেফীল্ড ইউনাইটেড্ টীম'—অন্য দলের নাম "সেফীল্ড ওয়েড্‌নেস্ ডে টীম।"—প্রকাণ্ড মাঠ ; দুই দলে মহা উৎসাহে খেলা চলিতেছিল। খেলোয়াড় ও দর্শকগণের আনন্দসূচক কণ্ঠধ্বনি ও কর-তালিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ; এবং পঁয়ত্রিশ হাজার দর্শক মুখব্যাদান পূর্ব্বক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই খেলা দেখিতেছিল !

ক্রীড়াক্ষেত্রের বহির্ভাগে তেমন জনতা ছিল না ; গলির মোড়ে কয়েক জন পুলিশ কনষ্টেবল শান্তি রক্ষার ব্যপদেশে দণ্ডায়মান ছিল, কয়েকখানি ঘোড়ার গাড়ী আরোহীগণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, আর কয়েকজন লোক দলবদ্ধ হইয়া খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। গেব্রিয়েল নর্থ ওরফে চার্লস মেজর সেই দলে মিশিয়া তাহাদের গল্প শুনিতেছিল ; কিন্তু তাহার দৃষ্টিপথের দিকে ! সে মিসেস্ ওয়ার্ডের সহিত দেখা করিয়া আসিয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে-ছিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিতে পাইলেন না ; তাঁহার অগ্রগামী গুপ্তচর তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এ সন্দেহও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মিসেস্ ওয়ার্ডের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ;—সেই গৃহের বহির্দ্বার রুদ্ধ ছিল, তিনি দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র একটি যুবতী দ্বার খুলিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার টুপি তুলিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, "আপনার নাম কি মিসেস্ ওয়ার্ড ?"

যুবতী বলিল, "হাঁ, আমার কাছে আপনার কি আবশ্যক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অল্পকাল পূর্ব্বে কোনও লোক কি আপনার নিকট আসিয়া মিস্ ইথেল আরভিংএর সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "কেন বলুন দেখি ?—হাঁ, একজন ভদ্রলোক অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে ইথেল-সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছিলেন। আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি লণ্ডন পুলিশের একজন ইন্‌স্পেক্‌টার ; একটা ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী দিবার জন্য—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিথ্যা কথা।—সে লোকটা জোচ্চোর ; তাহার কোনও পুরুষে পুলিশের ইন্‌স্পেকটার নহে। সে কথা যাক্ ; আপনি কয়েকদিন পূর্ব্বে মিস্ ইথেল আরভিংএর নিকট হইতে যে পোষ্টকার্ড পাইয়াছেন, সে বোধ হয় সেই পোষ্টকার্ডখানি দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এ-কথা কিরূপে জানিলেন ? সত্যই সে পোষ্টকার্ডখানি দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তাহাকে সেই পোষ্টকার্ড দেখাইয়াছেন ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "হাঁ, দেখাইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকেও একবার তাহা দেখিতে দিবেন কি ?"

মিসেস ওয়ার্ড বলিল, "আপনাকে তাহা দেখাইতে আপত্তি ছিল না,

কিন্তু সেই ভদ্রলোকটী—আপনি যাহাকে জোচ্চোর বলিলেন—আমার নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে ; সে বলিল, সেই ফৌজদারী মামলায় উহা 'ফাইল' করা আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেকের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; তিনি মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পোষ্টকার্ডখানি কোথা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "তা আর নাই ? আমি জিব্রল্টার হইতে উহা পাইয়াছি ; পোষ্টকার্ডখানির উপর জিবরল্টার বন্দরের ছবি অঙ্কিত ছিল।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোষ্টকার্ডে কি লেখা ছিল ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "অধিক কিছু লেখা ছিল না ; ছবির উপর পেন্সিল দিয়া ইথেল দুই একটী কথামাত্র লিখিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথা কয়টি আপনার স্মরণ আছে কি ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "স্মরণ আছে বৈ কি ! ইথেল আমাকে লিখিয়াছিল 'গতকল্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, কিন্তু এ যায়গাটা আমার মনিবের ভাল লাগিতেছে না ; আগামী কল্যই আমরা এ স্থান ত্যাগ করিব ; এখানে ভয়ঙ্কর গরম। আমার ভালবাসা জানিবে—ইথেল'।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম।—পোষ্টকার্ডের ভিতর মিস্ আরভিংএর কোনও ঠিকানা লেখা ছিল কি ?—কোনও হোটেলের নাম, কি আর কিছু ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "না ; আমি যে কথা কয়টি বলিলাম, তা' ছাড়া আর কোনও কথা লেখা ছিল না ; উপরে কেবল আমার নাম ও ঠিকানা-মাত্র লেখা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি সেই পোষ্টকার্ডখানি কোন্ তারিখে পাইয়াছেন ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "আজ ঠিক আট দিন।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পোষ্টকার্ড পাইবার পর গত কয় দিনের মধ্যে মিস্ ইথেলের আর কোনও পত্র পান নাই ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড—"না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এইমাত্র আপনার মায়ের সহিত দেখা করিয়া আসিতেছি। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, মিস্ আরভিংএর মনিবের নাম মিসেস্ স্মিথ ; লণ্ডনে তাঁহার বাস। কিন্তু তিনি লণ্ডনের কোথায় বাস করেন, তাহা আপনার মা জানেন না !—আপনি মিসেস্ স্মিথের লণ্ডনের ঠিকানা জানেন কি ?"

মিসেস্ ওয়ার্ড বলিল, "না, আমিও তাহা জানি না। ইথেল কোনও দিন আমাকে তাহার মনিবের বাড়ীর ঠিকানা বলিয়াছে কি না স্মরণ হয় না ; যদি বলিয়া থাকে—আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিসেস্ ওয়ার্ডের গৃহ-দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিকটে কোনও টেলিগ্রাফ আফিস আছে কি ? চল সেইখানে যাই। মিঃ আরভিংকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া আমরা লণ্ডনে ফিরিব।"

তাঁহারা গলির বাহিরে আসিয়া ফুটবল খেলিবার মাঠে বিষম গণ্ডগোল শুনিতে পাইলেন। এ খেলা ভাঙ্গিবার গোলমাল ! দেখিতে দেখিতে রেলিং-পরিবেষ্টিত ক্রীড়াক্ষেত্রের দেউড়ী খুলিয়া হাজার হাজার দর্শক বাহির হইয়া পড়িল। নরমুণ্ডের কি বিপুল তরঙ্গ ! মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই

তরঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু চার্লস মেজর মিঃ ব্লেকের ঠিক পশ্চাতে রহিল !

সর্ব্বনাশ ! একখানি ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া এই জন-সমুদ্রের বিপুল গর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল ; প্রকাণ্ড এক জোড়া ওয়েলার, যেন উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর ! কোচম্যান বিস্তর চেষ্টা করিয়াও ঘোড়া দু'টিকে শান্ত করিতে পারিল না, তাহারা গাড়ীখানি সবেগে টানিয়া লইয়া সেই জন-সমুদ্রের ভিতর আসিয়া পড়িল ! চারিদিকে 'পালাও পালাও' শব্দ উঠিল ; যে যে দিকে পারিল, পলাইতে লাগিল। ঘোড়া কোচম্যানের রাশ না মানিয়া গাড়ীখানি লইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইল ; হঠাৎ মিঃ ব্লেক তাহার সম্মুখে পড়িলেন !

অনেক লোক সম্মুখ হইতে প্রাণভয়ে পথের দুই পাশে সরিয়া গেল। মিঃ ব্লেকও সেই সঙ্গে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই কে একজন তাঁহার পিঠে এমন এক ধাক্কা দিল যে, তিনি হুম্ড়ী খাইয়া সম্মুখে পড়িলেন ! শত শত লোক ভীতিবিহ্বল-চিত্তে 'গেল, গেল' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ী-সমেত ঘোড়া দু'টি মিঃ ব্লেকের দেহের উপর আসিয়া পড়িল !—অশ্ব-পদাঘাতে ও শকট-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস হইল।

দর্শকগণ মনে করিল—মিঃ ব্লেক তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী জন-প্রবাহের ধাক্কা সাম্লাইতে না পারিয়া অশ্ব-পদতলে নিপতিত হইয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের ধারণা সত্য নহে। কেহ বুঝিতে পারিল না যে, তাঁহার পশ্চাৎস্থিত একজন লোকের স্বেচ্ছা-প্রযুক্ত ধাক্কাতেই তাঁহার এ দশা ! যে ব্যক্তি তাঁহাকে ধাক্কা দিয়াছিল,—সে যে জাল গোয়েন্দা চার্লস্ মেজর, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

জনসাধারণের ব্যস্ততা ও কোলাহলে কোনও দিকে কোনরূপ শৃঙ্খলা রহিল না।—এই সুযোগে চার্লস্ মেজর দ্রুতপদে সেই জন-সমুদ্রের ভিতর হইতে অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

একটু নির্জ্জন স্থানে আসিয়া চার্লস্ একবার পশ্চাতে চাহিল, দেখিল, কেহই তাহার অনুসরণ করিতেছে না। সে তখন তর্জ্জনী দ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হতভাগাটা যদি গাড়ী-চাপা পড়িয়া না-ও মরিয়া থাকে,—তাহা হইলে ছয় মাসের মত আর তাহাকে উঠিতে হইবে না;—গোয়েন্দাগিরি করা ত দূরের কথা!—এই সময়ের মধ্যে আমি ছুঁড়ীটাকে হাত করিয়া বুড়ো টাঁকশালের সেই বোকা ড্রাগ্‌নেটার অর্দ্ধেক রক্ত শুষিতে পারিব।"

এখন হইতে আমরা গেব্রিয়েল নর্থ ওরফে চার্লস্ মেজর—ওরফে 'বিচ্ছু'কে 'বিচ্ছু' বলিয়াই ডাকিব। কারণ এই নামেই সে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল।

'বিচ্ছু সেই রাত্রেই সাগর পার হইয়া ফ্রান্সে চলিল।—ফরাসী সীমায় পদার্পণ করিয়া সে ট্রেণে চাপিল; এবং দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত ট্রেণে চলিয়া ফ্রান্স ও স্পেন দেশের ভিতর দিয়া আল্‌জিসিরাসে (Algeciras) উপস্থিত হইল। সেই স্থান হইতে ষ্টীমারে উপসাগর পার হইয়া জিবরাল্‌টারে যাইতে হয়। 'বিচ্ছু' তৃতীয় দিন প্রত্যূষে সাড়ে পাঁচটার সময় জিবরল্টরে পদার্পণ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিচ্ছুর নিবাস জিবরল্টারে। জিবরল্টারের পাহাড় তাহার জন্মস্থান। তাই সে সেই পাহাড়ের মত অটল, সর্ব্বপ্রকার বিপৎপাতে অবিচলিত; এবং তাহার হৃদয় পাহাড়ের মতই কঠিন; পাপে তাহার কুণ্ঠা ছিল না, দণ্ডে তাহার ভয় ছিল না, সামান্য কারণে বা অকারণে নরহত্যায় আপত্তি ছিল না। এদেশের দস্যুগণ তাহার তুলনায় দেবতা!

দস্যুবৃত্তিতে 'হাতে খড়ি দিয়া' বিচ্ছু দেখিতে পাইল, জিবরল্টার তাহার ব্যবসায়ের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র নহে ; জিবরল্টারের অনুর্ব্বর ধূসর মরু পাহাড়ে কয়জনই বা বড়লোক, আর তাহাদের ধন দৌলতই বা কত? তাহার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র জিব্রল্টারে নাই বুঝিয়া সে কর্ম্মভূমি ইউরোপের শস্য-শ্যামল উর্ব্বর বক্ষে নিপতিত হইল।

জিব্রল্টারে তাহার সমব্যবসায়ীগণের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান দস্যুর নাম বেনিটো। বেনিটো স্প্যানিয়ার্ড। কিন্তু সে বিচ্ছুর 'সতীর্থ' ; উভয়ে একসঙ্গেই দস্যুবৃত্তিতে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়াছিল।—দস্যুবৃত্তিতে বেনিটোর প্রতিভাও অসামান্য ছিল।

জিব্রল্টারে উপস্থিত হইলে যে, কোনও বন্ধুর সহায়তার আবশ্যক হইবে, ইহা বুঝিয়া বিচ্ছু পূর্ব্বেই বেনিটোকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। সেই টেলিগ্রাম পাইয়া বেনিটো জাহাজের ঘাটে জেঠিতে তাহার অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিল।

কিন্তু বিচ্ছু যখন জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিল, তখন তাহার ফরাসীর ছদ্মবেশে বেনিটো তাহাকে চিনিতে পারিল না।

সুতরাং বিচ্ছু বেনিটোর কাণের কাছে মুখ আনিয়া আত্ম-পরিচয় দান করিল। এবার আনন্দ ও বিস্ময়ে বেনিটোর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তাহার ভাঁটার মত সুগোল চক্ষুর্দ্বয় প্রদীপ্ত হইল। সে নিম্ন স্বরে বলিল, "সাবাস্ ভাই, ধন্য তুমি! কি চমৎকার! ভে'লটা একদম্ বদলাইয়া ফেলিয়াছ? তুমি পরিচয় না দিলে আমি হাজার বৎসরেও তোমাকে চিনিতে পারিতাম না।"

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, "ভে'ল বদল করিতে না পারিলে কি ভাই ব্যবসা চলে? যত বড় বড় ব্যবসাদার দেখ, ভে'ল বদল করিতে সকলেই পটু।

যে অপটু, সে ধরা পড়িয়া হয় জেল খাটে, না হয় ভদ্র-সমাজে নিন্দিত হয়। যাক্, ঠিক সময়ে আমার টেলিগ্রাম পাইয়াছিলে ত ?"

বেনিটো বলিল, "হাঁ, রবিবার সকালেই পাইয়াছিলাম। টেলিগ্রামে ত কেবল তোমার আসার সংবাদই ছিল, আর আমাকে জেঠিতে হাজির থাকিতে লিখিয়াছিলে। ব্যাপার কি বল দেখি।"

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, "টেলিগ্রামে কি সকল কথা জানানো যায় ?—ব্যাপার এই যে, কোনও বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য চাই।"

বেনিটো বলিল, "কিরূপ সাহায্য, প্রকাশ করিয়া বল। জালে বুঝি কোনও শিকার পড়িয়াছে, একা জাল টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারিতেছ না ? কাপ্তানটা কি খুব বড় দরের ?"

বিচ্ছু বলিল, "অত ব্যস্তবাগীশ হইলে চলিবে না। ক্ষুধায় আমার পেটের নাড়িগুলা জ্বলিয়া গেল ! আগে কিছু খাইতে দিবে ? কাজের কথা পরে হইবে।"

বেনিটো বলিল, "আহার লইয়াই সংসার ; না খাইলে কি চলে ? চল, আমার বাড়ী যাই। তোমার খাবার প্রস্তুত করিতে বলিয়াছি।"

বেনিটো নানা পথ ঘুরিয়া বিচ্ছুকে সঙ্গে লইয়া একটা দুর্গম গলিতে প্রবেশ করিল ; সেই গলির ভিতর বেনিটোর 'আস্তানা'। সেখানে উপস্থিত হইয়া বেনিটো বিধিমতে বাল্যবন্ধুর সৎকার করিল ; তাহার পর উভয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইল।

বিচ্ছু তাহার বন্ধুকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া, অবশেষে বলিতে লাগিল, "আমার বিশ্বাস ছিল ব্লেক ঘোড়ার গাড়ীর নীচে পড়িয়া মারা গিয়াছে ; যদি মারা না গিয়া থাকে ত এমন জখম হইয়াছে যে, ছয় মাসের মধ্যে আর সে উঠিতে পারিবে না ; কিন্তু হতভাগাটার যেন বিড়ালের প্রাণ ! বাহির হইয়াও বাহির হয় না ; মরিয়াও বাঁচিয়া উঠে ! আমি

ট্রেণে যখন মাদ্রিদে আসি সেই সময় রেল ষ্টেসনে 'হেরাল্ডো' নামক একখানি দৈনিক কাগজ কিনিয়াছিলাম, কাগজখানি পড়িতে পড়িতে তাহার এক 'কলমে' দেখিলাম, মোটা মোটা হরফে লেখা আছে,—'কোনও বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের বিপদ্‌।'—কাগজখানি আমার পকেটেই আছে, পড়িয়া দেখ ব্যাপার কি!"

বিচ্ছু 'হেরাল্ডো' নামক দৈনিক স্প্যানিস্‌ সংবাদ-পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার বন্ধুর হস্তে প্রদান করিল।—বেনিটো তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল;—

"কোনও বিখ্যাত বৃটীশ ডিটেক্‌টিভের বিপদ্‌!"

"আমাদের লণ্ডনস্থ সংবাদ-দাতার প্রেরিত তারের সংবাদ পাঠে অবগত হইলাম, সুপ্রসিদ্ধ বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক সেফীল্ড নগরে গত শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে একখানি ঘোড়ার গাড়ীর নীচে নিপতিত হইয়াছিলেন! ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া পথ দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে; সে দিন ফুটবল 'ম্যাচ' ছিল; অন্যান্য দর্শকগণের ন্যায় তিনিও ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন; পথে এই বিপদ! তিনি চেষ্টা করিয়াও পলাইতে পারেন নাই, গাড়ী তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল, আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি গুরুতর আহত হন নাই; এমন কি, রবিবারেই তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

বেনিটোর পাঠ শেষ হইলে বিচ্ছু বলিল,"এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিতেছ, আমি কেন জিব্রল্টারে আসিয়াছি।—আমি সংবাদ পাইয়াছি,

মিস্ আরভিং ঠিক দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিল ; যে ইংরাজ-রমণীর সে সঙ্গিনী হইয়া আসিয়াছিল, তাহার নাম মিসেস্ স্মিথ। আমার বিশ্বাস, জিবরাল্টরে আসিয়া তাহারা এক রাত্রির অধিক এখানে বাস করে নাই। তাহারা এখান হইতে কোথায় গিয়াছে, তাহারই সন্ধান লওয়া আমার প্রথম কার্য্য।”

বেনিটো জিজ্ঞাসা করিল, “এখানে আসিয়া তাহারা কোন্ হোটেলে উঠিয়াছিল তাহা জানিতে পারিয়াছ ?”

বিচ্ছু বলিল, “না, তাহা জানিতে পারি নাই।”

বেনিটো বলিল, “সে সন্ধান লওয়া কঠিন হইবে না। জিব্রাল্টরে হোটেলের সংখ্যা অধিক নহে ; যে-কয়টি হোটেল আছে, তাহাতে অনুসন্ধান করিলেই কোন-না-কোন হোটেলে তাহাদের খোঁজ পাওয়া যাইবে।”

বিচ্ছু বলিল; “সে কথা সত্য ; কিন্তু আর বিলম্ব করা হইবে না। তাহারা এখান হইতে কোথায় গিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইলেই আমি জিব্রাল্টর ত্যাগ করিব। রবার্ট ব্লেক নিশ্চয়ই এখানে আসিবে ; সে এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি এখান হইতে সরিয়া পড়িতে চাই।”

বেনিটো বলিল, ব্লেক এখানে আসিবে কিরূপে বুঝিলে ?”

বিচ্ছু বলিল, “সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ; আমার বিশ্বাস সে সুস্থ হইয়া থাকিলে ইতিপূর্ব্বেই জিব্রল্টারে যাত্রা করিয়াছে। রবিবারের পূর্ব্বে সে সেফীল্ড হইতে লণ্ডনে ফিরিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহার এখানে আসিতে কিছু বিলম্ব হইতেছে ; কিন্তু যদি সে পথে বিলম্ব না করে, তাহা হইলে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এখানে উপস্থিত হইবে।”

বেনিটো হাসিয়া বলিল, “সে এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তুমি এখানকার কাজ শেষ করিতে পারিবে ; কিন্তু আমার নিকট তুমি কিরূপ

সাহায্য চাও তাহা ত বলিলে না ?—আমি তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করিব ? তুমি ত একাই এক শ !"

বিচ্ছু বলিল, "কাজ উদ্ধার করিতে না পারিলে আর সে অহঙ্কার শোভা পাইবে না। হয় ত তোমার সাহায্যের আবশ্যক না হইতেও পারে ; কিন্তু যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তুমি রাজি আছ ত ?"

বেনিটো বলিল, "নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিব। আমাকে কি করিতে হইবে বল।"

বিচ্ছু বলিল,"মেয়েটা এখান হইতে কোথায় গিয়াছে, আগে তাহার সন্ধান লই ; তাহার পর সে কথা বলিব।"

রাত্রি আটটার সময় বিচ্ছু ছদ্মবেশে হোটেল অভিমুখে যাত্রা করিল ; প্রথমেই সে জিব্রাল্টরের সর্ব্বপ্রধান হোটেল—"হোটেল মনোপোলে" উপস্থিত হইল।

বিচ্ছু হোটেলের ম্যানেজারকে বলিল, "আমার নাম বুলেজাঁ। আমি আমার কোনও মহিলা-বন্ধুর সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। তাঁহার নাম মাদাম স্মিথ ; লণ্ডনে তাঁহার নিবাস। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি এই নগরে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি দীর্ঘকাল এ নগরে ছিলেন না। তিনি এখানে আসিয়া কোন্ হোটেলে বাসা হইয়াছিলেন তাহা আমার অজ্ঞাত ; তিনি এখানে ছিলেন কি ?"

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার সঙ্গে আর কেহ ছিল কি ?"

বিচ্ছু বলিল "হাঁ, তাঁহার সঙ্গিনী একটি যুবতী তাঁহার চাকরী করে ; সে সর্ব্বত্রই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।—এখানেও সে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল।"

ম্যানেজার বলিলেন, "সেই যুবতীর নাম মিস্ আরভিং নয় কি ?"

ম্যানেজারের কথা শুনিয়া আনন্দে বিচ্ছুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ;

কিন্তু সে মনের আনন্দ গোপন করিয়া বলিল, "মিস্ আরভিং ?—হাঁ, ম্যাডাম স্মিথের সঙ্গিনীর নাম আরভিং বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।—তাঁহারা কি আপনার হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "হাঁ, একদিন বৈকালে তাঁহারা স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়া আমাদের হোটেলেই উঠিয়াছিলেন; কিন্তু এ নগর মিসেস্ স্মিথের ভাল না লাগায় পর দিন প্রভাতেই চলিয়া গিয়াছেন।"

বিচ্ছু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "হাঁ, পারি। তাঁহারা এখান হইতে ট্যান্-জিয়ারে (Tangier) গিয়াছেন. ট্যাঞ্জিয়ার কোথায় জানেন তো ? ইহা মরক্কোর একটি প্রধান নগর। সাগর পার হইয়া সেখানে যাইতে হয়, এখান হইতে প্রায় চারি ঘণ্টার পথ।"

বিচ্ছু বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়! কিন্তু আপনাকে আরও দুই এক মিনিট বিরক্ত করিব, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন;—আপনি বলিতে পারেন এখনও তাঁহারা ট্যাঞ্জিয়ারে আছেন কি:না ?"

ম্যানেজার বলিলেন, :"না, তাহা আমি জানি না।—তবে আপনি যদি এ সংবাদ জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া থাকেন ত সেখানকার 'হোটেল সিসিলের ম্যানেজারের কাছে একটা টেলিগ্রাম করিলেই সে সংবাদ পাইবেন।"

বিচ্ছু জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহারা ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইয়া 'হোটেল সিসিলে' বাসা লইয়াছিলেন কি না কিরূপে বুঝিব ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "মিসেস্ স্মিথ ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেখানে কোনও ভাল হোটেল আছে কি না।—আমি তাঁহাকে 'হোটেল সিসিলে' বাসা লইবার পরামর্শ দিয়া-

ছিলাম।—তিনি সেখানেই বাসা লইবেন, এ কথা বলিয়া গিয়াছেন ; তবে ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইয়া যদি তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন ত বলিতে পারি না।"

বিচ্ছু বলিল, "ম্যাডাম স্মিথ কোন্ তারিখে ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিয়াছিলেন—তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন, তাহা হইলে 'হোটেল সিসিলে'র ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদটা জানিয়া লইতে পারি।"

ম্যানেজার হোটেলের খাতা দেখিয়া বিচ্ছুকে তারিখটা বলিয়া দিলে, সে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া হোটেল হইতে বাহির হইল। নিকটেই ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ্ আফিস। সে 'হোটেল সিসিলে'র ম্যানেজারকে উত্তর পাঠাইবার খরচ দিয়া টেলিগ্রাম করিল ; এবং উত্তর প্রাপ্তির আসায় সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর আসিল, "মিসেস্ স্মিথ তাঁহার সঙ্গিনী সহ ঐ দিন এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু গত কল্য এখান হইতে 'টিটুয়ানে' (Tetuan) যাত্রা করিয়াছেন ; সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাদের এখানে প্রত্যাগমনের কথা আছে।"

এই টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া বিচ্ছু বড় হতাশ হইল, বিষণ্ণ মুখে চিন্তা করিতে লাগিল। সে জানিত, ট্যাঞ্জিয়ার হইতে টিটুয়ানে যাইতে হইলে উঠ ভিন্ন যাইবার উপায় নাই ; ক্রমাগত দুই দিন উঠের পিঠে থাকিতে হয়! পথ যেমন দুর্গম, যানের ব্যবস্থাও সেইরূপ আতঙ্কজনক! মরক্কোর এই অঞ্চলে না আছে রেল, না আছে টেলিগ্রামের লাইন। অথচ টিটুয়ানে উপস্থিত হইতে না পারিলেও মিস্ আরভিংএর সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ লাভের সম্ভাবনা নাই ; অন্ততঃ তাহাকে এক সপ্তাহ ট্যাঞ্জিয়ারে বসিয়া থাকিতে হইবে ; ইতিমধ্যে মিঃ ব্লেক যদি টিটুয়ানে উপস্থিত হইয়া তাহার

মুখের গ্রাস হস্তগত করেন, তাহা হইলে তাহাকে সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর বিচ্ছু অস্ফুট স্বরে বলিল, "বেনিটোর সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন সুফল লাভের আশা নাই।"

বিচ্ছু অতঃপর বেনিটোর গৃহে প্রত্যাগমন করিল, এবং যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিল তাহা তাহার গোচর করিল।

বেনিটো গম্ভীর ভাবে তাহার সকল কথা শুনিয়া বলিল, "দেখিতেছি দৈব তোমার প্রতিকূল! এখন কি করিবে মনে করিতেছ? জাল গুটাইবে কি?"

বিচ্ছু আবেগ ভরে বলিল, "কখন না। যে কাজে আমি হাত দিই, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়ি না, এ কথা কি তুমি জান না? আমি স্থির করিয়াছি, নূতন ছদ্মবেশে কাল সকালেই ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিব; এবং মিসেস্ স্মিথ ইথেল আরভিংকে সঙ্গে লইয়া যে পর্য্যন্ত টিটুয়ান হইতে সেখানে ফিরিয়া না আসে, সে পর্য্যন্ত সেখানে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। ইথেল ট্যাঞ্জিয়ারে প্রত্যাগমন করিলেই যে-কোন কৌশলে পারি, তাহাকে ভুলাইয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাইব, ইহাই আমার সঙ্কল্প।"

বেনিটো হাসিয়া বলিল, "সাধু সঙ্কল্প! কিন্তু তোমার বন্ধু ব্লেক এখানে আসিতেছে, তাহার চোখে ধূলা দিতে পারিবে কি? তুমিই ত বলিতেছিলে, সে নিশ্চয়ই এখানে আসিবে। সে আসিয়া কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? না, কখনই নয়; সে নিশ্চয়ই এখান হইতে ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিবে।"

বিচ্ছু বলিল, "সে যাহাতে ট্যাঞ্জিয়ারে যাইতে না পারে, তোমাকে তাহার একটা উপায় করিতে হইবে, নতুবা আমি নিরুপায়!"

বেনিটো সবিস্ময়ে বলিল, সে যাহাতে ট্যাঞ্জিয়ারে যাইতে না পারে

আমাকে তাহার উপায় করিতে হইবে! আমি কি উপায় করিব? তোমার মৎলব কি, আমাকে খুলিয়া বল।"

বিচ্ছু তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া গোপনে কি বলিল।

বেনিটো বলিল, "কাজটা নিতান্ত সহজ নয়; তবে তোমার উপকারের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

বিচ্ছু সোৎসাহে বলিল, "কেবল চেষ্টা করা নয়, ইহা তোমাকে করিতেই হইবে। ব্লেক এখানে আসিলে তাহাকে কোনও কৌশলে ভুলাইয়া তোমার আড্ডায় লইয়া গিয়া ফেলিবে। তোমার হাতে গমেজ, ফ্লরিডো, মোরেট্, কর্চো প্রভৃতি যে সকল বিখ্যাত গুণ্ডা আছে, তাহাদিগকে পূর্ব্বে শিখাইয়া রাখিবে; তাহারা ব্লেককে এমন জখম করিবে, যেন সে জিব্রাল্টার হইতে ট্যাঞ্জিয়ারে যাইতে পারে; --আমি সকলকেই খুসী করিব।"

কিন্তু বেনিটো বিবেচক ব্যক্তি; সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি তোমার পরামর্শ মতই কাজ করিব, কিন্তু তুমি পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছ, ব্লেক বড় সহজ লোক নয়; বিড়ালের মত তাহার কাঠ্ প্রাণ, সহজে বাহির হয় না! মনে কর, যদি আমাদের চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার একটি বন্ধুর ঠিকানা দিব, সে প্রাণপণে তোমার সাহায্য করিবে; ট্যাঞ্জিয়ারেই তাহার বাড়ী, তাহার নাম বখ্তিয়ার খাঁ। সে আমার মনের মত মানুষ। আবশ্যক হইলে তুমি ট্যাঞ্জিয়ারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

বেলা দশটার সময় বিচ্ছু ইংরাজ পর্য্যাটকের ছদ্মবেশে বেনিটোর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; বেনিটোকে বলিয়া গেল, "আমি মেরিডিথ নামে আত্ম-পরিচয় দিয়া সেখানকার, 'কন্টিনেণ্টাল হোটেলে' বাসা লইব। আজ রাত্রেই তুমি আমাকে টেলিগ্রাম করিবে; তোমার চেষ্টা সফল হয় কি না জানিবার জন্য আমি বড়ই উৎসুক থাকিব।"

বিচ্ছু জেঠিতে আসিয়া ফেরি ষ্টীমারে উঠিল। বেলা এগারটার সময় ষ্টীমার লঙ্গর তুলিয়া ট্যাঞ্জিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। ইহার ঠিক সাত ঘণ্টা পরে, সন্ধ্যা ছয়টার সময় মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ জিবরাণ্টরে পদার্পণ করিলেন।

'হেরাল্ডো' নামক স্পেনীয় দৈনিকে মিঃ ব্লেক সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। গাড়ী চাপা পড়িয়া মিঃ ব্লেক মস্তকে এমন আঘাত পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; কয়েকটি সহৃদয় যুবক তাঁহাকে মূৰ্চ্ছিত দেখিয়া একখানি গাড়ীতে তুলিয়া সেই পল্লীর একজন ডাক্তারের গৃহে লইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার তাঁহার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার মস্তিষ্কে অত্যন্ত ঝাঁকুনি লাগিয়াছে, এতদ্ভিন্ন স্কন্ধেরও কিয়দংশ কাটিয়া গিয়াছিল। ডাক্তারের সুচিকিৎসায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার চেতনাসঞ্চার হয়; তিনি ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সেই দিনই রাত্রিশেষে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন।

মিঃ ব্লেক লণ্ডনে আসিয়া মিঃ আরভিংএর নিকট এই টেলিগ্রাম করিলেন,—

"আপনার পৌত্রী জীবিত আছে। সে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জিব্রাণ্টারে গিয়াছিল সংবাদ পাইয়াছি। আজই আমি তাহার সন্ধানে জিব্রাণ্টারে যাত্রা করিতেছি। জিব্রল্টারে উপস্থিত হইয়া আপনাকে পুনর্ব্বার টেলিগ্রাম করিব।—রবার্ট ব্লেক।"

টেলিগ্রামখানি লিখিয়া তাহা টেলিগ্রাফ্ আফিসে লইয়া যাইবার জন্য স্মিথের হস্তে প্রদান করিলে, স্মিথ তাহা পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আর একজন লোক মিস্ আরভিংএর সন্ধানে বাহির হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনও কথা ত টেলিগ্রামে লিখিলেন না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না ; আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সেই লোকটা ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টেরই গুপ্তচর। আমার চেষ্টা ব্যর্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; সুতরাং এ সম্বন্ধে টেলিগ্রামে কোনও কথা লিখিলে ষ্টিফেন তাহা দেখিতে পাইবে, এবং আমি যে তাহার নষ্টামীর পরিচয় পাইয়াছি, ইহাও সে বুঝিতে পারিবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ সঙ্গত মনে করি নাই।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনার যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইহা কি আকস্মিক, না—ষ্টিফেনের গুপ্তচরের ইহাতে কোন হাত ছিল ?—আপনার কিরূপ ধারণা ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকলেই ইহা আকস্মিক মনে করিয়াছে ; যেন আমি ঝোঁক্ সামলাইতে না পারিয়া গাড়ীর নীচে পড়িয়াছিলাম ! কিন্তু আমি বেশ বুঝিয়াছি, সেই দুর্বৃত্তই আমার পিঠে ধাক্কা দিয়া ঘোড়ার সম্মুখে ফেলিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "সে লোকটা কি জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত যাইবে মনে করেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই যাইবে। যাইবে কি ? সে এতক্ষণ জিব্রাল্টারে যাত্রা করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই দিনই জিব্রাল্টারে যাত্রা করিলেন। বুধবার সন্ধ্যা ছয়টার সময় জাহাজ জেঠিতে ভিড়িলে, তাঁহারা জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অধিক জিনিস-পত্র ছিল না, দুইটি ব্যাগ মাত্র ছিল। কয়েকটি হোটেলের কুলি জেঠিতে যাত্রী লইতে আসিয়াছিল ; মিঃ ব্লেক গ্র্যাণ্ড হোটেলের একটি কুলির ঘাড়ে ব্যাগ দু'টী চাপাইয়া তাহার সঙ্গে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেন।

হোটেলের ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহাকে

তাঁহার নামের একখানি কার্ড দিয়া বলিলেন, "আমার নাম বোধ হয় আপনার অপরিচিত নহে ?"

ম্যানেজার কার্ডখানি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনিই সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক ? আপনার নাম ইউরোপে কে না জানে ? আপনি বিখ্যাত লোক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একটি যুবতীর সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। যুবতীর নাম মিস্ ইথেল আরভিং ; সে একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গিনী ; লণ্ডনের মিসেস্ স্মিথের সঙ্গে সে প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিল। মিসেস্ স্মিথ কি আপনাদের হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "না।—কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, আজ আর একজন বিদেশী লোকও আমাকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন !"

মিঃ ব্লেক একবার স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই লোকটির নাম জানিতে পারি কি ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "তিনি একজন ফরাসী ভদ্রলোক, তাঁহার নাম মসিয়ে বুলেজাঁ।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটির চেহারা কিরূপ ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "মধ্য-বয়সী, পরিচ্ছদের বেশ পরিপাট্য আছে, মুখে খুব জমকাল কালো গোঁফ ; দাড়িটা কামানো, কেবল ঠোঁটের নীচে এক গোছা চুল, তাহার অগ্রভাগ ছুঁচলো, (pointed imperial)। তিনি অনর্গল ইংরাজী কথা বলিলেন ; তবে কথার টান্ ফরাসীর মত। মিসেস্ স্মিথের ও তাঁহার সঙ্গিনী মিস্ আরভিংএর আগমন-সংবাদ তাঁহারই নিকট সর্ব্বপ্রথম শুনি।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সে কখন আসিয়াছিল ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "তখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কোথায় আছে, তাহা বলিয়াছিল কি ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "না, আর অনাবশ্যক বোধে আমিও তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাস করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে এখান হইতে কোথায় গিয়াছে বলিতে পারেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "তিনি 'মনোপোল' হোটেলে একবার সন্ধান লইবেন বলিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে আমাদেরও একবার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য। এখানে আর বিলম্ব করিয়া লাভ কি? চল যাই।"

মিঃ ব্লেক হোটেল হইতে বাহির হইয়া স্মিথকে বলিলেন, "দেখিলে ? আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম সে নিশ্চয়ই জিব্রাল্টারে গিয়াছে। তবে এবার সে ফরাসী ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছে, লোকটা পাকা খেলোয়াড় বটে ! ছদ্মবেশ ধারণেও সুপটু; বুলেঞ্জাঁ,—নামটা মনে রাখিতে হইবে।"

স্মিথ কোনও কথা না বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে লাগিল। তাহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্মিথ, কি ভাবিতেছ বল দেখি !"

স্মিথ বলিল, "লোকটা কে, তাহাই ভাবিতেছি। হঠাৎ একটা সন্দেহ আমার মনে উদিত হইয়াছে, কিন্তু আমি আপনাকে এ সন্দেহের কারণ বলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সন্দেহ ?"

স্মিথ বলিল, "লোকটা আমাদের পুরাতন বন্ধু চার্লস্ মেজর অর্থাৎ বিচ্ছু নয় ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মনেও এ সন্দেহ হইয়াছে, আশ্চর্য্য বটে!"—এইমাত্র বলিয়া মিঃ ব্লেক চলিতে লাগিলেন, স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক মনোপোল হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, হোটেলের সম্মুখস্থিত রাজপথের এক ধারে দুইজন স্পানিয়ার্ড মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। তাহাদের একজনের পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মত; অন্য-টিকে দেখিলে শ্রমজীবী মনে হয়। ভদ্রবেশধারী লোকটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বেনিটো; তাহার সঙ্গীর নাম গমেজ। গমেজ বিখ্যাত গুণ্ডা।

বেনিটো মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দেখিয়া গমেজকে বলিল, "ঐ দেখ তাহারা আসিতেছে! রবার্ট ব্লেকের যে রকম চেহারার কথা বিচ্ছুর কাছে শুনিয়াছি, লোকটার চেহারা ঠিক সেই রকমই বটে; বিশেষতঃ উহার সঙ্গে যে ছোকরা দেখিতেছ, উহার নাম স্মিথ, স্মিথ ব্লেকের অনুচর। আমি আর এখানে দাঁড়াইব না, যোগাড়-যন্ত্র করিতে যাই; তুমি তোমার কাজে যাও; খুব সাবধান।"

মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ হোটেলে প্রবেশ করিয়া ম্যানেজারের সহিত দেখা করিলেন। ম্যানেজার হোটেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, মিঃ ব্লেক তাঁহাকে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই, বেনিটো দ্রুতপদে ম্যানেজারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল "নমস্কার মহাশয়, আমার বন্ধু মিঃ বুলেজাঁ আমার বাটিতে আছেন; তিনি আজ সকালে আপনার হোটেলে মিসেস্ স্মিথ নাম্নী লণ্ডনের কোনও মহিলার সন্ধান জানিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে।"

ম্যানেজার বেনিটোকে বলিলেন, "হাঁ, তাহা আমার স্মরণ আছে। মিসেস্ স্মিথ প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জিব্রাল্টরে আসিয়া আমাদের হোটে-লেই বাসা লইয়াছিলেন। আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক?"

বেনিটো বলিল, "আমার বন্ধু বুলেজাঁ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; তিনি বোধ হয় তাঁহার দস্তানা জোড়াটা এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন!"

মনোপোল হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন, "আমি তাঁহার দস্তানার কোনও খবর রাখি না; আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি সন্ধান লইতেছি।"

ম্যানেজার দস্তানার সন্ধানে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক স্মিথকে একপাশে ডাকিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন, "লোকটার কথা শুনিলে কি?—আমাদের পরম সৌভাগ্য এখানে আসিয়াই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গুপ্তচরের সন্ধান পাইলাম। লোকটা ঐ স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোকটির বাড়ীতেই আছে! সে বিচ্ছু কি না দেখিতে হইতেছে; এই স্প্যানিয়ার্ডটার অনুসরণ করা আবশ্যক।"

স্মিথ বলিল, "আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, আমরা শুভ মুহূর্ত্তে এখানে পা বাড়াইয়াছি!—আমাদের এখানে আসিতে আর যদি পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইত, তাহা হইলে এ সন্ধান পাইতাম না; আমাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হইতে হইত।"

বেনিটো মিঃ ব্লেককে ফাঁদে ফেলিবার জন্যই যে এই ষড়যন্ত্র করিয়াছে, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক ব্যক্তিকেও অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়। বেনিটোর কথায় তিনিও প্রতারিত হইলেন।

ইতিমধ্যে হোটেলের ম্যানেজার ফিরিয়া আসিয়া বেনিটোকে বলিলেন, "আমি সন্ধান লইয়া জানিলাম, মসিয়ে বুলেজাঁ এখানে তাঁহার দস্তানা ফেলিয়া যান নাই।"

বেনিটো বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়; আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করিবেন না।"

বেনিটো প্রস্থান করিলে, ম্যানেজার মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আপাততঃ আমার কোনও আবশ্যক নাই ; আপনার নিকট আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ঘুরিয়া আসিয়া আপনাকে বলিব।—স্মিথ, শীঘ্র চল, বিলম্ব হইলে শিকার ভাগিবে।"

মিঃ ব্লেক, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে বেনিটোর অনুসরণ করিলেন। বেনিটো বুঝিল, মিঃ ব্লেক তাহার ফাঁদে পা দিয়াছেন; সে পশ্চাতে না চাহিয়া নানা গলি-পথ অতিক্রমপূর্ব্বক নগরের বহির্দ্দেশে চলিল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক মনে করিলেন, সে তাহার বাড়ীর দিকেই যাইতেছে।

অনেকক্ষণ পরে স্মিথ মিঃ ব্লেককে বলিল, "আমরা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কোথায় চলিয়াছি ?—এ যে মাঠের রাস্তা বলিয়া বোধ হইতেছে, এ দিকে ত লোকের ঘর বাড়ী নাই !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমরা সহরের বাহিরেই যাইতেছি বটে ; দেখা যাউক, উহার কতদূর দৌড় !"

মাঠের পর পাহাড় ; পাহাড়ের নীচে একটা জঙ্গল ; জঙ্গল পার হইয়া বালুকাময় সমুদ্র তটে উপস্থিত হইতে পারা যায়। বেনিটো এই জঙ্গলের কাছে আসিয়া একটা গাছের গুঁড়ির উপর ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং উভয় হস্তে উদর চাপিয়া ধরিয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল !

মিঃ ব্লেক কিছু দূরে ছিলে স্মিথ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল ; অদূরে বেনিটোকে এই ভাবে বসিয় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া স্মিথ বলিল, "লোকটার হঠাৎ কোনও অসুখ হইল না কি ?—এখন কি করা যায় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চিন্তার কথা বটে ! চল ব্যাপার কি দেখা যাউক !"

মিঃ ব্লেক বেনিটোর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি অসুস্থ হইয়াছেন?"

বেনিটো গোঁ-গোঁ করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সে ঘুরিয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন।—তিনি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র বেনিটো ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং হঠাৎ উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া মিঃ ব্লেকের কণ্ঠদেশ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল!—মিঃ ব্লেক অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই বেণিটো শিস্ দিল; সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের অন্তরাল হইতে চারিজন ভীমকায় ভীষণমূর্ত্তি স্প্যানিয়ার্ড দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা!

এই চারিজন স্প্যানিয়ার্ড বেনিটোর দলের গুণ্ডা, তাহাদের নাম গমেজ, ফ্লোরিডো, মোরেট্ ও কর্চো।

গুণ্ডা-চতুষ্টয়ের দুইজন মিঃ ব্লেককে—অন্য দুইজন স্মিথকে আক্রমণ করিল।—ইতিমধ্যে মিঃ ব্লেক বেনিটোর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আততায়ীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য কর্চোর নাসিকার উপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কর্চো সেই আঘাতে আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া গমেজের উপর নিপতিত হইল। সেই ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া গমেজও চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।—মুহূর্ত্তমধ্যে উভয়েই ধরাশায়ী হইল!

এদিকে ফ্লোরেডো স্মিথের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুরি তুলিয়াছিল; কিন্তু স্মিথ চক্ষুর নিমিষে এক পাশে সরিয়া গিয়া ফ্লোরেডোর উদ্যত দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।—তখন উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইল; সেই সুযোগে চতুর্থ গুণ্ডা মোরেট্ স্মিথের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে

আক্রমণ করিল; স্মিথ তাহাকে দুই একটি উল্টা পদাঘাত করিতেই সে স্মিথকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাহার ছুরি-খানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহা স্মিথের স্কন্ধদেশে প্রোথিত করিবার উপক্রম করিল! ছুরিখানি স্মিথের স্কন্ধদেশে নিপতিত হইবার পূর্ব্বেই, মিঃ ব্লেক কর্চো ও গমেজের ভূ-লুণ্ঠিত দেহ এক লম্ফে অতিক্রমপূর্ব্বক মোরেটের পশ্চাতে আসিয়া তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিলেন; এবং তাহাকে দুই হস্তে ঊর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। স্মিথও সুযোগ বুঝিয়া ফ্লোরিডোর দক্ষিণ হস্তে যুযিৎস্যুর এমন এক প্যাঁচ কসিল যে, ফ্লোরিডো মুখব্যাদান পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহার হাত হইতে ছুরিখানি খসিয়া পড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্মিথ বাম হস্তে ফ্লোরিডোর গণ্ডে এমন এক চপেটাঘাত করিল যে, সে ঘুরিতে ঘুরিতে কর্চো ও গমেজের ঘাড়ের উপর সটান পড়িয়া গেল, এবং তিনজনে মাটীতে 'লুটোপুটি' করিতে লাগিল!

এই যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিতে যত সময় লাগিল, তাহার শতাংশের একাংশ মধ্যেই এই সকল কাণ্ড হইয়া গেল!—এই যুদ্ধে গুণ্ডা-চতুষ্টয়ের একজনের দাঁত ভাঙ্গিল, একজনের নাক ভাঙ্গিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, এবং অপর দুইজনের দেহের নানা স্থান আঘাতে ফুলিয়া উঠিল। তাহারা যতই দুর্দ্দান্ত হউক, সম্মুখ-সংগ্রামে তাহাদের তেমন সাহস ছিল না; হৃদয়-হীন নিষ্ঠুরেরা সাধারণতঃ কাপুরুষ হইয়া থাকে।—অতঃপর তাহারা সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস না করিয়া অরণ্যের অন্তরালে পলায়ন করিল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন; আততায়ীগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্তরে প্রস্থান না করিয়া কাপুরুষ গুণ্ডা চতুষ্টয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ওরে কাপুরুষ,

পলাইতেছিস কেন? ফিরিয়া আয়!—তোদের কি দুর্দ্দশা করি দেখ।”

এই কথায় গুণ্ডারা ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বেনিটোও বিপদ দেখিয়া দূরে সরিয়া গিয়া তাহার সঙ্গীদের আহ্বানপূর্ব্বক বলিল, “ওরে হতভাগারা, তোরা চার-চারটা জোয়ান এই দু'টো লোককে ঘাল করিতে পার্‌লি না?—ধিক্ তোদের! শীঘ্র ফিরিয়া আয়; উহাদের মাথা না লইয়া যদি বাড়ী ফিরিস্—তাহা হইলে তোদের ঘাড়ে মাথা রাখিব না।”

মিঃ ব্লেক বেনিটোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কিহে বন্ধু! তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য বুঝি এই রকম ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে? তুমি বেশ ফন্দী আঁটিয়াছিলে; কিন্তু এ ফন্দী যে তোমার নিরেট মাথায় গজাইয়াছিল, এরূপ ত বোধ হয় না!—বল দেখি তোমার বুদ্ধিদাতার নাম বিচ্ছু কি না?”

বেনিটো এ কথার উত্তর না দিয়া সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য।—তিনি নিম্নস্বরে স্মিথকে বলিলেন “তোমার কথা সত্য; বিচ্ছুই ষ্টিফেনের গুপ্তচর ও উপস্থিত ব্যাপারে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সে বুঝিয়াছিল আমরা এখান পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্প্যানিয়ার্ড গুণ্ডা-চতুষ্টয় পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল।—এক দিকে তাঁহারা দুইজন, অন্য দিকে পাঁচজন দুর্বৃত্ত স্প্যানিয়ার্ড!—মিঃ ব্লেক ও স্মিথের জীবন সংশয়-প্রায়।

কিন্তু হঠাৎ বেনিটো পশ্চাতে চাহিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, এবং সভয়ে চীৎকার করিয়া তাহার সঙ্গীদের বলিল, “পলাও পলাও; ঐ দেখ ল্যাংটা গোরা!”

চক্ষুর নিমিষে বেনিটো ও তাহার সঙ্গী-চতুষ্টয় মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে ছাড়িয়া অরণ্যের দিকে পলায়ন করিল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, একদল বৃটীশ 'হাইল্যাণ্ডার' সৈন্য সান্ধ্যভ্রমণ উপলক্ষে সমুদ্রের দিক হইতে সেই দিকেই আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই আততায়ীগণ প্রাণভয়ে এ ভাবে পলায়ন করিয়াছিল। হাইল্যাণ্ডারগণ মিঃ ব্লেক ও স্মিথের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, দুর্ব্বৃত্তেরা অরণ্য-মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল।

হাইল্যাণ্ডার সৈন্যগণ আর গুণ্ডাদের অনুসরণের চেষ্টা করিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলমান নগরী ট্যাঞ্জিয়ারের মস্‌জিদ্‌ ও মিনারেট্‌ সমূহের সমুচ্চ গম্বুজগুলি অস্তমান তপনের লোহিত রশ্মি-সম্পাতে সুরঞ্জিত প্রতীয়মান হইতেছিল; নগরের পণ্যবীথি জনসঙ্ঘের অশ্রান্ত শব্দ-কল্লোলে মুখরিত; স্বার্থবাহগণ তাহাদের উষ্ট্রের পৃষ্ঠে পণ্যভার সংস্থাপিত করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল; এবং জন-সঙ্কুল পণ্যবীথির অদূরবর্ত্তী একটী পান্থশালার মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া কয়েকজন মোসাফির মুর তাহাদের কোনও সহযাত্রীর মুখ-নিঃসৃত উপকথা শ্রবণে শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতেছিল; আরও দূরে একটি মস্‌জিদে অনেকগুলি ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত মুসলমান সমাগত হইয়া সমস্বরে ঈশ্বরোপাসনায় রত ছিলেন। সুপবিত্র আজানের প্লুত-স্বর সৌম্য শান্ত সন্ধ্যার বায়ু-তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

এই সন্ধ্যাকালে ট্যাঞ্জিয়ারের 'কন্টিনেণ্টাল্‌ হোটেলে'র প্রশস্ত বারান্দায় একটি লোক বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছিল। তাহার চুল ও দাড়িগোঁফ কটা। সে সেই দিন অপরাহ্ণে জিব্‌রাল্টার হইতে ট্যাঞ্জিয়ারে আসিয়া এই হোটেলে বাসা লইয়াছিল।—আগন্তুকগণকে হোটেলে আসিয়া স্ব স্ব নাম লিখিয়া দিতে হয়; আগন্তুক এই হোটেলে আসিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছিল—ম্যাঞ্চেষ্টারে তাহার নিবাস, নাম মিঃ সেপ্টিমস্‌ মেরিডিথ্‌।

এই ছদ্মবেশী ও ছদ্মনামধারী আগন্তুক আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বিচ্ছু। সে বেনিটোর প্রতিশ্রুত টেলিগ্রামের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরে একটি মুর ভৃত্য তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "হুজুর, আপনার একখানি টেলিগ্রাম আছে।"

বিচ্ছু টেলিগ্রামখানি হাতে লইয়া তাহা খুলিয়া পাঠ করিল। হঠাৎ তাহার চক্ষুতে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; সে অসহিষ্ণু ভাবে টেলিগ্রামখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কারণ, টেলিগ্রামে যে সংবাদ ছিল, তাহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অত্যন্ত প্রতিকূল :—টেলিগ্রামে সে পাঠ করিয়াছিল,—

"তোমার বন্ধু আজ অপরাহ্ণ ছয়টার সময় তাহার অনুচর সহ এখানে উপস্থিত হইয়াছে। তোমার উপদেশ অনুসারে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমাদের আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হয় নাই। সম্ভবতঃ কাল তাহারা ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিবে।—বেনিটো।"

বেনিটো মিঃ ব্লেকের সহিত যুদ্ধে বিফল মনোরথ হইয়া বিচ্ছুর নিকট এই টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিল, ইহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

বিচ্ছু টেলিগ্রামখানি সক্রোধে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রুদ্ধ আক্রোশে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হতভাগাগুলার ঘটে যদি এক রত্তি বুদ্ধি থাকে! আর আমিও অল্প নির্ব্বোধ নহি; অক্ষম লোকের উপর গুরুতর কার্য্যের ভার দিলে সে কাজ এইরূপেই পণ্ড হয়, এ কথা আমার জানা উচিত ছিল। আমি তাড়াতাড়ি এখানে চলিয়া না আসিয়া জিব্রাল্টারে থাকিলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিতাম। এখন বেনিটোর বন্ধু বখ্তিয়ার খাঁর সাহায্য প্রার্থনা ভিন্ন আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।"

বিচ্ছু টুপি মাথায় দিয়া উঠিল, এবং হোটেল হইতে বাহির

হইয়া অন্য পল্লীতে বখ্‌তিয়ার খাঁর গৃহের দিকে চলিল। বখ্‌তিয়ারের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার তেমন অসুবিধা হইল না।—প্রায় কুড়ি মিনিটের পরে সে বখ্‌তিয়ারের সদর দরজায় আসিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল।

একজন প্রৌঢ় মুর জোয়ান সেই দরজা খুলিয়া মুখ বাহির করিয়া দিল।—লোকটির রঙ্গ কালো, মুখখানি গোল, যেন একটি হাঁড়ি! সেই মুখে বসন্তের দাগ, তাহার একটি চক্ষু নাই!—মুখের ভাব অত্যন্ত উগ্র, হিংস্র পশুর মত।

লোকটিকে দেখিয়া বিচ্ছু আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "এই দৌলতখানা কি বখ্‌তিয়ার খাঁর?"

হাঁড়িমুখো কাণা মুর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিচ্ছুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, এই গরিবখানা তাহারই। দেখিতেছি আপনি বিদেশী লোক; খাঁ সাহেবের নিকট আপনার কি আবশ্যক?"

বিচ্ছু বলিল, "আবশ্যক আছে, তিনি কোথায়?"

কাণা বলিল, "আমারই নাম বখ্‌তিয়ার।—আপনি কে?"

বিচ্ছু বলিল, "আমি জিব্‌রাল্টারের পাস্কাল বেনিটোর পরম বন্ধু ব্যক্তি; আপনার নিকট কিঞ্চিৎ উপকার লাভের আশায় তিনিই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।"

আগন্তুক বেনিটোর বন্ধু, এ কথা শুনিয়া বখ্‌তিয়ারের মন নরম হইল; সে নম্র ভাবে বলিল, "বেনিটোর দোস্ত আমারও দোস্ত; আমাকে আপনার গোলাম বলিয়া জানিবেন। আপনার আদেশ কি বলুন।"

বখ্‌তিয়ার বিচ্ছুকে তাহার গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া পরম সমাদরে একখানি গালিচার উপর বসাইল।

বিচ্ছু চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার সহিত গোপনে আমার দুই একটি কথা আছে।"

বখ্‌তিয়ার বলিল, "আপনি নির্ভয়ে আপনার মনের কথা বলিতে পারেন; এ ঘরে অন্য কেহ নাই, আপনার কথা অন্য কোনও লোক শুনিতে পাইবে না।"

বিচ্ছু তখন তাহাকে সকল কথা সবিস্তারে বলিল; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনও কথা গোপন করিল না।

বখ্‌তিয়ার বলিল, "এখন আপনার মৎলব কি?"

বিচ্ছু বলিল, "মিসেস্‌ স্মিথের সঙ্গে সেই ছুঁড়ীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আমি ট্যাঞ্জিয়ারে থাকিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমার এখানে আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে হইতেছে না। রবার্ট ব্লেক কাল এক সময় বোধ হয় এখানে উপস্থিত হইবে; সে আসিয়া কি করিবে তাহা আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন।"

বখ্‌তিয়ার বলিল, "ছুঁড়ীটার সন্ধানে সে নিশ্চয়ই টিটুয়ানে যাত্রা করিবে। সে যদি কাল বৈকালে এখানে আসিয়া পৌঁছে, তাহা হইলেও কাল সন্ধ্যার পর ভিন্ন তাহার টিটুয়ানে যাত্রা করিবার সম্ভাবনা দেখি না।—সুতরাং আপনি যদি কাল সকালে এখান হইতে টিটুয়ানে যাত্রা করেন, তাহা হইলে ব্লেক সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ছুঁড়ীটাকে ভুলাইয়া লইয়া আপনি সরিয়া পড়িতে পারিবেন।"

কথাটা বিচ্ছুর মনের মত হইল না; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ন', এ সৎপরামর্শ নহে; যদি আমি ব্লেকের পূর্ব্বেই টিটুয়ানে উপস্থিত হইয়া, ছুঁড়ীটাকে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া চম্পট দিতে পারি, তাহা হইলেও ট্যাঞ্জিয়ারে ফিরিয়া আসিয়া ব্লেকের সহিত নিশ্চয়ই আমার সাক্ষাৎ হইবে; কারণ, ইংলণ্ডে যাইতে হইলে ট্যাঞ্জিয়ারে আমার ফিরিয়া না আসিলে চলিবে না।"

বখ্‌তিয়ার তাহার সুদীর্ঘ দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

অনেকক্ষণ পরে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ বড় শক্ত সমস্যা! আপনাকে আমি কোনও সদুপদেশ দিতে পারিতেছি না।"

বিচ্ছু বলিল, "আমি কিন্তু একটা উপায় স্থির করিয়াছি; আপনি সে কাজ করিতে পারিবেন কি?"

বখ্‌তিয়ার বলিল, "আমার অসাধ্য না হইলে আল্‌বৎ পারিব; হদিস্‌টা কি বলুন দেখি।"

বিচ্ছু বলিল, "রবার্ট ব্লেক কাল বৈকালে নিশ্চয়ই এখানে উপস্থিত হইবে। ট্যাঞ্জিয়ারে আপনার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এমন সাহসী লোক কি একজনও নাই, যে শতখানেক টাকা পাইলে ব্লেককে সাবাড় করিতে পারে?—তাহা হইলেই ত তাহার টিটুয়ানে যাওয়া বন্ধ হইবে।"

বখ্‌তিয়ার এবারও মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আল্লা!—এ আপনি কি কথা বলিতেছেন?—আমাকে কাপুরুষ মনে করিবেন না, কিন্তু ট্যাঞ্জিয়ারে ইংরাজকে খুন করিতে—কি গুম্‌ করিয়া রাখিতে আমার সাহস হয় না।"

বিচ্ছু হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন না?"

বখ্‌তিয়ার বলিল, "আপনাকে সাহায্য করিতে আমি গর্‌রাজী নহি; তবে কথা কি জানেন? এখানে আপনার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিলে বিপদের আশঙ্কা ষোল আনা। তাহা অপেক্ষা টিটুয়ানের পথে যদি এই গোয়েন্দাটাকে সাবাড় করিবার চেষ্টা করা যায় ত মন্দ কি?"

বিচ্ছু সোৎসাহে বলিল, "তাহা হইলে আপনিও একটা কিছু ফন্দী ঠাহর করিয়াছেন ?"

বখ্‌তিয়ার হাসিয়া বলিল, "আল্‌বৎ! আপনি আমার সঙ্গে কাল সকালে টিটুয়ানে চলুন। সেখানে যাইবার জন্য উট ভাড়া করিতে হইবে; আপনার কোনও চিন্তা নাই, সে সকল বন্দোবস্ত আমিই করিব।—অর্দ্ধেক পথ গিয়া আমরা নালা গ্রামে আমার এক ভাইয়ের বাড়ীতে আড্ডা লইব। আমার এই ভাই সেই গ্রামের কাজী।—তাহার সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিব।—আপনি যদি তাহাকে কিছু সেলামী দিয়া তাহার মন নরম করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার ভাই পথের মধ্যে জন-কতক অস্ত্রধারী লোক রাখিবে;—আপনার দুষমন্ ব্লেক যেমন সেই পথে হাজির হইবে, আর বুঝিতেই পারিতেছেন, এক গুলিতে কাম ফতে!"

বখ্‌তিয়ারের কথা শুনিয়া আনন্দে উৎসাহে বিচ্ছুর বুক ফুলিয়া উঠিল; সে বখ্‌তিয়ারের হাত ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "সাবাস্ ভাই তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে; ইহাই সকল অপেক্ষা ভাল ফন্দী —আঃ—পথের মধ্যে এক গুলিতে যদি কাজ হাসিল হয় ত চিরদিন আমি তোমাদের গোলাম হইয়া থাকিব। কিন্তু তোমার ভাই কাজী সাহেব কি আমার জন্য এত টুকু কষ্ট স্বীকার করিবেন ?"

বখ্‌তিয়ার বলিল, "আল্‌বৎ করিবে।—আমার উপর সে ভার থাকিল।"

তখন কাজী সাহেবকে কি সেলামী প্রদান করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল।—পর দিন প্রভাতে দুইজনে দুইটি উট ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক ট্যাঞ্জিয়ার হইতে টিটুয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেনিটো ও তাহার সহকারী গুণ্ডা-চতুষ্টয় হাইল্যাণ্ডার সৈনিক-গণের আবির্ভাবে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মনোপোল হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। হোটেলের ম্যানেজারের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন, মিসেস্ স্মিথ প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার হোটেলে আসিয়া এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন; পর দিন তিনি তাঁহার সঙ্গিনী-সহ ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিয়াছেন।—বলা বাহুল্য, বিচ্ছু ম্যানেজারের নিকট পূর্ব্বেই এ সংবাদ পাইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্যাঞ্জিয়ারে তাঁহারা কোথায় বাসা লইয়াছিলেন বলিতে পারেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "মিসেস্ স্মিথকে বলিয়াছিলাম—ট্যাঞ্জিয়ারে 'হোটেল সিসিলে' বাসা লইলে তাঁহাদের কোনও অসুবিধা হইবে না। কিন্তু তিনি সেখানে কোন্ হোটেলে উঠিয়াছিলেন তাহা কিরূপে বলিব ?"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর আর তাঁহাদের কোনও সংবাদ পান নাই ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "না"।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মসিয়ে বুলেজাঁ নামধারী যে ফরাসী ভদ্রলোকটি আপনার নিকট মিসেস্ স্মিথ ও তাঁহার সঙ্গিনীর

সন্ধান লইতে আসিয়াছিল, তাহাকেও কি আপনি এই সকল কথা বলিয়াছেন ?”

ম্যানেজার বলিলেন, “হাঁ, বলিয়াছি।—আমার কথা শুনিয়া মসিয়ে বুলেজাঁ বলিয়াছিলেন—তিনি হোটেল সিসিলের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানিবেন—তাঁহারা সেই হোটেলে উঠিয়াছিলেন কি না ; আর এখনই বা তাঁহারা কোথায় আছেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে আমাকেও এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে ;—কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে আমার আর একটি প্রশ্ন আছে।—অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একজন লোক এখানে আসিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, মসিয়ে বুলেজাঁ এখানে তাঁহার দস্তানা ফেলিয়া গিয়াছেন কি না। আপনি কি সেই লোকটিকে চেনেন ?”

ম্যানেজার বলিলেন, “না, লোকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ; পূর্ব্বে উহাকে কখনও দেখি নাই।”

মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ হোটেল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন, এবং ট্যাঞ্জিয়ারে ‘হোটেল সিসিলে’র ম্যানেজারকে এই টেলিগ্রাম করিলেন,—

“লণ্ডনবাসিনী মিসেস্ স্মিথ ও তাঁহার সঙ্গিনী দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জিব্রাল্টার হইতে ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইয়া কি আপনাদের হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন ? তাঁহারা কি এখন আপনাদের হোটেলে আছেন ? যদি না থাকেন, কোথায় আছেন জানেন কি ? আজ কোনও লোক তাঁহাদের সন্ধান লইবার জন্ত আপনাদের হোটেলে গিয়াছিলেন কি ? টেলিগ্রামের খরচ পাঠাই, উত্তর দিবেন।—রবার্ট ব্লেক, গ্র্যাণ্ড হোটেল, জিব্রাল্টার।”

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, “কোনও লোক আজ তাঁহাদের সন্ধান

লইবার জন্য 'হোটেল সিসিলে'' গিয়াছিল কি না, এ কথা কেন জানিতে চান? বিচ্ছু কি এত শীঘ্র ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহাই বোধ হয়। যদি সে আজ বেলা এগারটার সময় জিব্রাল্টার হইতে যাত্রা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আজ বেলা তিনটার মধ্যেই সে ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইবে। হোটেল সিসিলের ম্যানেজার যদি আমাকে টেলিগ্রামে জানান্, মিসেস্ স্মিথ ও তাঁহার সঙ্গিনী এখনও তাঁহাদের হোটেলেই আছেন—আর একজন লোক তাঁহাদের সন্ধানে সেখানে গিয়াছে; তাহা হইলে আমি সেই টেলিগ্রাম পাইবামাত্র মিসেস্ স্মিথকে টেলিগ্রাম করিব, তিনি যেন কোনও কারণে মিস্ আরভিংকে তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে যাইতে না দেন; অন্ততঃ আমি সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে একাকী কোথাও যাইতে দেওয়া না হয়।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আপনিও ট্যাঞ্জিয়ারে যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই; যত শীঘ্র সম্ভব—যাইব।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাইবেন স্থির করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল সকালে।—আজ ষ্টীমার পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে আজই যাইতাম; কিন্তু আজ ত ষ্টীমার পাইব না।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ গ্র্যাণ্ড হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে হোটেল সিসিলের ম্যানেজারের নিকট হইতে যে টেলিগ্রাম আসিল, তাহা এইরূপ;—

"—২ রা তারিখে মিসেস্ স্মিথ ও তাঁহার সঙ্গিনী আমাদের হোটেলে ছিলেন। গত কল্য তাঁহারা টিটুয়ানে যাত্রা করিয়াছেন; কথা আছে, এক সপ্তাহ মধ্যেই তাঁহারা এখানে ফিরিয়া আসিবেন। বুলেজাঁ নামক একজন ভদ্রলোক জিব্রাল্টার ডাকঘর হইতে আজ সকালে আমাকে টেলিগ্রাম

করিয়া তাঁহাদের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাকেও এ সংবাদ জানাইয়াছি। আজ কোনও লোক মিসেস্ স্মিথের সংবাদ জানিবার জন্ম এখানে আসে নাই।—ম্যানেজার।"

টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে বিচ্ছু এখনও ট্যাঞ্জিয়ারে পৌঁছে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা কিরূপে বুঝিলে?—তবে এই মাত্র বলিতে পার, সে "হোটেল সিসিলে" যায় নাই। আর সেখানে গিয়াও তাহার কোনও লাভ নাই; কারণ, সে টেলিগ্রামেই ত সংবাদ পাইয়াছে—মিসেস্ স্মিথ ট্যাঞ্জিয়ারে নাই, তিনি টিটুয়ানে যাত্রা করিয়াছেন।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনার বিশ্বাস বিচ্ছু ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমার তাহাই বিশ্বাস।"

স্মিথ বলিল, "ট্যাঞ্জিয়ার হইতে সে কি টিটুয়ানে যাইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে! আজ যদি আমরা এখানে গুণ্ডার হস্তে জখম হইতাম, তাহা হইলে সে তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ট্যাঞ্জিয়ারে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিতে পারিত; মনে করিত, শিকার আসিয়া আপনিই ফাঁদে পড়িবে।—কিন্তু সে যখন শুনিবে আমরা গুণ্ডাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছি, তখনই সে ট্যাঞ্জিয়ার হইতে টিটুয়ানে যাত্রা করিবে।"

স্মিথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "টিটুয়ান কোথায়, কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, উহা "ট্যাঞ্জিয়ারের প্রায় ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী একটি নগর; কিন্তু সেখানে রেল বা টেলিগ্রাম নাই, সুতরাং মিসেস্ স্মিথকে যে তাড়াতাড়ি একটা সংবাদ পাঠাইয়া সাবধান করিব—সে উপায় নাই। যদি বিচ্ছু টিটুয়ানে যায়, তাহা হইলে তাহাকে উট ভাড়া করিয়া সেখানে

যাইতে হইবে; একজন পথ-প্রদর্শকও লইতে হইবে।—আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "আমাদিগকেও কি সেখানে যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমাদের আর সময় নষ্ট করিলে চলিতেছে না; কাল আমরা ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইয়া—যত শীঘ্র পারি টিটুয়ানে যাত্রা করিব।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তাহা কি সম্ভব হইবে? আমাদিগকে উটের যোগাড় করিতে হইবে; একজন অভিজ্ঞ বিশ্বাসী পথপ্রদর্শকও সংগ্রহ করা চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে জন্ম কোনও চিন্তা নাই।"

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক ট্যাঞ্জিয়ারে হোটেল সিসিলের ম্যানেজারকে এই টেলিগ্রাম করিলেন;—

"আমি ও আমার সহকারী আগামী কল্য বেলা তিনটার সময় ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইব। সেখান হইতে অবিলম্বে আমাদিগকে টিটুয়ানে যাত্রা করিতে হইবে। আপনি যাত্রার উপযোগী সরঞ্জাম সহ কয়েকটি উট ভাড়া করিয়া রাখিবেন; একজন বিশ্বাসী পথ-প্রদর্শকও সংগ্রহ করিবেন, যত টাকা লাগে—আপত্তি নাই। কাল বেলা সাড়ে-তিনটার সময় যেন তাহারা হোটেলের বাহিরে আমাদের জন্ম অপেক্ষা করে।—খরচের টাকা সেখানে উপস্থিত হইয়া দিতেছি।—রবার্ট ব্লেক।"

পর দিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক মিঃ আরভিংএর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন, মিস্ আরভিং টিটুয়ানে গিয়াছেন শুনিয়া তিনিও টিটুয়ানে যাইতেছেন।—বেলা এগারটার সময় মিঃ ব্লেক স্মিথকে লইয়া ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিলেন, এবং বেলা স-তিনটার সময় তত্রত্য 'হোটেল সিসিলে' উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক হোটেল সিসিলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মসিয়ে বুলেজাঁর কোনও সন্ধান রাখেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কি আজ কোনও লোক এই হোটেলে মিসেস্ স্মিথ বা তাঁহার সঙ্গিনীর সন্ধানে আসিয়াছিল ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার জন্ম উট ও পথ-প্রদর্শক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "আমি সকলই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; আপনাকে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। উট লইয়া পথ-প্রদর্শক পাঁচমিনিটের মধ্যে এখানে আসিবে; কিন্তু এখন রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত অধিক; গরমে বাহিরে তিষ্ঠানো দায়!—আমার বিবেচনায় সন্ধ্যার সময় আপনাদের যাত্রা করাই সঙ্গত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমার যে বিলম্ব করিবার উপায় নাই! কাজটা বড়ই জরুরী; দুই এক ঘণ্টা বিলম্বেও আমার সকল শ্রম বৃথা হইতে পারে। আপনি যে পথ-প্রদর্শকটি পাইয়াছেন, সে বেশ বিশ্বাসী লোক ত ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "এরূপ বিশ্বাসী ও দক্ষ পথ-প্রদর্শক ট্যাঞ্জিয়ারে দ্বিতীয় নাই। এই পথ-প্রদর্শকের নাম সেলিম। তাহার বয়স অল্প বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে তাহার কার্য্যে আপনাকে খুসী করিতে পারিবে;—ঐ যে সেলিম আসিয়াছে।"

ম্যানেজারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটি সুশ্রী-মুর যুবক সেই হোটেলের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল; তাহার সঙ্গে চারিটি উট। একটি উট মিঃ ব্লেকের জন্ম, একটি স্মিথের জন্ম, তৃতীয়টি পথ-প্রদর্শক সেলিমের নিজের

জন্ত, এবং চতুর্থটি শিবির বহনের জন্য। হোটেলের ম্যানেজার সেলিমকে মিঃ ব্লেকের সহিত পরিচিত করিলেন। মিঃ ব্লেক তাহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন, মুর হইলেও যুবকটি বেশ অনর্গল ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতে পারে; শুনিলেন, পূর্ব্বে সে বৃটীশ কন্সলের অধীনে চাকরী করিত।

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক হোটেলের ম্যানেজারকে বলিলেন, "আর এক কথা,—মিসেস্ স্মিথ টিট য়ানে উপস্থিত হইয়া কোথায় বাসা লইবেন, তাহা কি আপনাকে বলিয়াছিলেন?"

হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন, "মিসেস্ স্মিথ সেখানে তাঁহার ভ্রাতার বাসায় উঠিবেন বলিয়া গিয়াছেন। মিসেস্ স্মিথের ভ্রাতার নাম স্নিডার; তিনি টিটুয়ানের জর্ম্মান ভাইস্ কন্সল। আপনি টিটুয়ানে উপস্থিত হইয়া যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, সে-ই ভাইস্ কন্সলের বাড়ী দেখাইয়া দিবে।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ স্মিথ কি জর্ম্মান? এ কথা ত আমি জানিতাম না!"

হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন, "বলেন কি! আপনি তাহা জানিতেন না? তিনি জর্ম্মানের কন্যা, কিন্তু ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার স্বামী প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক যথাসময়ে ম্যানেজারের নিকট বিদায় লইয়া উটে চড়িলেন; স্মিথ অন্য উঠে চড়িল। সেলিম সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী উটে চড়িয়া পথ দেখাইয়া চলিল। তাম্বু ও অন্যান্য জিনিস-পত্র চতুর্থ উটের পিঠে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁহারা প্রায় দুই ক্রোশ পথ বেশ তাড়াতাড়ি চলিলেন; উৎসাহে রৌদ্রের উত্তাপ তেমন প্রখর মনে হইল না। কিন্তু তাহার পর পথ এমন

দুর্গম হইয়া উঠিল যে, উটগুলি আর দ্রুত চলিতে পারিল না। মরোক্কোর পথ সাধারণতঃ বন্ধুর ও সঙ্কীর্ণ; তাহার উপর পথের মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ত! উটগুলির পা তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত প্রোথিত হইতে লাগিল।—যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা যথাসাধ্য দ্রুত চলিলেন; কিন্তু সন্ধ্যার পর তাঁহাদের গতি মন্থর হইয়া আসিল। চারি ক্রোশ মাত্র চলিয়া সে-রাত্রির মত তাঁহারা পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আশ্রয় লইলেন।

সন্ধ্যার পর হইতেই গাঢ় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; গভীর রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কোন-রকমে রাত্রিটা সেই গ্রামে কাটাইয়া, অতি-প্রত্যুষে যখন তাঁহারা পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিলেন, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল; তাহারই মধ্যে তাঁহারা অতি কষ্টে অগ্রসর হইলেন।—

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘন বর্ষণ চলিল, পথ জলে পূর্ণ হইল; কোন কোন স্থানে উটের হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল! বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহারা আর চারি ক্রোশ পথ মাত্র অতিক্রমে সমর্থ হইলেন।

সেলিম একহাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া দুর্গম সঙ্কীর্ণ পথে উট পরিচালিত করিতে লাগিল; পথের দুই ধারে উচ্চ পাহাড়—ধূসর, অনুর্ব্বর, বন্ধুর, এবং বহুদূরব্যাপী। দুর্গম গিরি-অধিত্যকা ভেদ করিয়া পথ, পথের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিপতিত। পিচ্ছিল উপলখণ্ডে উটের পা ক্রমাগত বাধিয়া যাইতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক এই অধিত্যকায় কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, পর্ব্বতের একটি উপত্যকায় একজন মুর যুবক দণ্ডায়মান রহিয়াছে?—উষ্ট্র-চতুষ্টয়কে দেখিবামাত্র সেই যুবক ব্যগ্রভাবে দ্রুতগতি গিরি-অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

তখন বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছিল; মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশে সুপ্রকাশিত দিবাকর প্রসন্ন হাস্যে চরাচর অনুরঞ্জিত করিতেছিলেন। পাহাড় অতিক্রম করিতে

আর অধিক বিলম্ব ছিল না। সেলিম শিবিরবাহী উষ্ট্র সঙ্গে লইয়া অগ্রে যাইতেছিল, মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাতে; স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ সম্মুখে বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া তাঁহারা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বন্দুক নিঃসৃত ধূম্ররাশি শূন্যে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার 'গুড়ুম্' করিয়া শব্দ হইল! সঙ্গে সঙ্গে সেলিম আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার উট হইতে ভূতলে নিপতিত হইল।—বন্দুকের অব্যর্থ গুলি তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল!

মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হৃদয়ে শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, অদূরবর্ত্তী গিরি-উপত্যকার প্রান্তভাগে দশ বার জন মুর প্রসারিত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি রাইফেল, রাইফেলগুলি তাঁহার ও স্মিথের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত!

এই দলের দলপতি বখ্‌তিয়ারের ভ্রাতা নালা গ্রামের সেই কাজী! সে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কর্কশঃস্বরে মিঃ ব্লেককে বলিল, "আর এক পা অগ্রসর হইয়াছিস্ কি মরিয়াছিস্!—শীঘ্র উট হইতে নামিয়া আয়।"

কাজী দুর্ব্বোধ্য ভাষায় এই কথা বলিলেও, তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে মিঃ ব্লেকের বিলম্ব হইল না।—তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া উট হইতে নামিলেন, এবং স্মিথকেও নামিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সেলিমের রক্তাক্ত দেহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল; তিনি বুঝিলেন হতভাগ্যের প্রাণ-বিহঙ্গ দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছে!

মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বাদশজন মুর দস্যু গিরি-অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; এবং চক্ষুর নিমিষে চক্রাকারে তাঁহাদের উভয়কে পরিবেষ্টিত করিল। তাহার পর তাঁহাদের মাথার উপর বন্দুক তুলিয়া বলিল, "চল্।"

মিঃ ব্লেক বিনা-প্রতিবাদে তাহাদের সঙ্গে চলিতে সম্মত হইলেন না, সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দুর্ব্ব্যবহারের কারণ কি ?"

কাজী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সহচরবর্গকে আদেশ করিল, "বাঁধ্ এই দুই হারামখোর শয়তানকে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমরা জান আমরা বৃটীশ প্রজা ? আমাদের প্রতি এই অত্যাচারের জন্য বৃটীশ রাজদূতের নিকট তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে।"

কাজী অবজ্ঞা ভরে বলিল, "বৃটীশ রাজদূতের ভয়ে ত মরিলাম ! তোদের প্রতি আমি এইরূপে সম্মান দেখাই।"—কাজী সরোষে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে সরিয়া আসিয়া তাঁহার দেহে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল !

মিঃ ব্লেক অন্য কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই কাজীর অনুচরেরা তাঁহার ও স্মিথের হস্তপদ কণ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল ; তাহার পর তাঁহাদিগকে তাঁহাদের উটে তুলিয়া উষ্ট্রচতুষ্টয়কে গ্রামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল।—হতভাগ্য সেলিমের শোণিতাপ্লুত মৃত দেহ গিরি-পাদমূলে নিপতিত রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই কাজী বন্দীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। খৃষ্টান বন্দীদের দেখিয়া গ্রামের লোকের কি উৎসাহ !—ছেলেবুড়ো সকলে কাজীর গৃহ-সন্নিকটে সমবেত হইল, এবং অতি ইতর ভাষায় তাঁহাদিগকে গালি দিতে লাগিল।—তাঁহাদের অপরাধ, তাঁহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ বন্দী এবং খৃষ্টান !

কাজীর বাস-ভবনের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল ; কাজীর সহচরেরা মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সেই কুটীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর দ্বার রুদ্ধ হইল।

এতক্ষণ পরে স্মিথ কথা কহিল, বলিল "হঠাৎ এ কি বিপদে পড়া গেল কর্ত্তা!—আমার বোধ হয় এ বিচ্ছুরই ষড়্‌যন্ত্রের ফল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মনে করেন উহারা আমাদিগকে হত্যা করিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহা মনে হয় না।—আমাদিগকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে উহারা যে সময়ে সেলিমকে গুলি করিয়াছিল, সেই সময় আমাদিগকেও হত্যা করিত; তাহা যখন করে নাই, তখন বোধ হয় আমাদের জীবনের আশঙ্কা নাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই বিচ্ছু সেপ্টিমস্ মেরিডিথের ছদ্মবেশে সেই কুটীরে প্রবেশ করিল।—সেই কক্ষের মৃদু আলোকে মিঃ ব্লেক বা স্মিথ কেহই তাহাকে চিনিতে পারিলেন না;—কিন্তু সে দুই একটি কথা বলিবামাত্র উভয়েই তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন।—তাহারও আত্ম-পরিচয় গোপনের ইচ্ছা ছিল না; বিচ্ছু সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল, "নমস্কার রবার্ট ব্লেক, নমস্কার স্মিথ!—তোমরা এত শীঘ্র এখানে উপস্থিত হইবে, এরূপ মনে করিতে পারি নাই;—তোমাদের সহিত আমার কত দিনের পরিচয় তাহা স্মরণ হয় কি? প্রথম পরিচয় কোথায় হইয়াছিল, মনে করিয়া দেখি! বার্লিনে নয় কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না। সেফীল্ডে,—যে দিন তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়া ঘোড়ার গাড়ীর নীচে ফেলিয়া দিয়াছিলে—সেই দিন।"

বিচ্ছু বলিল, "হাঁ, তাই বটে! দেখিতেছি আমার অপেক্ষাও গোয়েন্দার স্মরণ-শক্তি তীক্ষ্ণ! যাহা হউক, আমার সদুদ্দেশ্য সে সময় সুসিদ্ধ হয় নাই; ইহা দুঃখের বিষয় বটে! গত বুধবারে জিব্রাল্টারেও

আমার এই সাধু সংকল্প ব্যর্থ হইয়াছিল।—কিন্তু এই তৃতীয় বার আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, ইহা তোমার বাহাদুরীর পরিচয় বটে! এবার তুমি আমাদিগকে কায়দায় পাইয়াছ। কিন্তু আমাদিগকে লইয়া তুমি কি করিতে চাও, জানিতে পারি কি?”

বিচ্ছু বলিল, “তোমাদের লইয়া আমি কিছুই করিব না, কারণ, আমি তোমাদের বন্দী করি নাই; যিনি তোমাদিগকে বন্দী করিয়াছেন তিনিই তোমাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। এই গ্রামের কাজী সাহেব আমার পরম বন্ধু, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজী সাহেবকে কত টাকা ঘুঁস দিয়াছ?”

বিচ্ছু বলিল, “সে কথা শুনিয়া তোমাদের কোন লাভ নাই।”

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন বোধ হয় তুমি টিটুয়ানে যাত্রা করিবে?”

বিচ্ছু বলিল, “হাঁ, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে রওনা হইব। যাত্রার পূর্ব্বে একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম; এ পৃথিবীতে আর ত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কেন?—কাজী সাহেব কি মেহেরবানি করিয়া আমাদের কোতল করিবেন?”

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, “না, কোতল করিলে ত সে তোমাদের পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয় হইত। এক কোপেই সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে! কিন্তু আমার এই ধর্ম্মাত্মা মুর বন্ধুটির হৃদয় তত কোমল নহে; তিনি এত সহজে তোমাদের নিষ্কৃতি দিবেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে তিনি কি করিবেন? তুমি মিস্ আরভিংকে

চুরী করিয়া যে পর্য্যন্ত দেশান্তরে পলায়ন করিতে না পার,—সেই পর্য্যন্ত কি আমাদের বন্দী বরিয়া রাখিবেন ?”

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, “এ সকল সংবাদ লইয়া লাভ কি ? তাহাতে তোমাদের মানসিক উদ্বেগ বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না ত !”

মিঃ ব্লেক কহিলেন, “আচ্ছা, এ কথা না বল, কে তোমাকে মিস্ আরভিংএর সন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা বলিতে হানি কি ? আমার বোধ হয় ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট।”

বিচ্ছু বলিল, “হাঁ, সেই নিরেট আহাম্মুকের অনুরোধেই এই কাজের ভার লইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “গ্র্যাণ্ট নিরেট আহাম্মুক হইল কিসে ?”

বিচ্ছু বলিল, “সেই গাধাটা মনে করিয়াছে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষায় আমার ঘুম নাই !—আমি কিন্তু কি মৎলবে এই ভার লইয়াছি, তাহা সে কিরূপে বুঝিবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে তোমার সন্ধান পাইল কিরূপে ?”

বিচ্ছু বলিল, “তুমি কি কোনও দিন সখের গোয়েন্দা গেব্রিয়েল নর্থের নাম শুন নাই ?”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “কি ! তুমিই গেব্রিয়েল নর্থ পরিচয়ে লণ্ডনের গ্রেপ্ লেনে বাস করিতে ?”

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, “ঠিক বলিয়াছ ; আমিই সেই গেব্রিয়েল নর্থ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট তোমার সুনাম শুনিয়া আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার জন্য—অর্থাৎ আমি যাহাতে মিস্ আরভিংকে খুঁজিয়া না পাই, তাহার উপায় করিবার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছে ?”

বিচ্ছু বলিল, “হাঁ, তোমার অনুমান সত্য।—আমার সাহায্য গ্রহণে লাভ কত, হতভাগ্য ষ্টিফেন তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মৎলব বুঝিয়াছি। তুমি মিস্ আরভিংকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া কোথাও লুকাইয়া রাখিবে; তাহার পর তাহাকে তাহার পিতামহের নিকট উপস্থিত করিবে—এই ভয় দেখাইয়া ষ্টিফেনকে যখন-তখন দোহন করিবে।"

বিচ্ছু বলিল, "বাঃ,—চমৎকার তোমার বুদ্ধি! আমার মনের ভাব ঠিক ঠাহর করিয়াছ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে আমি চিনি কি না, কাজেই তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে আমার অধিক বিলম্ব হইল না; কিন্তু তুমি তোমার মৎলব আমাদের নিকট কেন স্বীকার করিলে, তাহাই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বিচ্ছু বলিল, "এ কথা তোমরা অন্য কোনও লোককে বলিবার সুযোগ পাইবে,—ইহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে কথনই এ কথা তোমাদের বলিতাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোনও দিন কি এ সুযোগ পাইব না?"

বিচ্ছু বলিল, "নিশ্চই নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিল, "তবে যে তুমি বলিলে কাজী সাহেব আমাদিগকে কোতল করিবে না।"

বিচ্ছু বলিল, "আমি তা বলিয়াছি; সত্যই তোমাদিগকে তিনি হত্যা করিবেন না। যে হংসী সুবর্ণ ডিম্ব প্রসব করে, তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিবেন—আমার কাজী বন্ধু এত নির্ব্বোধ নহেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে কি তিনি আমাদের নিকট মুক্তিপণ আদায়ের জন্য আমাদিগকে দীর্ঘ কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবেন?"

বিচ্ছু বলিল, "না, তাহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি তোমাদিগকে দাস-বিপণীতে লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিবেন!"

মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হৃদয়ে বসিয়া রহিলেন; স্মিথ তাহার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না!—মুর দস্যুরা দাস-বিপণীতে তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিবে, জীবনে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন না; ক্রীত-দাসের জীবন কি দুঃসহ!—এই সকল চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত ম্রিয়মান হইলেন বটে, কিন্তু কোনও রূপ বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না; বিপদে তিনি অধীর হইতেন না। কিন্তু স্মিথ বিচ্ছুর কথা শুনিয়া আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল; তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল।

বিচ্ছু আর কোনও কথা না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

প্রথম বিস্ময়াবেগ প্রশমিত হইলে স্মিথ মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা কি আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্যই এ কথা বলিয়া গেল? মরক্কোতে যে এখনও দাস-ব্যবসায় প্রচলিত আছে,—ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মরক্কোতে এখনও রীতিমত দাস-ব্যবসায় চলিতেছে! মরক্কোর অনেক প্রদেশেই ইহা বেশ লাভজনক ব্যবসায়।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কাজী কি দুই জন ইংরাজকে দাসরূপে বিক্রয় করিতে সাহসী হইবে?—আর সাহসী হইলেও আমাদের কিনিবে কে? —বিশেষতঃ, এ কথা লইয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন উপস্থিত হইলে— ইংলণ্ড কি উহাদের সহজে ছাড়িবে?—মরক্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা রাষ্ট্র হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা যে এমন সঙ্কটে পড়িয়াছি,—ইহা বাহিরের কেহই জানে না, কখনও জানিতে পারিবে না।"

স্মিথ বলিল, "আমরা টিটুয়ানে যাত্রা করিয়াছি, ট্যাঞ্জিয়ারে অনেকেই ইহা জানে;—আমরা ট্যাঞ্জিয়ারে প্রত্যাগমন না করিলে কি ট্যাঞ্জিয়ারের ব্রিটীশ কন্সল আমাদের অনুসন্ধান করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি আমাদের অনুসন্ধান হয়, তাহা হইলেও আমাদের কি গতি হইল, তাহা তাঁহাদিগকে কে বলিবে? যে কাজী আমাদের

সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছে,—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বা তাহার অনুচরেরা কখনও স্বীকার করিবে না যে, তাহারা আমাদিগকে এখানে আসিতে দেখিয়াছে, কিংবা আমাদের সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিয়াছে।—তাহাদের কথা মিথ্যা, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?”

স্মিথ হতাশ ভাবে বলিল, “তবে কি সত্য সত্যই এই জানোয়ারটা আমাদিগকে ছাগল গরুর মত হাটে বিক্রয় করিবে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার ত তাহাই মনে হয়।”

স্মিথ বলিল, “আমরা এ দেশের ভাষাও জানি না, আর কুলি মজুরের মত খাটিতেও পারিব না; আমাদিগকে কিনিয়া কাহার কি লাভ হইবে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাজ করিতে পারিব না বলিলেই কি বাপু নিষ্কৃতি আছে? বেতের চোটে আমাদিগকে কুলির মত খাটিতে হইবে। না খাটিলে আমাদিগকে অনাহারে রাখিবে; নির্য্যাতনের ত কথাই নাই।”

স্মিথ বলিল, “কি কুক্ষণেই জিব্রল্টার হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আরও একটা ভয়ানক সম্ভাবনা আছে; হয় ত আমরা একত্র থাকিতে পাইব না, একজন তোমাকে কিনিবে, আর একজন আমাকে কিনিয়া লইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে পরস্পরের সাক্ষাতের আশা পর্য্যন্ত থাকিবে না!—আমরা দুই জনে দুই দিকে গিয়া পড়িব।”

স্মিথ এবার অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তাহার ধৈর্য্য, সাহস, সংযম—সকলই অন্তর্হিত হইয়াছিল।

স্মিথ ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু এখনও আমি একেবারে হতাশ হই নাই, আমাদের স্বপক্ষেও দুই একটি আশার কথা আছে।—হয় ত আমরা কাজীকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিতে পারি। কাজী যদি আমাদিগকে

বিক্রয় করিয়া হাজার টাকার অধিক না পায়, আর আমি যদি তাহাকে দুই হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হই; তাহা হইলে টাকার লোভে সে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেও পারে। বাজারে আমাদের যে মূল্য হইবে, তাহার অধিক টাকা পাইলে সে কেন আমাদিগকে বিক্রয় করিবে? বৃটিশ গবর্মেণ্টের নিকট তাহার বিরুদ্ধে কোনও কথা জানাইব না, এ ভরসা পাইলে সম্ভবতঃ টাকা লইয়া সে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। তবে শীঘ্র তাহার সহিত একবার আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক; নতুবা তাহার নিকট কথাটা পাড়িবার সুবিধা হইবে না।"

কয়েক ঘণ্টার পরে কাজী সেই কক্ষে উপস্থিত হইল।—মিঃ ব্লেক তাহাকে বহু অর্থ প্রদানের লোভ দেখাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করিলে তাহার দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবেন না, অঙ্গীকার করিলেন।—কিন্তু কাজী তাঁহার অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না; তাঁহার প্রস্তাব সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল! শেষে বলিল, "তুমি অনর্থক লোভ দেখাইতেছ; তোমার মৎলব আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি! আমি তোমাদের ছাড়িয়া দিবার পর তিন দিন যাইতে না যাইতে একদল ইংরাজ-ফৌজ তোজদান বন্দুক লইয়া আমাদের গ্রামে প্রবেশ করিবে; কুকুরের মত আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে!—তখন তোমার টাকা আমার কি কাজে লাগিবে?—না, এ কোনও কাজের কথা নয়; আমি তোমাদিগকে বিক্রয় করিব, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কালই তোমাদিগকে আমার সঙ্গে বারাণীর হাটে যাইতে হইবে।—সেখানে পৌঁছিবামাত্র তোমাদের ক্রেতা জুটিবে, সন্দেহ নাই। তোমরা বেশ জোয়ান আছ, তোমাদের বিক্রয় করিয়া আমি অনেক টাকা পাইব।"

পর দিন প্রত্যূষে কাজীর আট দশজন অনুচর আসিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সেই কুটীর হইতে টানিয়া বাহির করিল; এবং তাঁহাদের অঙ্গ

হইতে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া মরক্কো দেশের পরিচ্ছদে তাঁহাদিগকে সজ্জিত করিল। তাঁহাদের মস্তকে এক একটা পাগড়ী বাঁধিয়া দিল। তাহার পর তাঁহাদের উভয় হস্ত পিঠের দিকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের কণ্ঠদেশে এক এক গাছি দড়ি বাঁধিল!—গরু বাঁধিবার দড়ির মত তাহা স্থূল ও সুদৃঢ়!

অনন্তর সেই স্থানে দুইটি অশ্বতর আনীত হইল।—তখন মিঃ ব্লেকের কণ্ঠ-বিলম্বিত রজ্জু একটি অশ্বতরের লাগামের সহিত, এবং স্মিথের কণ্ঠ-রজ্জু দ্বিতীয় অশ্বতরের লাগামের সহিত বাঁধিয়া কাজী একটি অশ্বতরে সোয়ার হইল, তাহার একটি অনুচর অন্য অশ্বতরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল; কাজী ও তাহার অনুচর অশ্বতর-দ্বয়কে বারাণীর দাস-হাটের অভিমুখে দ্রুত পরিচালিত করিল।—মিঃ ব্লেক ও স্মিথ রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে বাধ্য হইলেন!—কি কষ্টে তাঁহারা সেই দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

অনাহারে অবিশ্রান্ত সমস্ত দিন পথ চলিয়া সায়ংকালে তাঁহারা বারাণীর হাটে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উভয়েরই অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়! তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ বেদনাপ্লুত, পদদ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছিল; উভয় পদতল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া শোণিত নিঃসারিত হইতেছিল।—তাঁহারা জীবন্মৃত অবস্থায় দাস-হাটে প্রবেশ করিলেন।

বারাণী মরক্কোর একটি ক্ষুদ্র নগর। নগরটি উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত; অধিবাসীরা সকলেই মুর।—নগরের মধ্যেই দাস-হাট; এই হাটের নাম—'সক-এল্-আবীদ্'।

সন্ধ্যার পর এই হাটে দাস দাসী বিক্রয় হইত। যখন কাজী তাহার নর-পণ্য লইয়া হাটে উপস্থিত হইল, তখন হাটে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে; হাটে তখন অত্যন্ত জনতা।—মিঃ ব্লেক দেখিলেন, হাটে আরও

কয়েকজন দাস-ব্যবসায়ী এক একদল দাসকে গরুর মত দড়া দিয়া বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে আনিয়াছে, এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রাখিয়াছে!—তিন চারিজন দালাল তাহাদের মূল্য যাচাই করিতেছে।

কাজী মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে লইয়া হাটে প্রবেশ করিবামাত্র সেখানে অসম্ভব জনতা হইল।—তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র আগন্তুক মুরেরা বুঝিতে পারিল, এই দাসদ্বয় মুরের পরিচ্ছদধারী হইলেও ইউরোপীয়। এ পর্য্যন্ত এ হাটে কেহ ইউরোপীয় দাস বিক্রয় করিতে আনে নাই; সুতরাং ইংরাজ দাস দেখিয়া দর্শকগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তাহারা কাজীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণে বিব্রত করিয়া তুলিল।—কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারা কি খৃষ্টান?"—কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদিগকে কোথায় পাইলে?"—কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকায় ইহাদিগকে বিক্রয় করিবে?" ইত্যাদি।

কাজী বলিল, "হাঁ, ইহারা খৃষ্টান; ইহারা কে, বা কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা আমি জানি না। কাল আমাদের গ্রামের লোক ইহাদিগকে কয়েদ করিয়া আমার নিকট আনিয়াছিল। আমি ইহাদিগকে একত্র বা পৃথক রূপে বিক্রয় করিব; যে অধিক মূল্য দিতে পারিবে সে-ই ইহাদিগকে পাইবে।"

একজন মুর খরিদ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি উহাদের কি দামে বিক্রয় করিবেন, স্থির করিয়াছেন?"

কাজী এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক বিশুদ্ধ আরব্য ভাষায় সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাটের লোক! তোমরা শুনিয়া রাখ—আমরা ইংরাজ-রাজের প্রজা। আমরা কাহারও কোনও ক্ষতি করি নাই, কাহারও কোন কার্য্যে বাধা দান করি নাই। গত কল্য আমরা বিশেষ কোনও কার্য্যানুরোধে টিটুয়ানে যাইতেছিলাম; হঠাৎ পথিমধ্যে এই দুরাচার ও ইহার অনুচরেরা আমাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক আমাদের পথ-প্রদর্শককে গুলি

করিয়া মারিয়াছে, আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়াছে; তাহার পর আমাদিগকে কয়েদ করিয়া ছাগল গরুর মত এই হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে! আমরা নগণ্য লোক নহি, দেশে আমাদের ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী বন্ধু বান্ধব অনেক আছেন; তাঁহারা যে এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবেন, এ আশা কদাচ মনেও স্থান দিও না।—যদি তোমরা মঙ্গল চাও, তাহা হইলে যাহাতে আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা কর। এই দুর্বৃত্ত কেন অনর্থক নিজের ও তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবে?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হাটের হুজুক-প্রিয় লোকগুলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটি বৃদ্ধ সেখ সেই জনতা ভেদ করিয়া কাজীর সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং মিঃ ব্লেক ও স্মিথের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কাজীকে বলিল, "এই খৃষ্টানটা আমাদের ভয় দেখাইতেছে না? ভয়ে আমরা কাঁপিয়া মরিলাম আর কি! খৃষ্টানগুলাকে আমি শয়তানের মত ঘৃণা করি; উহাদিগকে জব্দ করায় আমার বড় আনন্দ! আমি এই খল দুষমন দু'টার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিব; উহাদের দর্প চূর্ণ করিব। উহাদিগকে বলদের মত লাঙ্গলে জুড়িয়া, উহাদিগকে দিয়া ক্ষেত চষিয়া লইব!—বল ত দোস্ত, উহাদিগকে কি দামে বিক্রয় করিবে?"

এই বৃদ্ধ মুরের নাম আবদুল।—খৃষ্টানের প্রতি তাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ অসাধারণ!

কাজী বলিল, "হাজার টাকা পাইলেই এই কুলি দুটোকে আমি বিক্রয় করিতে পারি।"

আবদুল দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "শোন! একবার মিঞার কথা শোন। দুটো কেরেস্তান গোলামের দাম হাজার টাকা! মিঞা, এ কি তোমার হাতী, না আরবী ঘোড়া—যে এক জোড়ার দাম একদম্

হাজার টাকা হাঁকিয়া বসিলে ? দেখ, ও-সব দোকানদারী এখন রাখ। আমি এই মানুষ দুটোর দাম পাঁচ শ টাকা দিতে পারি ; কেবল উহাদের জব্দ করিব বলিয়াই এত দাম দিয়া কিনিতে চাহিতেছি !"

অনেক বাক্যব্যয়ের পর কাজী তিন শত টাকা নামিল, আব্দুলও দুই শত টাকা উঠিল। সাত শত টাকা দিয়া আব্দুল মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে ক্রয় করিল।—কাজী স্পেন্‌দেশীয় ময়লা ব্যাঙ্ক নোটে সাত শত টাকা গণিয়া লইয়া অনুচর সহ গৃহে প্রস্থান করিল।—আব্দুল মিঃ ব্লেক ও স্মিথের গল-রজ্জু ধরিয়া হুঙ্কার দিল, "আলি,—হাসেন !"

আলি ও হাসেন আব্দুলের হাব্‌সী ভৃত্য ; অসুরের মত চেহারা, আর পাকশালার ঝুলের মত তাহাদের রঙ্গ !—তাহারা হাটের অন্য দিকে তামাসা দেখিতেছিল, প্রভুর আহ্বানে তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইল।

আব্দুল বলিল, "এই কুলি দুটোকে কিনিলাম। উহাদিগকে লইয়া বাসায় চল ; রাত্রেই আমরা বাড়ী যাইব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:০:—

শনিবার প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর বিচ্ছু ও বখ্‌তিয়ার উষ্ট্রারোহণে টিটুয়ানে যাত্রা করিল।—বিচ্ছুর তখনও ইংরাজ পরিব্রাজকের ছদ্মবেশ ছিল।

যথাসময়ে টিটুয়ানের এক সরাইএ উপস্থিত হইয়া বখ্‌তিয়ার বিচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই স্ত্রীলোক দু'টির সন্ধানে কোথায় কোথায় যাইবে?"

বিচ্ছু বলিল, "প্রথমে বৃটীশ কন্সলের আফিসে যাইব। মিসেস্ স্মিথ ও তাহার সঙ্গিনী উভয়েই ইংরাজ মহিলা; সুতরাং তাহারা কোথায় আছে, বৃটীশ কন্সল তাহা নিশ্চয়ই জানে।"

বখ্‌তিয়ার জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার বৃটীশ কন্সলের সহিত তোমার পরিচয় আছে?"

বিচ্ছু বলিল, "না। পরিচয় না থাকিলে ক্ষতি কি?—আমি ইংরাজ, সে-ও ইংরাজ; পরিচয় হইতে বিলম্ব হইবে না। আপাততঃ তুমি এখানেই থাক; আমি সন্ধান জানিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিব।"

নগরের বাহিরে বৃটীশ কন্সলের বাসগৃহ। এই কন্সলটির নাম মিঃ ক্রুষ্টার; তাঁহার বয়স অল্প, অবিবাহিত যুবক।—কন্সল ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় বিচ্ছু তাঁহার অট্টালিকার বহির্দ্বারে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল।

বিচ্ছু টুপি খুলিয়া মিঃ ক্রুষ্টারকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "আমার অশিষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন,—আপনি কি এখানকার বৃটীশ কন্সল?"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "হাঁ, আমিই বৃটীশ কন্সল।—আমার নিকট আপনার কি কোনও আবশ্যক আছে?"

বিচ্ছু বলিল, "আমার নাম মেরিডিথ্,—মিঃ সেপ্টিমস্ মেরিডিথ্। আমি আমার কোনও মৃত বন্ধুর অনাথা কন্যার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। সংবাদ পাইয়াছি, গত মঙ্গলবারে সেই বালিকা ট্যাঞ্জিয়ার ত্যাগ করিয়া টিটুয়ানে আসিয়াছে। আপনি কি বলিতে পারেন—এখানে আসিয়া সে কোথায় বাসা লইয়াছে?"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "মেয়েটির নাম কি বলুন দেখি?"

বিচ্ছু বলিল, "ইথেল আরভিং।—তাহার পিতা ডিক্ আরভিং আমার পরম বন্ধু ছিল; আজ পনের বৎসর তাহাকে হারাইয়াছি!" (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

ক্রুষ্টার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ স্মিথের সঙ্গিনী কি?"

বিচ্ছু ব্যগ্র ভাবে বলিল, "হাঁ, সে এখন মিসেস্ স্মিথেরই চাকরী করিতেছে বটে!—তাঁহারা কোথায় আছেন, মহাশয়?"

ক্রুষ্টার সোৎসাহে বলিলেন, "আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন; আপনার আগমনে আমি যে কত দূর আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব?—চলুন, আমার বাসায় চলুন।"

মিঃ ক্রুষ্টারের কথা শুনিয়া বিচ্ছুর কৌতূহল প্রবল হইল। সে সোৎসাহে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

মিঃ ক্রুষ্টার তাঁহার পাঠ-কক্ষে উপবেশন করিয়া বিচ্ছুকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। বিচ্ছু উপবেশন করিলে, মিঃ ক্রুষ্টার তাহাকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে বোধ হয় মিসেস্ স্মিথের পরিচয় ছিল?"

বিচ্ছু বলিল, "না; তাঁহার নাম অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাই নাই।"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "কিন্তু তিনি যে জর্ম্মানের কন্যা, ইংরাজের

সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—এ সংবাদ বোধ হয় আপনার জানা আছে?—তিনি এখানকার জর্ম্মান ভাইস্ কন্সল হের স্নিডারের (Herr Schneider) ভগিনী ছিলেন।"

বিচ্ছু বলিল, "না, এ কথাও আমি জানিতাম না; কিন্তু আপনি 'ছিলেন' বলিলেন কেন?—তবে কি তিনি জীবিত নাই?"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "না; গত বৃহস্পতিবার রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

এ সংবাদে বিচ্ছু আকাশ হইতে পড়িল; তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। তাহার মনে হইল, দৈব তাহার অনুকূল; কারণ, মিসেস্ স্মিথ জীবিত থাকিলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ইথেলকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে তেমন সহজ হইত না।

বিচ্ছু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে যেন কতই ব্যথিত হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল, "ওঃ,—আপনার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম! গত মঙ্গলবারে ট্যাঞ্জিয়ার হইতে যাত্রা করিবার সময় তিনি ত বেশ সুস্থ ছিলেন; হঠাৎ কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইল?"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "কোনও রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, একটি আকস্মিক দুর্ঘটনাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ভ্রাতা এখানকার জর্ম্মান ভাইস্ কন্সল। মিসেস্ স্মিথ তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য এখানে আসিতেছিলেন; বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে হের স্নিডার ভগিনীর অভ্যর্থনার জন্য এখান হইতে মাইল-দুই অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিসেস্ স্মিথ ভ্রাতার সহিত আলাপ করিতে করিতে উষ্ট্রারোহণে নগরের দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উটটি হঠাৎ একটা গর্ত্তে পড়িয়া যায়; মিসেস্ স্মিথ তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হন, এবং আঘাত-বেগে তাঁহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায়!

তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় তুলিয়া বাসায় লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু তাঁহার আর জ্ঞান হইল না; বৃহস্পতিবার রাত্রে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।—মিস্ আরভিং এই বিদেশে একাকিনী আছেন, তাঁহার কি গতি হইবে ভাবিয়া আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম; আপনি আসিয়াছেন, এখন তাঁহার একটা উপায় হইবে। হের স্নিডার অবিবাহিত যুবক; তাঁহার গৃহে এই সুন্দরী যুবতীকে রাখিলে নানা জনে নানা কথা বলিতে পারে। মিস্ আমার স্বদেশবাসিনী বলিয়া তিনি তাঁহার ভার আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু আমিও অবিবাহিত, আমার বাসায় অন্য কোনও স্ত্রীলোক নাই; আমিই বা কি করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করি? আর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডে পৌঁছাইয়া দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়াছিলাম; এবং এ সম্বন্ধে স্নিডারের সহিত আর এক বার পরামর্শ করিবার জন্যই তাঁহার বাসায় যাইতেছিলাম; ইতিমধ্যে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ।”

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, “এখন বোধ হয় আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। আমি মিস্ আরভিংকে এখান হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; আশা করি, আমার সহিত যাইতে তাঁহারও আপত্তি হইবে না।”

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, “আমারও বিশ্বাস তাঁহার আপত্তি হইবে না; আপনি বলিতেছিলেন না—আপনি তাঁহার আত্মীয়?”

বিচ্ছু বলিল, “না, আত্মীয়—ঠিক এ কথা বলি নাই; তবে মিস্ আরভিং আমার পরম বন্ধুর কন্যা বটে। কিন্তু তাহার বয়স যখন তিন চারি বৎসর মাত্র, সেই সময় হইতেই তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই; সুতরাং আমি এত দিন পরে তাহাকে দেখিলে হয় ত চিনিতেও পারি,

কিন্তু সে বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিবে না। এমন কি, জ্ঞান হইবার পর সে কখনও আমার নামও শুনিয়াছে কি না সন্দেহ।"

কিছু মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "কথাটা বোধ হয় আপনার আশ্চর্য্য মনে হইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। সেফীল্ডে ইথেলের পিতার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়; আমরা তখন উভয়ে এক কারখানায় কাজ করিতাম। সে সময় আরভিংএর স্ত্রী জীবিত ছিলেন না, ইথেল তখন নিতান্ত শিশু; আমিও তখন বিবাহ করি নাই। তাহার অল্প দিন পরে কার্য্যোপলক্ষে আমাকে কানাডায় যাইতে হয়;—সে আজ ষোল বৎসরের কথা!"

"যখন কানাডা যাত্রা করি, তখন আমি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম। কিন্তু সেই দূর দেশে অক্লান্ত পরিশ্রমে আমি আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছি; যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি। স্বদেশ ফিরিয়াই আমি সেফীল্ডে যাই; সেখানে যাহা শুনিলাম, তাহাতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না! শুনিলাম, আমার প্রিয়বন্ধু অর্থকষ্টে অচিকিৎসায় যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন; তাঁহার কন্যা ইথেল কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে চাকরী করিতেছে!—আমি বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু আমার কোনও সন্তানাদি হয় নাই; কিছু দিন হইতে আমার স্ত্রী ও আমি মনে করিতেছিলাম, ইথেলকেই আমাদের কন্যারূপে প্রতিপালিত করিব, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তাহাকেই দান করিয়া যাইব; অগতির একটা গতি হইবে।

"ইথেলের সন্ধানে আমি কোথায় না ঘুরিয়াছি?—শেষে জানিতে পারিলাম, সে মিসেস্ স্মিথের সঙ্গে জিব্রল্টারে গিয়াছে; আমি এই সংবাদ পাইয়াই আমার স্ত্রীকে প্যারিসে রাখিয়া জিব্রল্টারে উপস্থিত হইলাম।—সেখানে শুনিলাম, তাঁহারা ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিয়াছেন।

গত বুধবার আমি ট্যাঞ্জিয়ারে আসি ; সেখানে সংবাদ পাইলাম, মিসেস্ স্মিথ ইথেলকে লইয়া টিটুয়ানে আসিয়াছেন।—আমি আর বিলম্ব না করিয়া টিটুয়ানে আসিলাম ;—তাহার পর সৌভাগ্যক্রমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ !"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "আপনার কাহিনী উপন্যাসের মত অদ্ভুত ! যাহা হউক, আপনি ঠিক সময়েই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মিস্ আরভিংকে লইয়া আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি ; এ সময় আপনি যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই আসিয়াছেন, মনে হইতেছে !—মিস্ আরভিংএর সহিত সাক্ষাতের জন্য বোধ হয় আপনি বড়ই উৎসুক হইয়াছেন ?"

বিচ্ছু বলিল, "সে কথা কি আর বলিতে হয় ?—ইথেল এখন কোথায় আছে ?"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "তিনি এখনও ভাইস্ কন্সলের গৃহেই আছেন ; আপনি আমার সহিত চলুন, দেখা হইবে।"

জর্ম্মান ভাইস্ কন্সলের গৃহ কয়েক শত গজ দূরে অবস্থিত ; হের স্নিডার তখন তাঁহার আফিসে বসিয়া কাগজ পত্র পাঠ করিতেছিলেন।

মিঃ ক্রুষ্টার ভাইস্ কন্সলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সোৎসাহে বলিলেন, "হের স্নিডার, আপনার সহিত এই আগন্তুক ভদ্রলোকটির পরিচয় করিয়া দিই। ইনি মিঃ মেরিডিথ, আপনার ভগিনীর সঙ্গিনী মিস্ আরভিংকে ইনি স্বদেশে লইয়া যাইবেন বলিয়া আসিয়াছেন।"

হের স্নিডার বিচ্ছুর সহিত কর-কম্পন করিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "বড়ই খুসী হইলাম, মিঃ মেরিডিথ ! আপনি কি মিস্ আরভিংএর কোনও আত্মীয় ?"

বিচ্ছু মিঃ ক্রুষ্টারের নিকট যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, হের স্নিডারের সম্মুখে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিল।

ভাইস্ কন্সল তাহার কোনও কথা অবিশ্বাস করিলেন না। সে এমন নিপুণ ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিল যে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না।

অন্যান্য কথার পর স্নিডার বিচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মিস্ আরভিংকে ট্যাঞ্জিয়ার ও জিব্রল্টারের পথে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবেন? —না, মালাগা, মাদ্রিদ্ ও প্যারিস্ ঘুরিয়া সমুদ্র-পথে স্বদেশে যাইবেন?"

বিচ্ছু বলিল, "আমি জাহাজে যাইবারই পক্ষপাতী; আমার সঙ্গে অধিক লাট-বহর নাই, একটি পোর্টম্যাণ্টো মাত্র সঙ্গে আনিয়াছি। উটে চড়িয়া দীর্ঘ পথ ভ্রমণে সর্ব্ব শরীরে বেদনা হইয়াছে; অভ্যাস নাই ত! যাহা হউক, মিস্ আরভিংএর জিনিস-পত্র কোথায়? এখানে আনিয়াছেন, না ট্যাঞ্জিয়ারে রাখিয়া আসিয়াছেন?"

স্নিডার বলিলেন, "আমার ভগিনীর অধিকাংশ জিনিসই ট্যাঞ্জিয়ারে আছে। মিস্ আরভিংএর জিনিসের মধ্যে দুইটি ছোট পোর্টম্যাণ্টো মাত্র, তাহা তিনি এখানেই লইয়া আসিয়াছেন।—আপনি কি এখনই মিস্ আরভিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?"

বিচ্ছু সম্মতিসূচক মাথা নোয়াইল; তখন ভাইস্ কন্সল বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন দেশীয় ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্নিডার তাহাকে বলিলেন, "মিস্ আরভিংকে এখানে আসিতে বল।"

মিনিট-দুই পরে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-সমাবৃত মিস্ আরভিং সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী, কিন্তু তাঁহার মুখখানি অত্যন্ত বিষন্ন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিচ্ছু উচ্ছ্বাস ভরে বলিল, "ইথেল! ওঃ, তোমার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কিন্তু এত কাল পরে এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তোমার চক্ষু দু'টি দেখিয়াই তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি।—তুমি

যে ভাবে আমার দিকে চাহিতেছ, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই ; তা, না পারিবারই কথা বটে ! সেফীল্ডের আর্ল স্ট্রীটে মিসেস্ ওয়াট্‌সনের ক্ষুদ্র গৃহে কত দিন তোমাকে কোলে লইয়া আদর করিয়াছি। তখন তুমি নিতান্ত শিশু ; তখন তোমার পিতা—আমার প্রিয় বন্ধু ডিক্ জীবিত ছিলেন।—তাহার পর আমি এই পনের বৎসর কানাডায় ছিলাম।”

ইথেল অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিচ্ছুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি আমার বাবাকে চিনিতেন ?”

বিচ্ছু আবেগ ভরে বলিল, “তোমার পিতাকে চিনিতাম না ? তাঁহার মত প্রিয় বন্ধু আমার আর কে ছিল ? তোমার গলার ঐ লকেটে তাঁহারই ফটো দেখিতেছি না ?”

সত্যই ইথেলের কণ্ঠ-বিলম্বিত সুবর্ণ-সূত্রে যে লকেট ঝুলিতেছিল, তাহাতে একখানি ফটো ছিল ; ফটোখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; দেখিয়া বিচ্ছু অনুমান করিয়াছিল, উহা তাঁহার পিতারই প্রতিকৃতি।

বিচ্ছু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে সেই ফটোখানির দিকে চাহিয়া ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া বলিল, “হাঁ, ইহা ত তোমার পিতারই ফটো !—অনেক দিনের ফটো।”

ইথেল বলিলেন, “হাঁ, বাবার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই ফটো লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আপনি—আপনি কি—”

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিচ্ছু বলিল, “আমি কে, এ কথা জানিবার জন্ম স্বভাবতঃই তোমার আগ্রহ হইতে পারে। আমি তোমার পিতার প্রিয় বন্ধু তাহা বলিয়াছি ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমার নামটি জানিতে পার নাই, আমার নাম সেপ্টিমস্ মেরিডিথ।”—অনন্তর সে তৃতীয় বার তাহার মিথ্যা কাহিনী আবৃত্তি করিল।

আত্ম-কাহিনী বিবৃত করিয়া বিচ্ছু ইথেলকে বলিল, "আমি কে, কেনই বা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহা শুনিলে ত! আমি এখন তোমাকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডে যাইব; আমার স্ত্রী প্যারিসে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে প্যারিস হইতে লইয়া যাইব। আমার পুত্র কন্যা নাই, তুমিই আমার কন্যা হইবে; আমাদের অবর্ত্তমানে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমারই হইবে।—তুমি আমার সহিত ইংলণ্ডে গিয়া আমার বাড়ীতে বাস করিতে সম্মত কি না বল।"

বলা বাহুল্য, গৃহহীনা অনাথা ইথেল এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন; কূটবুদ্ধি বৃটীশ ও জর্ম্মান কন্সলেরাই যখন বিচ্ছুর কপটতা বুঝিতে পারেন নাই, তখন এই সংসার-জ্ঞান-হীনা সরলা বিপন্না যুবতী যে সহজেই প্রতারিত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। মিঃ মেরিডিথের আকস্মিক আবির্ভাব তিনি দৈবানুগ্রহ মনে করিলেন। ভগবান অগতির গতি করিলেন, ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল।—আর স্কন্ধদেশ হইতে এমন একটি দুর্ব্বহ ভার অপসৃত হইল, দেখিয়া মিঃ ক্রুষ্টার ও হের স্নিডার এতই আনন্দ-বিহ্বল হইলেন যে, মিঃ মেরিডিথের লণ্ডনের ঠিকানাটি পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাদের ভুল হইয়া গেল!

বিচ্ছুরও আনন্দের সীমা রহিল না; এত সহজে তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে—ইহা সে স্বপ্নেও মনে করে নাই। সেই দিন বেলা দুইটার সময় একখানি স্পেনীয় ষ্টীমার টিটুয়ানের বন্দরে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে বিচ্ছু সরাইয়ে বখ্‌তিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করিল; এবং সেখানে তাহার যে সকল জিনিস-পত্র ছিল, তাহা লইয়া ষ্টীমারে উঠিল। ইথেলও যথাসময়ে ষ্টীমারে উপস্থিত হইলেন। বেলা চারিটার সময় ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।—বার ঘণ্টা পরে পর দিন প্রত্যূষে ষ্টীমার মালাগার বন্দরে নঙ্গর করিল।

ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া বিচ্ছু ইথেলকে লইয়া মালাগার রেল-ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বিচ্ছু মাদ্রিদ্-গামী ট্রেণে শিকার সহ প্যারিসে চলিল। যাত্রার পূর্ব্বে সে টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া লণ্ডনে তাহার স্ত্রীর নিকট এক টেলিগ্রাম করিয়াছিল।—তাহার সেই টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই;—"তাহাকে পাইয়াছি। ব্লেকের হাত এড়াইয়াছি। ইথেলকে লইয়া মাদ্রিদ্ ও প্যারিসের পথে ইংলণ্ডে যাইতেছি; বুধবার বৈকালে পৌঁছিব; তুমি মঙ্গলবারে প্যারিসে আসিয়া 'রক্‌ফোর্ট হোটেলে' অপেক্ষা করিবে। মিসেস্ মেরিডিথ নামে আত্ম-পরিচয় দিও; প্রৌঢ়ার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিও।—সাক্ষাতে সকল বলিব।—চার্ল্‌স্।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

প্যারিসের পথে উল্লেখ-যোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই।—বুধবার মধ্যাহ্ন কালে বিচ্ছু ইথেল সহ প্যারিসের 'রু-কমার্টিন্' নামক পথে অবস্থিত 'রক্‌ফোর্ট হোটেলে' উপস্থিত হইল।

বিচ্ছু হোটেলে প্রবেশ করিয়া একজন ভৃত্যকে বলিল, "আমার নাম মেরিডিথ। আমার স্ত্রী এই হোটেলে আছেন; তাঁহাকে সংবাদ দাও—আমি আসিয়াছি।"

ভৃত্য ডেস্কের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মিঃ মেরিডিথের হস্তে প্রদান করিল; পত্রের উপর মেরিডিথের নাম ছিল।—পত্রখানি দিয়া ভৃত্য বলিল, "মিসেস্ মেরিডিথ অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছেন; এই পত্রখানি দিয়া বলিয়া গিয়াছেন, যদি তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হয়, আর তৎপূর্ব্বেই আপনারা আসিয়া পড়েন; তাহা হইলে এই পত্রখানি আপনাকে দিতে হইবে।"

বিচ্ছুর মনে হইল, পত্রে কোন দুঃসংবাদ আছে।—সে ব্যগ্র ভাবে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল; দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, ভ্রূ-কুঞ্চিত হইল, এবং ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল।

পত্রে লেখা ছিল,—"আমি ৩২ নং ঘরে আছি। সংবাদ বড়ই মন্দ!—মেয়েটাকে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কুঠুরীতে পাঠাইয়া দিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।—জুডিথ্।"

দুঃসংবাদটা কি জানিবার জন্য সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল; তাহার

মনে নানা দুশ্চিন্তার উদয় হইল।—কিন্তু সে তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া ইথেলকে বলিল, "আমার স্ত্রী লিখিয়াছেন, তাঁহার একটি বাল্যসখী মার্সেলিস্ যাইতেছেন; তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে তিনি ষ্টেসনে চলিলেন, শীঘ্রই ফিরিবেন।"

তাহার পর সে ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "পোর্টার, আমাদের ঘরের নম্বর কত?"

ভৃত্য বলিল, "৩২ নম্বর।"

বিচ্ছু বলিল, "আমাদের এই মেয়েটীর জন্য কি আমার স্ত্রী কোনও কুঠুরী ভাড়া করিয়াছেন?"

ভৃত্য বলিল, "৭৫ নম্বরের ঘর।"

বিচ্ছু বলিল, "ইঁহাকে সেই ঘরে লইয়া যাও; আমি আমাদের ঘরে গিয়া আমার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করিব।"

ভৃত্যের সঙ্গে ইথেলকে তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া, বিচ্ছু অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে দ্বিতলে ৩২ নং কক্ষে প্রবেশ করিল। বিচ্ছুর স্ত্রী জুডিথ্ হোটেলের একটা জানালা দিয়া লুকাইয়া ইথেলকে দেখিতেছিল।

স্বামীকে দেখিবামাত্র জুডিথ্ বলিল, "আসিয়াছ?—আমি তোমার জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।—মেয়েটা ত খুব সুন্দরী!"

বিচ্ছু বলিল, "হাঁ, সুন্দরী বটে; ইহার মধ্যেই দেখিয়া ফেলিয়াছ? সে কথা যাক্; খবরটা কি বল দেখি।"

জুডিথ্ বলিল, "সকল আশায় ছাই পড়িয়াছে! ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট মরিয়া গিয়াছে।"

বিচ্ছু ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে কোনও রকমে আত্মসংবরণ করিয়া দাঁড়াইল; সে বিহ্বল ভাবে বলিল, "এ্যাঁ, তুমি এ কি বলিতেছ! সকল কথা খুলিয়া বল।—ব্যাপার কি?"

জুডিথ্ বলিল, "ব্যাপার আর কি? হঠাৎ বেচারার জ্বর, সঙ্গে সঙ্গেই নিউমোনিয়া; আর তিন দিনের মধ্যে সব ফরসা!—রিভার্সডেলে তার মামার বাড়ীতেই মরিয়াছে।"

বিচ্ছুর সুখের স্বপ্ন ছুটিয়া গেল!—সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, ইথেলকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া তাহার গোপনীয় আড্ডায় বন্দী করিয়া রাখিবে; তাহার পর ষ্টিফেনকে ভয় দেখাইয়া, মধ্যে মধ্যে হাজার দু'হাজার টাকা আদায় করিবে।—এখন আর সে কাহার নিকট টাকা আদায় করিবে?

জুডিথ্ তাহাকে নীরবে হতাশ ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া সহানুভূতি ভরে কোমল স্বরে বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয়; এমন ক্ষতিও মানুষের হয়? ঈশ্বরের বিচার নাই!—কিন্তু তুমি নিরাশ হইও না; আমি একটা ফন্দী স্থির না করিয়াই কি চুপ করিয়া বসিয়া আছি?"

বিচ্ছু ইহাতে আশ্বস্ত না হইয়া বলিল, "ফন্দীটা শুনি! আমি যে তা' না বুঝিয়াছি, এমন নয়। তোমার পরামর্শ,—আমি মেয়েটাকে লইয়া অবিলম্বে রিভার্সডেলে তাহার দাদার কাছে যাই; বুড়াকে বলি, 'ব্লেক মুরের দেশে গিয়া খুন হইয়াছে। আমি তাহার বন্ধু, বহু কষ্টে তোমার পৌত্রীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি; আমার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার দাও।'—মনে করিয়াছ, যা কিছু হাতে আসে, ছাড়া যায় কেন?—তোমার বুদ্ধি আছে অস্বীকার করি না; কিন্তু বুড়া যদি আমাকে বড় জোর হাজার-খানেক টাকা দেয় ত আমার বাপের ভাগ্য! হায়, ষ্টিফেন বাঁচিয়া থাকিলে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করিতে পারিতাম।"

জুডিথ্ হাসিয়া বলিল, "বলিহারি তোমার বুদ্ধি! তুমি আমার ফন্দী ত ভারি বুঝিয়াছ!"

বিচ্ছু বলিল, "তবে আর কি ফন্দী? কথাটা খুলিয়াই বল।"

জুডিথ্ বলিল, "সে কথা পরে বলিব। আগে বল, তুমি কি উপায়ে মেয়েটাকে হাত করিলে? জিব্রল্টার হইতে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলে, তাহার পর আমাকে আর কোনও কথা জানাও নাই।—ব্লেকের হাত কিরূপে এড়াইলে?"

বিচ্ছু তাহার স্ত্রীকে সকল কথা বলিল।

স্বামীর বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া জুডিথ্ বলিল, "ব্লেককে মুরেরা বিক্রয় করিয়াছে কি না তাহা ত তুমি ঠিক জান না?"

বিচ্ছু বলিল, "বিক্রয় করিতে দেখি নাই বটে; কিন্তু কাজী আমাকে বলিয়াছে—বারাণীর দাস-হাটে তাহাকে নিশ্চয়ই বিক্রয় করিবে। আর লোকটা যে রকম অর্থলোলুপ, তাহাতে সে যে তাহার কথামত কাজ করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

জুডিথ্ বলিল, "ব্লেককে আমিও না চিনি এমন নয়; সে যে তাহার মনিবের বাড়ী হইতে কোনও কৌশলে চম্পট দেয় নাই, ইহা কে বলিবে?"

বিচ্ছু বলিল, "হাঁ,—সে দেশ তোমার ইংলণ্ড কি না; যেন ইচ্ছা করিলেই চম্পট দেওয়া যায়!—সে বড় কঠিন স্থান।"

জুডিথ্ বলিল, "এ ত তোমার অনুমান মাত্র?"

বিচ্ছু হতাশ ভাবে বলিল, "কিছুতে তোমার গোঁ ছাড়িবে না! আচ্ছা, যদি সে পলাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতি কি?"

জুডিথ্ বলিল, "ক্ষতি আছে বৈ কি! তবে যদি সে বা তাহার অনুচর দশ পনের দিনের মধ্যে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে না পারে, তাহা হইলেও আমি কতকটা কাজ গুছাইয়া লইতে পারিব।"

বিচ্ছু বলিল, "কি মৎলব আঁটিয়াছ তা বল; কেবল বাজে কতকগুলা কথা খরচ করিয়া লাভ কি?"

জুডিথ্ বলিল, "বাজে কথা একটাও বলি নাই। আমার মৎলব কি, শুনিবে ?—আমি ইথেলের ছদ্মবেশে বুড়া মাছিটাকে মাকড়সার মত শোষণ করিব। আমি কি উনিশ বৎসরের যুবতী সাজিতে পারিব না ?—না, আজও এত বুড়ী হই নাই। তুমি আমাকে রিভার্সডেলে আরভিংএর কাছে লইয়া গিয়া ইথেল বলিয়া পরিচিত করিবে। বুড়া তাহার নাতিনীকে কখনও দেখে নাই, তোমার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিবে না।"

বিচ্ছু গম্ভীর ভাবে বলিল, "বুঝিলাম ; তোমার অদ্ভুত সাহস! কিন্তু মেয়েটাকে লইয়া কি করিব ?"

জুডিথ্ বলিল, "তাহাকে লণ্ডনে বন্দী করিয়া রাখিবে।—পূর্ব্বেও ত ইহাই তোমার সঙ্কল্প ছিল।"

বিচ্ছু বলিল, "তোমাকে ত ইথেল বলিয়া পরিচিত করিব ; আমি বুড়ার কাছে কি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব ? আমি কি বলিব—'আমি তোমার নাতিনীর প্রণয়ী ; একটা মোটা মাসহারা দিয়া আমাকে ঘর-জামাই করিয়া রাখ ?'—আর আমি তোমাকে অর্থাৎ ইথেলকে কোথায় পাইলাম, বুড়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি উত্তর দিব ?"

জুডিথ্ বলিল, "বুড়ার নাতি-জামাই হইবার সখ হইয়াছে! সুবিধা পাও, হইও ; তাহাতে আমার আপত্তি নাই।—তুমি ফরাসী ভদ্রলোক সাজিয়া বুড়ার কাছে যাইও ; তাহাকে বলিও, তুমি মিঃ ব্লেকের প্যারিসস্থ এজেন্ট ! তিনি টিটুয়ানে ইথেলকে পাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছিলেন ; হঠাৎ ফরাসী গবর্মেণ্টের একটা জরুরী কাজে প্যারিসে আটকাইয়া গিয়াছেন, এবং ইথেলকে তোমার সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।"

জুডিথ্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "এক কাজ করিলে আরও ভাল হয় ; তুমি বুড়াকে ব্লেকের নাম দিয়া একখান টেলিগ্রাম কর। টেলিগ্রামে লেখ,—'আমাকে কার্য্যানুরোধে আপাততঃ প্যারিসে থাকিতে হইল ;—

আমার এজেন্টের সঙ্গে আপনার পৌত্রী মিস্ ইথেল আরভিংকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি।"

বিচ্ছু বলিল, "তারপর যদি আমাদের এই জালিয়াতি ধরা না পড়ে, আর বুড়া তোমাকে তাহার নাতিনী বলিয়া গ্রহণ করে,—তখন?"

জুডিথ্ বলিল, "তখন যাহা করিতে হইবে, সে ভার আমার উপর। —আমি দুই দিনের মধ্যেই বুড়াকে এমন বশ করিয়া লইব যে, সে আমার হুকুমে উঠিবে—হুকুমে বসিবে! তখন মোটা দাঁও মারা একটুও কঠিন হইবে না। বুড়াকে দিয়া ব্যাঙ্কে আমার নামে বহুৎ টাকা জমা রাখাইব।—প্রথমেই হাজার-দশেক টাকার এক চেক্ আদায় করিব;— আর মোটর গাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া এক ঝুড়ি জহরতের অলঙ্কার এ ত আদায় করিয়া বসিয়াছি বলিলেও চলে!—সহজে বড় মানুষ হইবার এমন সুযোগ কি আর কখনও ঘটিবে?"

বিচ্ছু প্রশংসমান চক্ষে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার বুদ্ধির তুলনায় নিজেকে সে নিতান্ত নির্বোধ মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।—আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল, "ধন্য আমি, যাহার এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী! এ ফন্দী কখনও আমার মাথায় আসিত না।—কিন্তু কাজটা সহজ হইবে কি?"

জুডিথ্ বলিল, "কঠিনই বা কি? তবে তোমার মত নিরেটের কাছে সোজা কাজও কঠিন হয়! যাহা হউক, তোমার আতঙ্কের কোন কারণ নাই; আর তুমি ত জান, ঝুঁকি ঘাড়ে না লইলে কখনও কোনও কাজে লাভ হয় না। যদি মিসেস্ স্মিথ জীবিত থাকিত, তাহা হইলেও কিছু ভয়ের কথা ছিল; কারণ, সে হয় ত কোন দিন ইথেলকে দেখিতে রিভার্স ডেলে যাইতেও পারিত; কিন্তু সে আশঙ্কা আর নাই। বিশেষতঃ, ইংরাজ কন্সল বা জর্ম্মান কন্সল রিভার্সডেলের জমীদারের সহিত মিস্

আরভিংএর কোনও সম্বন্ধের কথা জ্ঞাত নহে ; এ অবস্থায় তোমার ভয় কি ?—আমি স্বীকার করি, সেফীল্ডের কোন কোন লোক ইথেলকে চেনে ; তাহারা আমাকে দেখিলে বলিবে, আমি জাল ইথেল! কিন্তু তাহারা সামান্য শ্রমজীবী মাত্র ; তাহারা যে কখন রিভার্সডেলে গিয়া আমাকে সনাক্ত করিবে,—এ সম্ভাবনা আদৌ নাই। প্রকৃতপক্ষে রবার্ট ব্লেক ও তাহার কারপরদাজ স্মিথ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করিবার কারণ দেখি না, কিন্তু তাহাদের দু'জনে শীঘ্র ইংলণ্ডে ফিরিবে কি না সন্দেহ ; সুতরাং আমরা এক রকম নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

বিচ্ছু সোৎসাহে বলিল, "না, তাহাদের আর দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই ; সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

জুডিথ্ বলিল, "তাহা হইলে তুমি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ ?"

বিচ্ছু বলিল, "নিশ্চয়ই ; এমন লাভের উপায়টা কি ছাড়িয়া দিব ?"

জুডিথ্ বলিল, "তাহা হইলে সর্ব্ব-প্রথমে তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে। তুমি বলিয়াছ মিস্ আরভিংএর গলায় তাহার পিতার ফটোযুক্ত একটা লকেট আছে ; সেই লকেট, আর তাহার পিতার চিঠিপত্রাদি যাহা কিছু তাহার কাছে আছে, সেগুলি হস্তগত করিতে হইবে। সেগুলি সঙ্গে থাকিলে আমিই সে ইথেল, ইহা বুড়ার কাছে প্রতিপন্ন করা সহজ হইবে।"

বিচ্ছু বলিল, "সে সব আমি ঠিক করিয়া দিব। এখন তুমি বুড়ার নাতিনী সাজিয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিলে হয়!—এখানে আর বিলম্ব করা হইবে না ; আজই লণ্ডনে যাত্রা করিয়া যাহাতে এই রাত্রেই সেখানে পৌছিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।—কাল উপযুক্ত ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া বেলা দশটার সময় কিংস-ক্রশ ষ্টেশন হইতে আমরা রিভার্স-ডেলে যাত্রা করিব।"

জুডিথ্ বলিল, "উত্তম ; এখন চল, ইথেলের কাছে যাই। আমাকে তাহার নিকট রাখিয়া তুমি বুড়ার কাছে টেলিগ্রামটা পাঠাইতে যাও।"

উভয়ে ৭৫ নং কক্ষের সম্মুখে আসিলে, বিচ্ছু রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল ; ইথেল ভিতর হইতে কোমল স্বরে বলিলেন, "ভিতরে আসুন।"

বিচ্ছু জুডিথ্‌কে সঙ্গে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বলিল, "ইনিই আমার স্ত্রী।—ইনি ষ্টেশন হইতে এইমাত্র আসিতেছেন ; তোমাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন !"

জুডিথ্ ইথেলকে নিবিড় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া সস্নেহে তাহার উভয় গণ্ডে চুম্বন করিল ; তাহার পর যে সকল প্রাণের কথা বলিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া সরলা ইথেল মনে করিলেন, "ভগবান এত দিন পরে অগতির গতি করিলেন !"

ইথেলের সহিত কথা শেষ হইলে জুডিথ্ বিচ্ছুকে বলিল, "তুমি আর বিলম্ব করিও না, যদি চারিটার ট্রেণেই আমাদের লণ্ডনে যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ষ্টেসনে চল ; বেলা শেষ হইয়া আসিল যে ! তুমি গাড়ী ডাক ; আমি সেই অবসরে আমার মাকে তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়াইয়া লই। আহা, বাছার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে !"

বিচ্ছু গাড়ী ডাকিতে গিয়া পথ ভুলিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে প্রবেশ করিল ; এবং টেলিগ্রামের একখানি ফর্ম লইয়া রিভার্সডেলে মিঃ আরভিংএর নিকট এইরূপ টেলিগ্রাম করিল ;—

"টিটুয়ানে ইথেলকে পাইয়াছি।—তাহাকে লইয়া প্যারিসের পথে ইংলণ্ডে যাইতেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, আপনাকে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়াই হঠাৎ রিভার্সডেলে উপস্থিত হইব।—কিন্তু ফরাসী গবর্মেণ্ট আমাকে একটা জরুরী তদন্তের ভার দিলেন ; অনুরোধ রক্ষা না করিয়া ত উপায় নাই। ইথেলকে আমার প্যারিসস্থ এজেণ্ট মসিয়ে বুলেঞ্জার সঙ্গে আপনার নিকট

পাঠাইতেছি ; আজ অপরাহ্ণের ট্রেণে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছে।—আপনার ভাগিনেয়ের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে আপনাকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।—রবার্ট ব্লেক।"

অপরাহ্ণ চারিটার ট্রেণে ইথেল ও জুডিথ্‌কে সঙ্গে লইয়া বিচ্ছু বলোন্‌ যাত্রা করিল। সেই দিনই তাহারা যখন লণ্ডনে উপস্থিত হইল,—তখন রাত্রি পৌনে এগারটা।

নবম পরিচ্ছেদ

—o—

লণ্ডনের গ্রেপ্ লেনে বিচ্ছু 'গেব্রিয়েল নর্থ' এই ছদ্মনামে একটা 'গোয়েন্দার আফিস' খুলিয়া ছিল,—সে কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে।

কিন্তু এই বাড়ীতে সে সর্ব্বদা বাস করিত না; স্বামী-স্ত্রীতে 'ল্যাম্বেথ্ টেরেস্' নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিত; বাড়ীটি একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলির ভিতর অবস্থিত।—এই বাড়ীর মালিক মিসেস্ কুইজিন্ নাম্নী একটি বিধবা।

বিধবার স্বামী কুইজিন্ চুরী বাট্‌পাড়ি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। একটা বড় রকম চুরীতে ধরা পড়িয়া কুইজিন্ দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে প্রবেশ করে; সেখানেই তাহার মৃত্যু হয়। কুইজিন্ বিচ্ছুর একজন প্রধান সহকারী ও বন্ধু ছিল; উভয়ে অনেক দিন একত্র চুরী ডাকাতি করিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মিসেস্ কুইজিন্ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিল; তাহার খর্ব্ব দেহ বার্দ্ধক্য-ভরে কুব্জাকার ধারণ করিয়াছিল। বিচ্ছু এই বৃদ্ধার গৃহে ইথেলকে বন্দী করিয়া রাখিবার সঙ্কল্পে প্যারিস্ হইতে তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল।—রাত্রি এগারটার সময় বিচ্ছুর গাড়ী 'ল্যাম্বেথ্ টেরেসে' এই বৃদ্ধার গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিলে মিসেস্ কুইজিন্ দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

ইথেল গাড়ী হইতে নামিয়াই ঔৎসুক্যভরে বাড়ীর দিকে চাহিলেন; কিন্তু বাড়ী দেখিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির!—গরুর গোয়াল-ঘরও তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল।—এই বাড়ীতে তাঁহাকে বাস করিতে হইবে?

তাঁহার পিতার ধনাঢ্য বন্ধু মিঃ মেরিডিথের এই বাড়ী ?—সেই সংসার-জ্ঞান-হীনা সরলা যুবতীর মনে তখন পর্য্যন্তও কোন সন্দেহের উদ্রেক না হইলেও, তিনি অত্যন্ত নিরাশ হইলেন; ব্যাপারটি সম্পূর্ণ রহস্যপূর্ণ বলিয়াই তাঁহার প্রতীয়মান হইল।

ইথেল দেখিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পক্ককেশী লোলচর্ম্মা গলিত-দন্তা কদাকার একটা বুড়ী দ্বার-প্রান্তে দণ্ডায়মান আছে!—তাহাকে দেখিয়াই ইথেলের ঘৃণা ও বিরক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ইথেল গাড়ী হইতে নামিলে, বুড়ী কাঁশরের মত খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "এই মেয়েটীরই বুঝি এখানে থাকিবার কথা? সুন্দরি, তোমাকে দেখিয়া ভারি খুসী হইলাম! এস, বাড়ীর মধ্যে এস।"—বুড়ী ইথেলের দিকে তাহার অস্থিচর্ম্ম-সার বিবর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

ইথেল বিরক্তি ভরে তাহার হাতে হাত দিলেন; তাহার পর তাহার সঙ্গে গৃহ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটি ক্ষুদ্র, বাতায়ন-বর্জ্জিত, দুর্গন্ধ-দূষিত;—সেই কক্ষের সজ্জা দেখিয়া ইথেলের মনে হইল,—তিনি নিদ্রাঘোরে কোনও দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন! এমন বাড়ীর ছায়াও তিনি কখন স্পর্শ করিয়াছেন কি না স্মরণ করিতে পারিলেন না।—কোথায় প্যারিসের প্রথম শ্রেণীর হোটেল, কোথায় রেল-গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর সুসজ্জিত সৌখীন কামরা;—আর কোথায় এই ন্যক্কারজনক অন্ধকার-পূর্ণ বীভৎস নরককুণ্ড!

বিচ্ছু ইথেলের ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিয়া মিসেস্ কুইজিন্‌কে বলিল, "সেই বেলা চারিটা হইতে ক্রমাগত রেল-ষ্টীমারে থাকিয়া বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অত্যন্ত ক্ষুধাও হইয়াছে; কিছু খাবারের জোগাড় করিয়াছ কি?"

বৃদ্ধা যৎসামান্য কিছু খাবার আনিয়া দিল; তিনজন দূরের কথা, এক-

জনের পক্ষেও তাহা যথেষ্ট নহে!—চারি দিকের অবস্থা-ব্যবস্থা দেখিয়া ইথেলের ক্ষুধা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল; তিনি যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিয়া শয়ন করিতে চলিলেন।

বিচ্ছু একটা বাতি লইয়া ইথেলকে দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র শয়ন-কক্ষে লইয়া চলিল।—ইথেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিলেন; বাতির আলোকে দেখিলেন, ঘরে যে দুইটি জানালা ছিল, তাহা তক্তা আঁটিয়া বন্ধ করা হইয়াছে!

ইথেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কুঠুরীর জানালা এ ভাবে তক্তা আঁটিয়া বন্ধ করা হইয়াছে কেন?"

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, "ঘরে ঠাণ্ডা আসিতে পারে, এই জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এবার ইথেলের সন্দেহ হইল, হয় ত কোনও দুরভিসন্ধিতে, ইহারা তাঁহাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে! তিনি ভয়ে ও উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বিচ্ছুকে বলিলেন, "আমার পোর্টম্যাণ্টো দুটো নীচে আছে, তাহা লইয়া আসিব।"

বিচ্ছু বলিল, "তোমার পোর্টম্যাণ্টো পরীক্ষা করিয়া আমিই তাহা আনিয়া দিব।"

ইথেল বলিলেন, "আপনি আমার পোর্টম্যাণ্টো পরীক্ষা করিবেন, এ কথার অর্থ কি?"

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, "অর্থ অতি পরিষ্কার!—আমি দেখিব, উহার ভিতর তোমার পিতার কোনও চিঠি-পত্র আছে কি না।"

ইথেল সন্দিগ্ধ চিত্তে সভয়ে বলিলেন, "চিঠি-পত্র আছেই ত; আপনার তাহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যক?"

বিচ্ছু দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমি সেই সকল চিঠি-পত্র চাই; আর তোমার গলায় যে লকেটটি আছে, উহাও আমাকে দিতে হইবে।"

ইথেল সভয়ে লকেটটি মুঠার মধ্যে পুরিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,"না, না, আপনাকে উহা আমি দিতে পারিব না। উহাই আমার পিতার শেষ স্মৃতি-চিহ্ন।—আপনি এ লকেট লইয়া কি করিবেন?"

বিচ্ছু নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সক্রোধে বলিল, "আমার অবাধ্য হইও না; আমি তোমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি।—যদি তুমি স্বেচ্ছায় উহা আমাকে না দাও, আমি কাড়িয়া লইব।"

বিচ্ছু ইথেলকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া হুঙ্কার দিল, "শীঘ্র লকেট দাও!"

ইথেল তথাপি নিরুত্তর।

বিচ্ছু তখন লকেটটি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল।

এবার বিচ্ছুর দুরভিসন্ধিতে ইথেলের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।—তিনি শয্যায় পড়িয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিচ্ছু বলিল, "তোমার এত বাড়াবাড়ি করিবার কারণ কি? কেহ কি তোমাকে খুন করিতেছে?"

ইথেল বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আমাকে এই কদর্য্য স্থানে কেন আনিলেন? আমি আপনার কি ক্ষতি করিয়াছি যে, আপনি আমার প্রতি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন?"

বিচ্ছু বলিল, "নির্দ্দয় ব্যবহার আবার কি করিলাম? আমি তোমার প্রতি অত্যাচার করি—এ ইচ্ছা আমার নাই; যদি আমার আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন কর,—তাহা হইলে তুমি আমার নিকট সদয় ব্যবহারই পাইবে। বিশেষ কোনও কারণে আমি তোমাকে দশ-পনের দিন এখানে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিব।—সত্যই তোমার কোনও ক্ষতি করিব না।"

ইথেল বলিলেন, "কোন্ অপরাধে আমি বন্দী হইলাম!"

বিচ্ছু বলিল, "তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি।"

ইথেল বলিলেন, "আপনি না বলিয়াছিলেন, আপনি আমার পিতার বাল্যবন্ধু; আপনি মস্ত বড় লোক, আপনার ছেলে মেয়ে নাই, আমাকেই আপনার বিষয়-সম্পত্তি দিয়া যাইবেন!—এ সকল মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইয়া আনিবার উদ্দেশ্য কি?"

বিচ্ছু অধীর ভাবে বলিল, "আমার মৎলব তোমাকে বলিব না। তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ, আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার আগাগোড়া সমস্তই মিথ্যা; এক বর্ণও সত্য নহে।—এখন চুপ করিয়া ঘুমাও।"

বিচ্ছু সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিল। ইথেল রুদ্ধদ্বার-কক্ষে একাকী শয্যায় পড়িয়া অশ্রু-প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন। এদিকে, বিচ্ছু ও জুডিথ্ ইথেলের পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া ডিক্ আরভিংএর স্বাক্ষরিত যে সকল কাগজ-পত্র পাইল, তাহা হস্তগত করিল; তাহার পর খুঁজিতে খুঁজিতে ডিকের সহিত ইথেলের মাতার বিবাহের সার্টিফিকেট্ ও ইথেলের জন্মের সার্টিফিকেট্ও দেখিতে পাইল।—বিচ্ছু মহানন্দে তাহাও বাহির করিয়া লইল।

বিচ্ছু তাহার পত্নীকে বলিল, "এই সকল কাগজ-পত্র ও ইথেলের লকেটের সাহায্যে তুমি বুড়া জন আরভিংকে অনায়াসে বুঝাইতে পারিবে তুমিই তাহার নাতিনী ইথেল আরভিং!"

* * * * *

কূটবুদ্ধি তস্কর-রাজ বিচ্ছুর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই।

পর দিন বেলা দশটার সময় বিচ্ছু তাহার পত্নীসহ লণ্ডনের কিংস্-ক্রশ ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে চাপিল।—জুডিথ্ এমন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল

যে, তাহাকে দেখিলে উনিশ-কুড়ি বৎসরের যুবতী মনে হইত!—ইথেলের লকেটটি সে একগাছি কৃষ্ণবর্ণ রেশমী ফিতায় বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়াছিল। —বিচ্ছু ফরাসী যুবকের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়াছিল।

দম্পতি-যুগল ইথেলকে লইয়া সন্ধ্যা সাতটার সময় রিভার্সডেল ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। বিচ্ছু মিঃ আরভিংএর নিকট পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়াছিল। ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বৃদ্ধ জন্ আরভিং ষ্টেসনে আসিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে নাতিনীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বিচ্ছু জুডিথের সহিত ট্রেণ হইতে নামিবা মাত্র, মিঃ আরভিং ব্যগ্র ভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে অগ্রসর হইয়া বিচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি মসিয়ে বুলেজাঁ?"

বিচ্ছু টুপি খুলিয়া বৃদ্ধকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সহাস্যে বলিল, "আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন; আশা করি আপনিই মিঃ জন আরভিং।"

বৃদ্ধ এই প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া সতৃষ্ণ নয়নে জুডিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; যেন সে দিক হইতে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল!—ক্রমে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ জাল ইথেলের সম্মুখে গিয়া গদ-গদ স্বরে বলিলেন, "তুমিই বোধ হয় আমার হতভাগ্য পুত্র ডিকের কন্যা ইথেল!—তোমাকে দেখিয়া আজ আমার হৃদয় শীতল হইল। আমি তোমার ও তোমার পিতার প্রতি বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। এই বুড়ার সেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ তুমি মার্জ্জনা করিবে—এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র;—কিন্তু এখন এ সকল কথা থাক, আমার গাড়ী ষ্টেসনের বাহিরেই আছে; চল, তোমাকে বাড়ী লইয়া যাই।"

বিচ্ছু বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণের মত ভাব দেখাইয়া বলিল,

"মহাশয়, এখানে কোনও ভাল হোটেল আছে কি ?—আমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি ; একটা হোটেলে গিয়া কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম না করিলে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে আমার কষ্ট হইবে।"

মিঃ আরভিং অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা! আপনি হোটেলে বিশ্রাম করিতে যাইবেন কেন ?—আমার গৃহে কি স্থান নাই ? আপনিও আমার সঙ্গে চলুন ; কয়েক দিন আমার বাড়ীতে বাস করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণে আমাকে পরিতৃপ্ত করিবেন। আজই যে আপনাকে ছাড়িয়া দিব, এরূপ মনে করিবেন না।"

জুডিথ্ বলিল, "দাদা মশায়, উনি ভারি ভদ্রলোক। পথে যাহাতে আমার কোনও কষ্ট না হয়, সেজন্য উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ; উঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না, দাদা মশায় !"

ইথেলের 'দাদা মশায়' সম্বোধনে বৃদ্ধের কান জুড়াইল ! এমন মিষ্ট সম্বোধন তিনি জীবনে শুনেন নাই। হায়, স্নেহমুগ্ধ প্রবঞ্চিত বৃদ্ধ !

কিছু কোনও প্রতিবাদ না করিয়া, মিঃ আরভিং ও জুডিথের সহিত ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধের মোটর গাড়ীতে উঠিল।—গাড়ী বায়ুবেগে বৃদ্ধের গৃহাভিমুখে চলিল।

জুডিথ্ গাড়ীতে উঠিয়াই বৃদ্ধের মনোরঞ্জনের চেষ্টা আরম্ভ করিল ! সে 'তাহার পিতার' ফটোখানি বৃদ্ধকে দেখাইল, ইথেলের পিতার সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প বলিতে লাগিল ; বৃদ্ধের সহানুভূতি ও করুণার উদ্রেক করিবার জন্য যে-সকল কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, চতুরা অভিনেত্রীর ন্যায় সেইরূপ কৌশল-জাল বিস্তার করিল ! অল্প সময়ের মধ্যেই দাদা-মশায়ের সহিত তাহার এমন ঘনিষ্ঠতা হইল, যেন কত দিনের জানা-শুনা !

মিঃ আরভিংএর শকট তাঁহার প্রাসাদোপম সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকার ফটকে আসিয়া থামিল ; মিঃ আরভিং জুডিথের হাত ধরিয়া শকট হইতে

তাহাকে নামাইলেন, তাহার পর স্নেহোদ্বেলিত স্বরে বলিলেন, "আজ আমি ইংলণ্ডের সকল লোক অপেক্ষা সুখী; এমন কি, রাজাধিরাজের সুখও আমার সুখের তুলনায় তুচ্ছ! আমার একমাত্র দুঃখ যে, আমার ভাগিনেয় ষ্টিফেন তোমাকে দেখিয়া যাইতে পারিল না।"

বিচ্ছু এই কথা শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে জুডিথের মুখের দিকে চাহিল।

জুডিথ্ ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিল।—বৃদ্ধ আগে-আগে যাইতেছিলেন, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

মিঃ আরভিং কয়েক পদ অগ্রসর হইলে বিচ্ছু নিম্ন স্বরে তাহার স্ত্রীকে বলিল, "তোমার অভিনয় চমৎকার হইতেছে! শীঘ্রই তুমি বুড়াকে তোমার গোলাম করিতে পারিবে।—ধন্য তুমি!"

জুডিথ্ সোৎসাহে তাহার স্বামীর কানে কানে বলিল, "এখনই হইয়াছে কি? দুই দিন সবুর কর; দেখিবে, বুড়া আমার কথায় উঠিবে বসিবে!"

দশম পরিচ্ছেদ

—:০:—

মরক্কোর বারাণী নগরের পূর্ব্বে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।—মিঃ ব্লেক ও স্মিথের নূতন মনিব তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অনুচর-দ্বয় সহ সেই মরুভূমি পার হইয়া তাহার গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।—প্রথমেই অশ্বতরারোহী সশস্ত্র আব্দুল; তাহার পশ্চাতে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ, সর্ব্ব-পশ্চাতে যমদূতাকৃতি হাব্সী দাস-দ্বয়।

হাব্সী দাস আলি ও হাসেন প্রফুল্ল চিত্তে গল্প করিতে করিতে চলিতেছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক ও স্মিথের মুখে কথা ছিল না, তাঁহারা বিমর্ষ চিত্তে অবনত বদনে আব্দুলের অশ্বতরের অনুসরণ করিতেছিলেন।—তাঁহাদের হস্তদ্বয় মুক্ত থাকিলেও তাঁহাদের কণ্ঠদেশ পূর্ব্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ছিল; সেই রজ্জু অশ্বতর যুগলের কণ্ঠ-রজ্জুর সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ!

চলিতে চলিতে স্মিথ হঠাৎ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।—বহু দূরে আকাশের এক কোণে কি একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিয়া সে পুনঃ পুনঃ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই অপরাহ্ণ কালে রবিকরোজ্জ্বল গগন-প্রান্তে সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটি কোনও একটি বৃহৎ পক্ষী বলিয়াই প্রথমে তাহার অনুমান হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমেই তাহার আকার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল!

অবশেষে স্মিথ ইংরাজীতে মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, চাহিয়া দেখুন! আকাশে ওখানি 'খ-পোত' (Æroplane) নয়?"

মিঃ ব্লেক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাই ত বটে! এই অসভ্য রাজ্যে 'এরোপ্লেন' কোথা হইতে আসিল?"

সত্যই সেখানি খ-পোত। লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্‌ একজন বিখ্যাত ফরাসী খপোত-চালক (Aviator); তিনি আল্‌জিয়ার্সস্থ ফরাসী সেনা-নিবাসে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনিই এই খ-পোত লইয়া গগন-পথে আল্‌জিয়ার্স হইতে ফেজ্‌ নামক স্থানে গমন করিতেছিলেন। এই উভয় স্থানের দূরত্ব দুই শত মাইলেরও অধিক!—লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্‌ প্রথমে সমুদ্র-কূলের উপর দিয়া তাঁহার খ-পোত পরিচালিত করিতেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য-হারা হন। অতঃপর তিনি কোন্ দিকে যাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়া কিছু দূর নামিয়া আসিলেন; এবং নিম্নে মরুভূমির মধ্যে সানুচর অশ্বতরের আরোহীকে দেখিতে পাইয়া—তাহাদিগকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভূতলে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

স্মিথ পুনর্ব্বার উর্দ্ধে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, খ-পোতই বটে; দেখুন দেখুন,—উহা এই দিকেই আসিতেছে! উহাতে একজন মাত্র আরোহী দেখা যাইতেছে;—লোকটি নিশ্চয়ই ইউরোপীয়। আমাদের বিপদের কথা শুনিলে উনি কি এ সঙ্কট হইতে আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা আমাদের মঙ্গলের জন্য এই অসভ্য গোঁয়ারগুলার সহিত বিবাদ করিতে সম্মত হইবে কি না সন্দেহ।—তবে যদি খ-পোতখানি আমাদের খুব নিকটে আসে,—তাহা হইলে উহাকে আমাদের দুরবস্থার কথা জানাইলে বৃটীশ কন্সল ভবিষ্যতে হয় ত আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেও পারেন।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতেছিলেন; সুতরাং আব্‌দুল বা তাহার হাব্‌সী অনুচরদ্বয় তাঁহাদের আলাপের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে খ-পোতের ঘূর্ণ্যমান পক্ষের বন্‌ বন্‌ শব্দ আব্‌দুলের কর্ণগোচর হইল। সে উর্দ্ধে চাহিয়া 'উড়ো-কল' দেখিয়া আতঙ্কে আর্ত্তনাদ

করিয়া উঠিল !—এবং খ-পোতকে তাহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখিয়া কাতর কণ্ঠে 'মুস্কিল-আসানের' নাম জপিতে লাগিল।

আব্‌দুলের হাব্‌সী অনুচর-দ্বয়ের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষ যে, যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে উড়িতে পারে, ইহা তাহাদের কল্পনারও অতীত ছিল !—খ-পোত খানি দেখিবামাত্র তাহারা 'জিন্, জিন্' শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল।

বন্-বন্ শব্দ করিতে করিতে খ-পোত তাহাদের মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল।

আব্‌দুল প্রমাদ গণিল ; জিন্ বুঝি তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে !—সে অত্যন্ত ভীতভাবে মিঃ ব্লেককে বলিল, "ওরে নফর ! আমাদের মাথার উপর যে প্রকাণ্ড জানোয়ারটা ডানা মেলিয়া ঘুরিতেছে, ওটা পাখী,—না আর কিছু ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের গলায় দড়ি বাঁধা আছে ; দড়ি না খুলিলে ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না।"

আব্‌দুল বলিল, "তবে জল্‌দি দড়ি খুলিয়া ফেল।—প্রাণ ত আগে বাঁচুক, তারপর তোদের বাঁধিলেই চলিবে।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ-রজ্জু অপসারিত করিলেন ; স্মিথও প্রভুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল।

বন্ধন-মুক্ত হইয়া মিঃ ব্লেক একটু দূরে গিয়া যন্ত্রটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন ; তাহার পর আব্‌দুলকে বলিলেন, "এ এক রকম যন্ত্র, ইহাকে 'উড়ো-কল' বলে ; এই কলে চড়িয়া মানুষ আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।—ইহা দেখিয়া তোমার ভয় পাইবার কারণ নাই। দেখিতেছ না উহার মধ্যে একজন মানুষ বসিয়া আছে ?—যদি বল, তাহা হইলে আমি লোকটাকে এখানে আসিবার জন্য ইসারা—"

মিঃ ব্লেকের কথায় বাধা দিয়া আব্‌দুল বলিল, "আল্লা! কি মুস্কিলেই পড়িলাম?—না, না, উহাকে ডাকিবার আবশ্যক নাই। আদ্‌মীটা নিশ্চয়ই শয়তানের বংশ! মানুষ কি কখনও আকাশে উড়িতে পারে? আমি ঐ শয়তান-বাচ্চার মুখ দেখিতে চাহি না।"

আব্‌দুল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আলি ও হাসেন যখন দেখিল, তাহাদের মাথার উপর বন্‌-বন্‌ শব্দ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর দুষ্‌মনটা নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে; তখন আর পরিত্রাণের উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা মাটিতে সটান পড়িয়া গেল, এবং বালুকা রাশিতে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।—তাহাদের ভাব দেখিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথ হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না।

লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্‌ অল্পক্ষণ পরে খ-পোতের ইঞ্জিন নিশ্চল করিয়া, অবলীলাক্রমে অদূরে অবতরণ করিলেন, এবং খ-পোতখানি সেই স্থানে রাখিয়া আব্‌দুলের সন্নিকটে অগ্রসর হইলেন; বিমান-বিহারের পরিচ্ছদ কিছু স্বতন্ত্র; সেই পরিচ্ছদে লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্‌কে অদ্ভুত জানোয়ারের মত দেখাইতেছিল!

লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্‌কে দ্রুতপদে নিকটে আসিতে দেখিয়া আব্‌দুল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল;—সে ভাবিল, এখনই ত শয়তানটা তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিবে!—সে আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, তাহার টোটা-ভরা বন্দুকটা লেফ্‌টেনাণ্টের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল!

মিঃ ব্লেক তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার জন্য ছুটিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই 'গুড়ুম্' করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে লেফ্‌টেনাণ্ট

লেরোজের ললাটে গুলি বিদ্ধ হইল।—তাঁহার প্রাণহীন দেহ ভূপতিত হইল!

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "লোকটাকে মারিয়া ফেলিলি? কি সর্ব্বনাশ! অকারণে নরহত্যা করিলি, বর্ব্বর!"

লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্‌কে গতাসু হইতে দেখিয়া আব্‌দুলের আতঙ্ক দূর হইল; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ জিন্ বা শয়তান নয়! আমার গুলিতে যখন মরিল,—তখন এটা মানুষই বটে।"

অনন্তর আব্‌দুল তাহার হাব্‌সী অনুচর দ্বয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে পদাঘাতপূর্ব্বক বলিল, "ওরে কুত্তা! যাহাকে জিন্ মনে করিয়া তোরা ভয়ে দিশেহারা হইয়াছিস্, সে একটা মানুষ! আমি তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছি; উঠিয়া তল্লাস করিয়া দেখ্, তাহার পোষাকের মধ্যে কোনও দামী জিনিস পাওয়া যায় কি না।"

আলি ও হাসেন উঠিয়া মৃত লেফ্‌টেনাণ্টের নিকট অগ্রসর হইল; ভূমি-সংলগ্ন খ-পোতের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। এমন কি, গর্ব্বস্ফীত আব্‌দুলও উহার নিকট ঘেঁসিতে সাহস করিল না।

আলি ও হাসেন লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজের পরিচ্ছদ হাতড়াইতে লাগিল; লুব্ধ আব্‌দুল একাগ্র চিত্তে তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিল।—মিঃ ব্লেক বা স্মিথের প্রতি তাহাদের কাহারও লক্ষ্য রহিল না।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে ইঙ্গিত করিয়া নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে খ-পোতখানির নিকট অগ্রসর হইলেন; স্মিথও প্রভুর অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক নিম্ন স্বরে স্মিথকে বলিলেন, "খ-পোতে দু'জনের বসিবার মত স্থান আছে দেখিতেছি; যদি ইহার তৈলাধারে তেল থাকে, তাহা হইলে অদৃষ্টে যাহাই থাক, এ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না!"

মিঃ ব্লেক খ-পোতে উঠিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। স্মিথও

উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সহসা আব্দুলের দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল।—সে ব্যগ্র ভাবে বলিল, "আলি! হাসেন! গোলাম ছুটো বুঝি পলায়! ধর, ধর, জল্‌দি ধর! যদি উহারা পলায়, তাহা হইলে—খোদার কসম, তোদের আমি গুলি করিয়া মারিব।"

হাব্‌সী ভৃত্য-দ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে আব্দুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; খ-পোতের দিকে অগ্রসর হইতে তাহাদের সাহস হইল না।

আব্দুলও ভয়ে সে দিকে অগ্রসর হইল না, কিন্তু ক্রোধে সে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; ভৃত্যদ্বয়কে আবার পদাঘাত করিয়া সক্রোধে বলিল, "শীঘ্রা উহাদিগকে ধর! ওরে কুকুর, যদি—"

কিন্তু আব্দুলের কথা তাহার মুখেই রহিয়া গেল! কারণ, তাহার কথ শেষ হইবার পূর্ব্বেই খ-পোতখানি হুস হুস্ শব্দে ঊর্দ্ধ-পথে উত্থিত হইল; এবং প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার গতিবেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

শিকার পলায় দেখিয়া আব্দুল ক্রোধে নিরাশায় একবার ঊর্দ্ধগামী খ-পোতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; তাহার পর দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে মৃত্তিকা হইতে তাহার বন্দুকটি কুড়াইয়া লইয়া গুলি করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু বন্দুকটি এক-নলা রাইফেল্। তাহাতে যে টোটা ছিল, লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্‌কে গুলি করাতেই তাহা শূন্য-গর্ভ হইয়াছিল; কিন্তু উত্তেজনা-বশে সে সেকথা ভুলিয়া গিয়াছিল।—আব্দুল লক্ষ্য স্থির করিয়া বন্দুকের ঘোড়া টিপিল; সঙ্গে সঙ্গে 'খট্' করিয়া একটি শব্দ হইল মাত্র; মিঃ ব্লেক অক্ষত দেহে ঊর্দ্ধাকাশে দ্রুতবেগে খ-পোত পরিচালিত করিলেন।

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আব্দুল বন্দুক ফেলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কোমর-বন্ধ হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া পুনর্ব্বার গুলি করিল;

কিন্তু পিস্তলের গুলি খ-পোতের ক্যাম্বিস্-নির্ম্মিত পক্ষে ছিদ্র করিয়া চলিয়া গেল! তাহাতে খ-পোতের কোনও ক্ষতি হইল না।

ক্রুদ্ধ মুর তখন পিস্তল ফেলিয়া তাহার রাইফেলে টোটা ভরিতে লাগিল।—এবার যখন সে গুলি ছুড়িল, তখন খ-পোতখানি বন্দুকের লক্ষ্য-সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

স্মিথ নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল "দেখুন, দেখুন, হতভাগা মুরটা রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া আলি ও হাসানকে বন্দুকের কুঁদা দিয়া বেদম্ ঠেঙ্গাইতেছে! কি মজা!"—স্মিথ আনন্দে হাততালি দিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন "বেচারার অনেকগুলি টাকা জলে পড়িল! টাকার শোকে হতভাগাটা কয়েক দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবে।"

স্মিথ বলিল, "এখন কোন্ দিকে যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টিটুয়ানে!"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি টিটুয়ানের পথ চিনিয়া যাইতে পারিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পথ জানি না বটে, কিন্তু উত্তর দিকে চলিলেই সমুদ্র পাইব; তখন ক্রমাগত পশ্চিম দিকে যাইলেই টিটুয়ানে উপস্থিত হওয়া কঠিন হইবে না।—এখন তেলে কুলাইলে হয়!"

মিঃ ব্লেক উত্তরাভিমুখে খ-পোত পরিচালিত করিলেন। ক্রমে সমুদ্রের সুনীল সলিলরাশি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; অনন্তর তিনি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে খ-পোত চালাইয়া সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই প্রাচীর-বেষ্টিত টিটুয়ানের ঊর্দ্ধদেশে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "ঐ দেখ টিটুয়ান!"

স্মিথ হর্ষোদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল, "হুর্‌রে হুর্‌রে! ধন্য পরমেশ্বর,

তুমি দয়া না করিলে কি আমরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিতাম?—টিটুয়ানে যদি এখন বিচ্ছুর দেখা পাই, তাহা হইলেই সোনায় সোহাগা!"

কিন্তু স্মিথের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিচ্ছু সেই দিন বেলা দুইটার সময় ইথেলকে সঙ্গে লইয়া টিটুয়ান পরিত্যাগ করিয়াছিল।—ঠিক সেই সময়ে সে মালাগার পথে!

মিঃ ব্লেক নগরের বহির্ভাগে খ-পোত সহ অবতরণ করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া নগরের বহু মুসলমান অধিবাসী বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে সেই স্থানে সমবেত হইল। কতকগুলি মুর সৈন্যও ব্যগ্র ভাবে ব্যাপার কি—দেখিতে আসিল। দর্শকগণ সকলেই এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে মুর সৈন্যগণকে বলিতে লাগিল,—"ঐ পাখাওয়ালা প্রকাণ্ড জানোয়ারটাকে শীঘ্র গুলি কর।—নতুবা উহা নামিয়া আসিয়া আমাদিগকে ধরিবে আর গিলিয়া ফেলিবে!"

ক্রমে দর্শকগণ দেখিল, পাখাওয়ালা জানোয়ারটা তাহাদের মাথার উপর বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নামিতেছে! তাহারা আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—কয়েকজন মুর সৈন্য খ-পোত লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিল। অধিকাংশ গুলি লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু একটি গুলি খ-পোতের পক্ষের লোহার শিকে লাগায় শিকটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে খ-পোতখানির পক্ষ সঙ্কুচিত হওয়ায় তাহা ভগ্ন-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় সবেগে মৃত্তিকায় নিপতিত হইল!

গুলি লাগিবার সময় সৌভাগ্যক্রমে খ-পোতখানি মৃত্তিকা হইতে বিশ গজের অধিক উর্দ্ধে ছিল না; মিঃ ব্লেক স্মিথকে সতর্ক করিয়া,

খ-পোত ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই, লম্ফ প্রদান করিলেন; স্মিথও তাঁহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল।—তাঁহারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে না করিতে খ-পোতখানি হুড়মুড় করিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে পড়িল।

তাঁহারা খ-পোতের আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, কয়েক জন মুর সৈন্য তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উদ্যত করিয়াছে!

এই ভীষণ সঙ্কটে তাঁহাদের জীবন রক্ষার উপায় ছিল না;—কিন্তু তাঁহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুইজন ইউরোপীয় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের হস্তস্থিত বেত্র দ্বারা বন্দুকধারী মুর সৈন্যগণের পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন; এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

ইহাতে বন্দুকধারী মুর সৈন্যেরা বন্দুক নামাইয়া সেই স্থান হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।—মিঃ ব্লেক অনুমান করিলেন, এই ইউরোপীয়দ্বয় মুর সৈন্যগণেরই ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী।

মুর সৈন্যগণ লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় দূরে প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক ইউরোপীয়দ্বয়ের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ফরাসী ভাষায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহাদের একজন ফরাসী ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অবতরণ করিতে দেখিয়াই আমরা নগর হইতে দ্রুতবেগে এখানে আসিতেছি; আমরা বুঝিয়াছিলাম, এই অসভ্য জানোয়ারগুলা নিশ্চয়ই আপনাদিগকে বিপন্ন করিবে। আমরা আর একটু আগে আসিতে পারিলে খ-পোতখানি এ ভাবে নষ্ট হইত না। যাহা হউক, আপনারা যে আহত হন নাই, ইহাই সুখের বিষয়।—আপনি কি লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না মহাশয়, আমার নাম রবার্ট ব্লেক।"

আগন্তুক বলিলেন, "রবার্ট ব্লেক! সুবিখ্যাত ইংরাজ ডিটেক্টিভ ব্লেক?—আপনার সহিত পরিচিত হওয়া আমরা গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি। আমরা মনে করিয়াছিলাম, আপনি লেফ্‌টেনাণ্ট লেরোজ্। কারণ, আল্‌জিয়ার্স হইতে আজই তাঁহার ফেজে যাইবার কথা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে এই খ-পোতখানি বোধ হয় তাঁহারই সম্পত্তি!—কিন্তু সে কথা এখন থাক, আপনাদের পরিচয় জানিতে পারি কি?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি আপনার স্বদেশবাসী, আমার নাম ক্রুষ্টার। আমি টিটুয়ানের বৃটীশ ভাইস্ কন্সল; আর—আমার সঙ্গী এখানকার জর্ম্মান ভাইস্ কন্সল।—উঁহার নাম হের স্নিডার।"

মিঃ ব্লেক স্নিডারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার কাছেই আসিতেছিলাম।—আপনার ভগিনী মিসেস্ স্মিথ কি এখনও আপনার বাড়ীতে আছেন?"

হের স্নিডার বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে! তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমি বড়ই শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি।"—তিনি সংক্ষেপে সেই দুর্ঘটনার বিবরণ মিঃ ব্লেকের গোচর করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি দুঃসংবাদ! আপনার এই শোকে আমি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি; এখন বলুন, আপনার ভগিনীর সঙ্গিনী মিস্ আরভিং কোথায়?"

হের স্নিডার বলিলেন, "মিস্ আরভিং?—তিনি ত কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবন্ধু মিঃ মেরিডিথের সহিত ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন!"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ ঘুরিয়া পড়িবার মত হইলেন! তাহার পর হতাশ ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হায়, জোচ্চোরটার কাছে এবারও ঠকিলাম।"

হের স্নিডার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জোচ্চোর! কাহাকে আপনি জোচ্চোর বলিতেছেন ?—মিঃ মেরিডিথ কি ভদ্রলোক নহেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভয়ঙ্কর ভদ্রলোক !—সত্য কথা বলিতে কি, তাহার মত দুর্দ্দান্ত দস্যু ইউরোপে দ্বিতীয় কেহ আছে কি না সন্দেহ। তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই ; ইউরোপের এমন দেশ নাই, যেখানে সে চুরী ডাকাতি রাহাজানি না করিয়াছে! এখন বলুন, সে এখানে কবে আসিয়াছিল,—আর কি কৌশলেই বা আপনাদিগকে ভুলাইয়া মেয়েটিকে লইয়া সড়িয়া পড়িল ?"

তখন জর্ম্মান কন্সল সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন।

মিঃ ব্লেকও সংক্ষেপে মিস্ আরভিংএর পরিচয় দিয়া টিটুয়ানে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া মিঃ ক্রুষ্টার হের স্নিডারকে বলিলেন, "একটা জোচ্চোরের ধাপ্পায় ভুলিয়া আমরা কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! এমন বোকামীও মানুষে করে ?—আমাদের নিজের হাতে নিজের কর্ণমর্দ্দন করা উচিত "

ব্লেক বলিলেন, " এ ব্যাপারে আপনাদের ত কোনও দোষ দেখি না। আপনারা সরল বিশ্বাসে যাহা করিয়াছেন, সকল ভদ্রলোকই উপস্থিত-ক্ষেত্রে তাহাই করিতেন। বিচ্ছুর মত ধড়ীবাজ ধূর্ত্ত বদ্‌মাস পৃথিবীতে বড় অধিক নাই ; আপনার-আমার অপেক্ষা অনেক অধিক চতুর লোকের চক্ষুতে সে অনেকবার ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছে! —সে প্যারিসে কোথায় বাসা লইবে, সে কথা বলিয়া গিয়াছে কি ?"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে তাহার লণ্ডনের ঠিকানা বলিয়া গিয়াছে ?"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "না, তাহাও বলে নাই।—আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।—কি মারাত্মক ভুলই করিয়াছি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাতে কিছু যায় আসে না।—যদি সে ঠিকানা বলিয়া যাইত, তাহা হইলেও তাহাকে সেই ঠিকানায় নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত না।"

হের স্নিডার বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি সেই বদমাস্ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া মিস্ আরভিংকে কোথাও বন্দী করিয়া রাখিবে; তাহার পর মিঃ আরভিংএর ভাগিনেয়কে ভয় দেখাইয়া ক্রমাগত তাহার অর্থ শোষণ করিবে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা সে আমার নিকট স্বীকারও করিয়াছিল।"

মিঃ ক্রুষ্টার চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "এখন আপনি কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যত শীঘ্র পারি—তাহার অনুসরণ করিব।"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "কিন্তু এ মাসে ত এখানে আর কোনও জাহাজ আসিবে না; আপনি কিরূপে শীঘ্র ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জাহাজের আশায় আমাদের এখানে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি আপাততঃ ট্যাঞ্জিয়ারে ফিরিয়া যাইব; সেখান হইতে যে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিব।—লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া যে উপায়ে পারি, দস্যু-কবল হইতে মিস্ আরভিংকে উদ্ধার করিতেই হইবে।"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "আপনি ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইয়া মুর্দের ব্যবহারের কথা কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিবেন ত?—বর্ব্বরেরা আপনার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, সে জন্য উহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, মুর্দের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি কাহারও নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিব না।—এ সম্বন্ধে আমি কোনও কথা

প্রকাশ করিলেই ইউরোপের ছোট-বড় সকল সংবাদ পত্রে তাহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইবে। বিচ্ছুও জানিতে পারিবে—আমি মুর দস্যুদের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। আমার মুক্তি লাভের সংবাদ শুনিবামাত্র সে সতর্ক হইবে; তখন আমি তাহাকে সহজে গ্রেপ্তার করিতে পারিব না।—যদি তাহার বিশ্বাস থাকে আমি মরক্কোতে এখনও দাসত্ব করিতেছি, তাহা হইলে সে নিশ্চিন্ত মনে তাহার সঙ্কল্প-পথে অগ্রসর হইবে।"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "আপনি ত আজ ট্যাঞ্জিয়ারে যাত্রা করিতে পারিবেন না; সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি আমাকে কিছু টাকা কর্জ্জ দিবেন? আর যদি দুই স্যুট্ পরিচ্ছদ এবং গোটা-দুই উট যোগাড় করিয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে আমরা কাল অতি প্রত্যূষেই এখান হইতে যাত্রা করি।"

মিঃ ক্রুষ্টার বলিলেন, "সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই;—আপনি যাহা-যাহা চাহেন—সকলই পাইবেন। চলুন, আজ রাত্রে আপনারা আমার অতিথি।"

ভাঙ্গা খ-পোতখানিকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ মিঃ ক্রুষ্টারের বাসায় চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে স্মিথ মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি লণ্ডনে গিয়া কোথায় বিচ্ছুর সন্ধান করিবেন? সে তাহার ঠিকানা কাহাকেও বলিয়া যায় নাই ত!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে যে গেব্রিয়েল নর্থ পরিচয়ে গ্রেপ্ লেনে বাস করিত, তাহা ত তাহার মুখেই শুনিয়াছি।—গ্রেপ্ লেনে তাহার সন্ধান করিব।"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু সেখানে গিয়া আপনি তাহার খোঁজ পাইবেন না! সেই ধূর্ত্ত এবার বড়-রকম শিকার ধরিয়াছে; সে নিশ্চয়ই তাহার আড্ডা বদল করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নাই, আমি জানি সেখানে তাহাকে পাইব না; কিন্তু সে যে-বাড়ীতে আফিস খুলিয়াছিল,—সেই বাড়ীর মালিক তাহার গুপ্ত আড্ডার ঠিকানা নিশ্চয়ই জানে; তাহার নিকট বিচ্ছুর বাসস্থানের সন্ধান পাইব।—সেখানে গিয়া যদি মিস্ আরভিংএর দেখা না পাই, তাহা হইলে চিন্তার কথা বটে!"

—————

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

পর দিন প্রত্যুষে মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ উষ্ট্রারোহণে টিটুয়ান হইতে যাত্রা করিয়া, সোমবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে ট্যাঞ্জিয়ারে উপস্থিত হইলেন।—ট্যাঞ্জিয়ারের পথে এবার আর তাঁহাদের কোনও বিপদ ঘটে নাই।—সেখানে তাঁহারা বিলম্ব না করিয়া মঙ্গলবার জিব্রল্টারে পদার্পণ করিলেন; এবং শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় লণ্ডনের চেয়ারিং-ক্রশ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টের মৃত্যু-সংবাদ জানিতেন না; সেইজন্য তিনি তাঁহার তদন্তের ফল মিঃ আরভিংকে জ্ঞাপন করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—তিনি মিঃ আরভিংকে যাহা কিছু জানাইবেন, ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট সেই-সকল সংবাদ পাইয়া গোপনে বিচ্ছুকে সাবধান করিতে পারে।

মিঃ ব্লেক চেয়ারিং-ক্রশ ষ্টেসন হইতে গ্রেপ্ লেনে উপস্থিত হইলেন। 'আল্মা-চেম্বার্স' নামক অট্টালিকাশ্রেণীতে 'মিঃ গেব্রিয়েল নর্থের' বাসা খুঁজিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না; কিন্তু সেখানে তিনি বিচ্ছুর সন্ধান পাইলেন না।—তিনি তাহার আফিসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই কক্ষের দ্বার তালাবদ্ধ; দ্বারে একখানি কাষ্ঠ-ফলক ঝুলিতেছিল, তাহাতে লেখা ছিল:—

"এই ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে;
২৯ নং গ্রেপ্ লেনে,—জে, জে, উইলসনের
নিকট অনুসন্ধান করুন।"

২৯ নং গ্রেপ্ লেন সেখান হইতে অধিক দূর নহে ; কয়েকটি বাড়ীর পরেই ২৯ নম্বরের বাড়ী।—মিঃ ব্লেক ও স্মিথ যথন এই বাড়ীর সম্মুখে আসিলেন, তথন সন্ধ্যা ছয়টা।—মিঃ উইলসন্ আফিস বন্ধ করিয়া বাড়ী যাইতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ উইলসন্‌কে আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনি আফিস বন্ধ করিয়া যাইতেছেন ; এরূপ অসময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বোধ হয় আপনাকে বিরক্ত করিলাম ! কিন্তু আপনাকে অধিক কাল আটক করিয়া রাখিব না। আল্‌মা-চেম্বারে আপনারা একটি ঘর ভাড়া দিবেন—সাইন-বোর্ড দেখিয়া জানিতে পারিলাম।"

মিঃ উইলসন মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনার ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তি গ্রেপ্ লেনে বাসা ভাড়া করিবেন !—ইহা কি সম্ভব ?"

মিঃ ব্লেক সহাস্যে বলিলেন, "না, আমি এই ঘর ভাড়া লইবার অভিপ্রায়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই ; এই বাসায় যে ভাড়াটে ছিল, তাহারই সন্ধানে আসিয়াছি।—আসিয়া দেখিলাম সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে !"

মিঃ উইলসন্ বলিলেন, "কাহার কথা বলিতেছেন, গেব্রিয়েল নর্থ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ; সে কবে এ বাড়ী হইতে উঠিয়া গিয়াছে ?"

মিঃ উইলসন্ বলিলেন, "প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে।—তাহার মুহুরী আমাকে আমাদের প্রাপ্য ভাড়া মিটাইয়া দিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার বর্ত্তমান ঠিকানাটা আপনি জানেন কি ?"

মিঃ উইলসন্ বলিলেন, "আমার খাতা-পত্র না দেখিলে আপনাকে তাহা বলিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি একটু কষ্ট করিয়া তাহার বর্ত্তমান ঠিকানাটি দেখিয়া, আমাকে বলিবেন কি ?"

মিঃ উইলসন্ বলিলেন, "ইহাতে আর কষ্ট কি ?—আমার সঙ্গে আমাদের আফিসে আসুন।"

মিঃ উইলসন দ্বার খুলিয়া আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার 'লেজার বহি' খুলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন ; 'লেজার বহি'র কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "গেব্রিয়েল নর্থ,—১৭ নং ল্যাম্বেথ্ টেরেস্।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ, আমার আর কিছু জানিবার নাই ;—এই সংবাদটুকুই জানিতে আসিয়াছিলাম।—নমস্কার !"

পথে আসিয়া মিঃ ব্লেক গাড়ীতে উঠিলেন, ক্যোচম্যানকে বলিলেন, "বেকার ষ্ট্রীটে চল।"

বেকার ষ্ট্রীটের গৃহে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সাধারণ শ্রমজীবীর ছদ্মবেশে সজ্জিত হইলেন।—কিন্তু পকেটে এক একটি টোটা ভরা পিস্তল ও অন্যান্য দুই একটি আবশ্যক দ্রব্য লইতে ভুলিলেন না। তাহার পর আর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহারা 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সাঁকো'র সম্মুখে আসিয়া নামিলেন ;—সেখান হইতে তাঁহারা পদব্রজে 'ল্যাম্বেথ্ টেরেসে' যাত্রা করিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা ত্বরিত পদে জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চলিবার ভঙ্গি দেখিলে সহজেই মনে হইত, তাঁহারা পরিশ্রান্ত শ্রমজীবী ; সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কারখানা হইতে বাসায় প্রত্যাগমন করিতেছেন !

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ১৭ নং বাড়ীর সম্মুখে দুইবার মন্থর গতিতে যাতায়াত করিলেন, কিন্তু উক্ত গৃহের দ্বারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।—

বস্তুতঃ, মিসেস্ কুইজিন্ তখন বাড়ীতে ছিল না; বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল।—দ্বিতলের একটি কক্ষে ইথেল একাকী আবদ্ধা ছিলেন।

স্মিথ বলিল, "বাড়ীটা প'ড়ো বাড়ীর মত দেখাইতেছে; এখানে কেহ আছে—এরূপ ঠাহর হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না; বাড়ীর সদরের দিকে কেহ নাই বটে, কিন্তু ভিতরে কেহ আছে কি না—সন্ধান না লইয়া বলা কঠিন।—বাড়ীর পাশ দিয়া যে কানা-গলিটা দেখা যাইতেছে, এই গলি দিয়া যাইলে ভিতরের কিছু সন্ধান মিলিতে পারে।"

স্মিথ বলিল, "সে কথা সত্য; চলুন, এই গলির ভিতর প্রবেশ করি; যদি কেহ তাড়া করে—বলিব, আমরা ভিক্ষুক, ভিক্ষা পাইবার আশায় অন্দরের দিকে যাইতেছি।"

উভয়ে সেই কানা-গলি দিয়া কয়েক গজ গমন করিলেন;—সেই দিকে বাড়ীটির পশ্চাদ্ভাগে। তাঁহারা দেখিলেন, গলিটা একটা অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে গিয়া মিশিয়াছে।—কিন্তু সে দিকেও জন-মানবের চিহ্নমাত্র নাই!—মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অট্টালিকার ঊর্দ্ধে চাহিলেন; তাঁহার বোধ হইল দ্বিতলের জানালা বন্ধ।

স্মিথ বলিল, "উপরের ঘরের পশ্চাদ্দিকের জানালা বন্ধ দেখিতেছি; ঘরে মানুষ থাকিলে দীপরশ্মি দেখা যাইত না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দ্বিতলে যে কেহই নাই, ইহা তোমার অনুমান মাত্র; হয় ত ইথেল আরভিংকে এখানে পাওয়া যাইতেও পারে।—ভাল করিয়া সন্ধান না লইয়া আমরা ফিরিতেছি না।"

স্মিথ সাগ্রহে বলিল, "বলেন কি? আপনার কি এইরূপ সন্দেহ হইতেছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব কি? বিচ্ছুর মৎলব ত আমাদের

অজ্ঞাত নহে; সে ইথেলকে কয়েদ করিয়া রাখিয়া ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টের নিকট হইতে যখন-তখন টাকা আদায় করিবে, এই ফন্দী করিয়াছে। সে ইথেলকে যদি এই বাড়ীর দ্বিতলস্থ কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে বাহিরের দিকের জানালাগুলি খুলিয়া রাখিবে, ইহা সম্ভব নহে।—বাড়ীতে কেহ আছে কি না অগ্রে সন্ধান লওয়া আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক খিড়কীর দরজায় করাঘাত করিলেন; কিন্তু কাহারও সাড়া পাইলেন না।—অন্ধকারে দ্বার পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, ভিতর হইতে অর্গল রুদ্ধ!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে অনেক সময় বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হয়।—এ সকল কাজে বিপদের ভয় করিলে চলে না।"—তিনি পকেট হইতে একটি সূক্ষ্ম দীর্ঘাকৃতি অস্ত্র বাহির করিলেন; তাহা উভয় দ্বারের সংযোগ-স্থলে প্রবেশ করাইয়া উপরের দিকে ঠেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্গল খুলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরের বাড়ীতে এ ভাবে অনধিকার-প্রবেশ গুরুতর অপরাধ; কিন্তু চোরের উপর বাটপাড়ি করিতে হইলে কখন কখন ইহা অপরিহার্য্য।—তুমি গলি দিয়া সদর দরজার দিকে যাইয়া পথের দিকে দৃষ্টি রাখিবে; যদি বিচ্ছুকে আসিতে দেখ, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আঙ্গিনায় ফিরিয়া আসিয়া দুইবার শিস্ দিবে।—শীঘ্র যাও!"

স্মিথ প্রভুর আদেশে গলি দিয়া সদর রাস্তার দিকে গেল।—মিঃ ব্লেক পাকশালার একটি বাতায়ন-দ্বার পূর্ব্বোক্ত কৌশলে খুলিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন।

কক্ষটি অন্ধকারপূর্ণ। তিনি পকেট হইতে বৈদ্যুতিক দীপ বাহির করিয়া তাহার বোতাম টিপিবামাত্র উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে কক্ষটি

আলোকিত হইল। সেই কক্ষে তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু অল্প অনুসন্ধানেই একটি কাঠের সিঁড়ি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।—সেই সিঁড়ি দিয়া তিনি দ্বিতলে উঠিলেন।

দ্বিতলে দুইটি কুঠুরী। দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি কক্ষের দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত; অন্য কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধ-দ্বার কক্ষের দ্বারের ছিদ্র-নির্গত মৃদু দীপ-রশ্মি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "রুদ্ধ কক্ষে আলোক!—ইথেলকে বোধ হয় এইথানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সেই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া কড়া নাড়িলেন;—কিন্তু কোনও সাড়া-শব্দ পাইলেন না। কড়ায় তালা দেওয়া ছিল; তিনি তালা ধরিয়া টানাটানি করিলেন, তালা খুলিল না।—তখন তিনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "মিস আরভিং, আপনি এ কুঠুরীতে আছেন কি? যদি থাকেন, সাড়া দিন; আপনার কোনও আশঙ্কা নাই।"

ভিতর হইতে ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে কে বলিল, "কে আপনি?"—কণ্ঠস্বর রমণীর।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে আপনার হিতৈষী বলিয়া জানিবেন; আমি আপনার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি।"

ইথেল হর্ষ-বিগলিত স্বরে বলিলেন, "হে ঈশ্বর, তুমিই ধন্য! আমার কাতর প্রার্থনায় তুমি কর্ণপাত করিয়াছ।—দ্বার বাহির হইতে বন্ধ আছে; আপনি খুলিয়া ভিতরে আসিতে পারিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আর কঠিন কাজ কি?"—তিনি দ্বারে সজোরে পদাঘাত করিলেন। জীর্ণ দ্বার থন্-থন্ ঝন্-ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া কিন্তু ভাঙ্গিল না।—পুনর্ব্বার ভীমবেগে পদাঘাত! এবার

দ্বারের একখানি তক্তা মরচে-ধরা কব্জা হইতে খুলিয়া গেল।—বাতির মৃদু আলোকে তিনি ইথেল আরভিংকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক কোমল স্বরে বলিলেন "আপনিই মিস্ ইথেল আরভিং? মিসেস্ স্মিথের সহিত আপনি টিটুয়ানে গিয়াছিলেন; গত বৃহস্পতিবার সেখানে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।—এ কথা সত্য কি না?"

মিস্ আরভিং বলিলেন, "সত্য; আপনি কে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একজন সামান্য লোক; আমার নাম রবার্ট ব্লেক, আমি ডিটেক্টিভের কাজ করি। গত দুই সপ্তাহ হইতে আমি আপনার অনুসন্ধানে ফিরিতেছি; কিন্তু আর একটা লোক,—যে আপনার নিকট মিঃ মেরিডিথ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছে—আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আমি কেন যে আপনার খোঁজ করিতেছিলাম, আর সেই লোকটাই বা কি জন্য আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় ছিল, সে কথা আপনি পরে জানিতে পারিবেন। আপনি এখন এই মাত্র জানুন, মেরিডিথ নাম-ধারী লোকটা বদ্মায়েসের ধাড়ী! তাহাকে গ্রেপ্তার করাই আমার প্রথম কাজ। কিন্তু এখানে তাহাকে দেখিতেছি না; সে কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারেন?"

ইথেল বলিলেন, "না, আমি তাহা জানি না। গত শনিবার সর্ব্ব-প্রথম তাহাকে দেখি;—তাহার পর সে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "সে যাহা যাহা করিয়াছে, সে সকলই আমি জানি।—সেখান হইতে সে আপনাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া লণ্ডনে আনিয়াছে।—তাহার পর এখানে আপনাকে কয়েদ করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি লণ্ডনে কবে আসিয়াছেন?"

ইথেল বলিলেন, "গত বুধবার রাত্রে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে দুই দিন আপনি এখানে কয়েদ আছেন।—লণ্ডনে আনিয়া কি সে আপনাকে এখানেই তুলিয়াছে ?"

ইথেল বলিলেন, "হাঁ ; কিন্তু সে একা নহে, সঙ্গে তাহার স্ত্রী-ও ছিল।—মিসেস্ মেরিডিথ প্যারিস হইতে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহারা স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন এ বাড়ীতে অন্য কেহ থাকে কি ?"

ইথেল বলিলেন, "বাড়ীওয়ালী একটা কদাকার বুড়ী ; সে এখানেই থাকে। শুনিয়াছি তাহার নাম মিসেস্ কুইজিন্। সেই বুড়ীই আমার পাহারায় আছে।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বুড়ীটা এখন কোথায় ?"

ইথেল বলিল, "তাহা জানি না। বৈকালে এই কুঠুরীতে সে আমার খাবার আনিয়াছিল ; তাহার পর আর তাহাকে দেখি নাই।—সে নীচের ঘরে নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না ; নীচের ঘরে জন-প্রাণীকেও দেখিতে পাই নাই। এ বাড়ীতে আপনি ও আমি ভিন্ন এখন আর কেহই নাই। যাহা হউক, বুধবার রাত্রে আপনাকে এখানে আনিয়া আপনার কপট বন্ধুরা কি কি করিয়াছিল, সঙ্ক্ষেপে বলিবেন কি ?"

ইথেল সঙ্ক্ষেপে সকল কথা মিঃ ব্লেকের গোচর করিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "মিঃ মেরিডিথ কেন যে আমাকে এখানে আনিয়া কয়েদ করিয়াছে, তাহা সে আমাকে বলে নাই ; আমার পিতার চিঠি-পত্রগুলি ও ফটোখানি কেনই বা সে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাও জানিতে পারি নাই। সে কেবল এইমাত্র বলিয়াছে, দুই-এক সপ্তাহ পরেই সে আমাকে মুক্তিদান করিবে ; আমার কোনও অপকার করিবে না।"

মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ ভাবে ইথেলের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "এই লোকটার প্রকৃত নাম চার্লস্ মেজর; কিন্তু সাধারণের নিকট সে 'বিচ্ছু ডাকাত' নামে পরিচিত। তাহার ন্যায় ভয়ঙ্কর দস্যু সমগ্র ইউরোপে দু'টি আছে কি না সন্দেহ!—তাহার স্ত্রীর নাম জুডিথ্; ভয়ঙ্কর চালাক স্ত্রীলোক।—এমন কোনও দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা করিতে তাহার সঙ্কোচ বা লজ্জা হয়! যেমন স্বামী, তেমনই স্ত্রী।"

ইথেল বলিলেন, "কিন্তু আমার ন্যায় পিতৃ-মাতৃহীনা অসহায়া অনাথা দরিদ্র রমণীকে কয়েদ করিয়া তাহাদের লাভ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লাভ আছে বৈ কি!—আপনি জানেন না আপনি কি বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী! আপনার পিতামহ মিঃ জন আরভিং একজন কোটীপতি ব্যক্তি। ইয়র্ক সায়রে রিভার্সডেল পল্লীতে তাঁহার বাস।—বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আপনার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

"আপনার পিতাকে 'ত্যাজ্য-পুত্র' করিয়া আপনার পিতামহ ষ্টিফেন গ্র্যাণ্ট নামক একটি ভাগিনেয়কে পুত্ররূপে প্রতিপালন করিতেছেন। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনার পিতামহ আমাকে ডাকিয়া বলেন, তাঁহার পুত্রের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া তিনি বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন; অতএব, আমি তাঁহার পৌত্রীকে—অর্থাৎ আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার ভার গ্রহণে সম্মত আছি কি না?—তিনি আমাকে ইহাও বলিয়াছিলেন, যদি আপনাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি আপনাকে তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দান করিবেন; অপরার্দ্ধ তাঁহার ভাগিনেয় ষ্টিফেনকে দিবেন।

"ষ্টিফেন এই কথা শুনিয়া তাহার মাতুলের প্রস্তাবের মৌখিক সমর্থন করিলেও, গোপনে বিচ্ছু ডাকাতের সহিত ষড়যন্ত্র করে,—যেন

আমি আপনাকে খুঁজিয়া না পাই। তাই বিচ্ছু ক্রমাগত আমার সঙ্কল্পে বাধা-দানের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ষ্টিফেনও জানে না যে, বিচ্ছু কিরূপ ভয়ানক লোক! বিচ্ছু স্থির করিয়াছিল, আপনাকে হস্তগত করিয়া কোনও গুপ্ত স্থানে কয়েদ করিয়া রাখিবে, এবং আপনাকে আপনার পিতামহের নিকট উপস্থিত করিবার ভয় দেখাইয়া ষ্টিফেনের নিকট যখন-তখন প্রচুর অর্থ আদায় করিবে!—সকল কথা আপনাকে সবিস্তারে বলি, এখন সেরূপ সময় নাই; পরে সকল কথা শুনিতে পাইবেন।"

ইথেল ক্ষণকাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচ্ছু কোথায় গিয়াছে মনে করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সে রিভার্সডেলে ষ্টিফেনের কাছে টাকা আদায় করিতে গিয়াছে। সে যে আপনাকে হাতে পাইয়াছে—ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্যই আপনার পিতার ফটো ও চিঠি-পত্রগুলি লইয়া গিয়াছে।"

ইথেল বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অবিলম্বে রিভার্সডেলে টেলিগ্রাম করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না।—কারণ, প্রথমতঃ আমি ঠিক বলিতে পারি না, সে ও তাহার স্ত্রী রিভার্সডেলে গিয়াছে কি না। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা কিরূপ ছদ্মবেশে গিয়াছে, তাহাও জানি না।—এ অবস্থায় টেলিগ্রাম করিলেও পুলিশ তাহাকে চিনিতে পারিবে কি না সন্দেহ।"

ইথেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন আপনি কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আগামী কল্যই আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমি রিভার্সডেলে যাত্রা করি।"

ইথেল বলিলেন, "আপনি আমাকে লইয়া সেখানে যাইবেন, এ সংবাদ কি টেলিগ্রামে কর্ত্তাকে জানাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই নহে। কারণ বিচ্ছুর বিশ্বাস, আমি এখনও মুরের ক্রীতদাস হইয়া মরক্কোতেই আবদ্ধ আছি; আমি মিঃ আরভিংকে টেলিগ্রাম করিলেই তিনি তাঁহার ভাগিনেয় ষ্টিফেনকে সেই টেলিগ্রাম দেখাইবেন। তাহা হইলেই বিচ্ছু তাহার নিকট জানিতে পারিবে, আমি মরক্কো হইতে পলাইয়া আসিয়া লণ্ডনে আপনার সন্ধান পাইয়াছি; সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িবে।—সেই জন্যই আমি কাহাকেও কোনও সংবাদ না দিয়া, আপনাকে সঙ্গে লইয়া হঠাৎ রিভার্স-ডেলে উপস্থিত হইব।—বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রীকে বন্দী করাই চাই।"

ইথেল বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় বুঝিলাম; কিন্তু বাড়ীওয়ালী মিসেস্ কুইজিন্ গোপনে যদি তাহাদের টেলিগ্রাম করে, তাহা হইলে ত আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে!—এই বুড়ী যে তাহাদের ঠিকানা না জানে, এমন ত বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে যাহাতে কোথাও টেলিগ্রাম করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।—এখন নীচে চলুন; আমার সহকারী বাহিরে আছে, সে আমার বিলম্ব দেখিয়া বোধ হয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।"

ইথেলকে লইয়া মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন, এবং স্মিথকে তৎক্ষণাৎ অদূরবর্ত্তী থানায় পাঠাইলেন।—স্মিথ প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টর ও দুইজন কন্ষ্টেবল সহ মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইল।

এই ইন্স্পেক্টরটির সহিত মিঃ ব্লেকের বন্ধুত্ব ছিল; মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সংক্ষেপে সকল কথা জানাইয়া অবশেষে বলিলেন, "বিচ্ছু ও

তাহার স্ত্রী রিভার্সডেলে গিয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না ; যদি তাহারা সেখানে গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চাহি ; সেই জন্ম তোমাকে আমার একটি অনুরোধ আছে। তুমি এই বাড়ীটার উপর লক্ষ্য রাখিবে, এবং কুইজিন্-বুড়ী এখানে ফিরিবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে ;—যেন সে কোনও সুযোগে বিচ্ছুকে বা অন্য কাহাকেও টেলিগ্রাম করিতে না পারে। ইতিমধ্যে যদি বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রী এই বাড়ীতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিবে।"

ইন্স্পেক্টর বিচ্ছুকে বিলক্ষণ জানিতেন ; তিনি সানন্দে মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।—তখন মিঃ ব্লেক, মিস্ আরভিং ও স্মিথ সহ তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে চলিলেন।

গৃহে উপস্থিত হইয়া আহার ও বিশ্রামের পর মিঃ ব্লেক ইথেলকে সকল ঘটনার কথা আদ্যোপান্ত বলিলেন ; শুনিয়া ইথেল কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহেই বোধ হয় অবশেষে এই অগতির একটা গতি হইল।"

অল্পক্ষণ পরে মিঃ ব্লেক টেলিফোঁ-যোগে থানা হইতে সংবাদ পাইলেন, মিসেস্ কুইজিন্ তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।—তাহার নিকট বিচ্ছুর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পর-দিন বেলা দশটার ট্রেণে মিঃ ব্লেক, ইথেল ও স্মিথ সহ যাত্রা করিলেন। রিভার্সডেলে যাইতে হইলে স্কারবরো-জংসন ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিতে হয় ; অপরাহ্ণ চারিটার সময় তাঁহারা স্কারবরো-জংসন ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন।

স্কারবরো-জংসন ষ্টেসন হইতে রিভার্সডেলের ট্রেণ অপরাহ্ণ পাঁচটার

সময় ছাড়িবার কথা। সুতরাং তাঁহাদিগকে সেখানে এক ঘণ্টা বিলম্ব করিতে হইল।

মিঃ ব্লেক প্ল্যাটফর্ম্মে পাদচারণ করিতে করিতে ইথেলকে বলিলেন, "রিভার্সডেলের ট্রেণ ছাড়িতে এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব। এক ঘণ্টা ষ্টেসনে বসিয়া থাকা বড় কষ্টকর; চলুন, আমরা ততক্ষণ একবার সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসি।"

স্মিথ বলিল, "আমিও আপনাদের সঙ্গে যাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, চল।"

তখন তিনজনে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র-তটের দিকে চলিলেন। কিন্তু ইহাতে মিঃ ব্লেককে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেন।

অনেক সময় মানুষ এক ভাবিয়া কাজ করে, কিন্তু বিপরীত ফল হয়; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যে শনিবার মিঃ ব্লেক ইথেলকে সঙ্গে লইয়া রিভার্সডেলে যাত্রা করিলেন, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে জুডিথ্ গোপনে তাহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হর্ষ-বিগলিত চিত্তে বলিল, "আর দুই দিন সময় দাও, তাহা হইলেই দেখিবে বুড়োর কি সর্ব্বনাশটা করি! এই দুই দিনের মধ্যেই আমি তাহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিব।"

এই উক্তি অতিরঞ্জিত মনে হইলেও, এই অল্প সময়ের মধ্যেই জুডিথ্ মিঃ আরভিংকে এরূপ বশ করিয়া লইয়াছিল যে, বৃদ্ধ তাহার সন্তোষ বিধানের জন্য সকলই করিতে প্রস্তুত ছিলেন!—মিঃ আরভিং তাঁহার পৌত্রীর প্রতি স্নেহ-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার বিস্তীর্ণ অট্টালিকায় উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন; তাহার জন্য লণ্ডনে অনেক বস্ত্রালঙ্কারেরও অর্ডার পাঠাইয়াছিলেন; এবং আর কি করিলে পৌত্রীর প্রতি তাঁহার স্নেহ ও আদর প্রদর্শিত হইতে পারে,—এই চিন্তায় স্নেহমুগ্ধ বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের উদ্দাম স্নেহের পরিচয় পাইয়া জুডিথ্ও পূর্ণমাত্রায় স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টায় ছিল। মিঃ আরভিং বিচ্ছুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—সে যেন সে সপ্তাহটা তাঁহার গৃহে আতিথ্য ভোগ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে। বিচ্ছু মৌখিক অনিচ্ছা দেখাইয়াও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু পাছে সত্য কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, পাছে মিঃ ব্লেক কোনও

কৌশলে মুক্তি লাভ করিয়া রিভার্সডেলে আসিয়া সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দেন,—এই ভয়ে জুডিথ্‌ও বিলক্ষণ দাঁও মারিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিল।

শনিবার প্রভাতে খানার টেবিলে বসিয়া জুডিথ্‌ মিঃ আরভিংকে আবদারপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা মশায়, আজ কি বার বলিতে পারেন ?"

মিঃ আরভিং সস্নেহে বলিলেন, "তা আর পারি না ? আজ শনিবার। —এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইথেল ?"

জুডিথ বলিল, "আজ যে আমার জন্মদিন দাদা মশায় !—আজ আমি একুশ বৎসরে পড়িলাম।"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! এ কথা পূর্ব্বে আমাকে বল নাই কেন ? আজ তোমার জন্মদিন, অথচ তোমাকে জন্মদিনের কোনও উপহার দানের ব্যবস্থা করি নাই !"

জুডিথ্‌ হাসিয়া বলিল, "সে জন্য ব্যস্ত হইতেছেন কেন, দাদা মশায় ? আপনার স্নেহ—আপনার আদর যত্নই আমার জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ উপহার ; অন্য উপহারের আকাঙ্ক্ষা করি না। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আজ যে বাড়ীতে আমার এই জন্মদিন পরম আনন্দে কাটিতেছে, সেই বাড়ীতেই যেন আমি আজীবন কাটাইতে পারি।—ইহা অপেক্ষা আর কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে ?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "এ আর অসম্ভব কি ? আমার এই ঘরবাড়ী তোমারই ত ! আমি আর ক'দিন আছি ?—আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি এই বাড়ীঘর ত্যাগ কর, এখানে বাস না কর,—তবে সে দোষ তোমার।"

মিঃ আরভিং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু,

আমার তৃপ্তি হইতেছে না; আজ তোমার জন্মদিনে তোমাকে কোনও উপহার না দিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তুমি বল, আজ তোমাকে কি উপহার দিব?"

জুডিথ্ বলিল, "না, দাদা মশায়! আমার কোনও উপহারের আবশ্যক নাই, আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বিচ্ছু ও টেবিলের এক পাশে বসিয়া আহার করিতেছিল,—সে এতক্ষণ কোনও কথা কহে নাই; এইবার সে বলিল, "আপনি যদি আমার অনধিকার-চর্চ্চা মাফ্ করেন ত একটা কথা বলি।—মিস্ আরভিং, দেখিতেছি, আপনার এই অট্টালিকার বড়ই পক্ষপাতিনী। আপনি বলিলেন,—আপনার অভাবে এ সকলই তাঁহার হইবে; তাহা হইলে এক কাজ করিলে হয় না? আপনার এই সুবিস্তীর্ণ বাস-ভবনখানিই উঁহার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ উঁহার নামে লেখাপড়া করিয়া দিন না কেন?"

স্নেহমুগ্ধ বৃদ্ধ বলিলেন, "এ অতি চমৎকার কথা! ইথেল, রিভার্স-ডেল হল কি তুমি তোমার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ পাইতে ইচ্ছা কর?"

জুডিথ্ অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে অবনত মুখে বলিল, "না, দাদা মশায়; আপনার এই বাস-ভবন আমার পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু এরূপ বহুমূল্য উপহার পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই।"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "সে আমি বুঝিব।—তবে এই বাড়ীখানিই তোমাকে লেখা-পড়া করিয়া দেওয়া স্থির।—আমি আমার এটর্ণীকে বৈকালেই এখানে আসিতে টেলিগ্রাম করিতেছি। তিনি আসিলেই দলিল প্রস্তুত হইবে।"

আহারের পর মিঃ আরভিং তাঁহার এটর্ণীর আফিসে টেলিগ্রাম করিলেন।—একঘণ্টা পরে তাঁহার এটর্ণী মিঃ ওয়াকারের মুহুরী টেলি-

গ্রামের উত্তরে তাঁহাকে জানাইল, "মিঃ ওয়াকার স্কার-বরোতে বেড়াইতে গিয়াছেন ;—সেখানকার হার্ণিক্লিফ্ হোটেলে আছেন। যদি বিশেষ কোনও জরুরী কাজ থাকে, তবে জানাইবেন, তাঁহাকে আপনার নিকট যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিব।"

মিঃ আরভিং এই টেলিগ্রাম পাইয়া, তাহা জুডিথ্‌কে দেখাইয়া বলিলেন, "মিঃ ওয়াকার স্কার-বরোতে একটু আরাম ভোগ করিতে গিয়াছেন। এ অবস্থায় এখানে তাঁহাকে আসিতে বলিয়া তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে চাহি না। কিন্তু আজই আমি লেখাপড়াটা শেষ করিব। আজ দিনটি বেশ পরিষ্কার আছে, আমার ইচ্ছা তোমাকে লইয়া স্কার-বরোতে একবার বেড়াইতে যাই ; হার্ণিক্লিফ্ হোটেলে মিঃ ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কাজ শেষ করিয়া আসিব।—দান-পত্র পরে রেজেষ্ট্রী করিলেও ক্ষতি নাই।—আমি আমার মোটর-চালককে মোটর প্রস্তুত করিতে বলিতেছি।"

কিন্তু মোটর-চালক তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, তাহার অত্যন্ত সর্দ্দি হওয়ায় ডাক্তার তাহাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

মোটর-চালক অসুস্থ ; অতঃপর কি করা যায়, মিঃ আরভিং তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বিচ্ছু বলিল, "আপনি যদি স্কার-বরোতে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মোটর-চালকের অভাবে কাজ আট্‌কাইবে না ;—আমিই মোটর চালাইব।—প্যারিসে আমার নিজের একখানি মোটর গাড়ী আছে ; আমি অনেক সময় নিজেই তাহা চালাই। সুতরাং আপনাদের নিরাপদে স্কার-বরোতে লইয়া যাইতে পারিব—সন্দেহ নাই।"

মিঃ আরভিং সোৎসাহে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। মাধ্যাহ্নিক আহারের পর মোটরখানি মিঃ আরভিংএর অট্টালিকার গাড়ী-বারান্দায়

আনীত হইল। বিচ্ছু মোটর-চালকের আসনে উপবেশন করিলে, জুডিথ্‌কে লইয়া মিঃ আরভিং গাড়ীতে উঠিলেন।—রিভার্সডেল হইতে স্কার-বরো ত্রিশ মাইল। বিচ্ছু হাসিয়া বলিল,—এই ত্রিশ মাইল পথ সে চক্ষুর নিমিষে অতিক্রম করিবে!

চারিটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহারা স্কার-বরো বন্দরে উপস্থিত হইলেন। রাজপথের দুই ধারে দোকান; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুসজ্জিত দোকান। একটি জহরতের দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় মিঃ আরভিং বিচ্ছুকে বলিলেন, "গাড়ী রাখ।"

বিচ্ছু তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গাড়ী থামাইল।—জুডিথ্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে গাড়ী থামাইলেন কেন, দাদা মশায়?"

মিঃ আরভিং বলিলেন, "একটু দরকার আছে।—আজ তোমার জন্মদিন বলিয়া আমি এই জহরতের দোকানের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলাম, সে যেন বেলা চারিটার সময় কতকগুলি ভাল হীরার অঙ্গুরী ও নেকলেস্‌ আমাকে দেখাইবার জন্য বাছিয়া রাখে।"

জুডিথ্‌ সবিস্ময়ে বলিল, "আমার জন্য দাদা মশায়?"

মিঃ আরভিং হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ গো পাগ্‌লি! তোমারই জন্য।—তোমার মুখে হাসি দেখিবার জন্য এই বুড়া কি না করিতে পারে?"

জুডিথ্‌ গ্রীবা-ভঙ্গি করিয়া সহাস্যে বৃদ্ধকে মুষ্টি দেখাইল, বলিল, "সদর রাস্তা না হইলে, দাদা মশায়, তোমাকে আমি রীতিমত কিলাইয়া দিতাম!—তুমি ভারী অপব্যয়ী।"

মিঃ আরভিং হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কিলও বড় মিষ্টি!—যাক্‌, আপাততঃ তাহা মুলতুবি রাখিয়া তুমি নামিয়া এস; আমার সঙ্গে তোমাকে দোকানে যাইতে হইবে।"

বৃদ্ধ গাড়ীর দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন,—এবং জুডিথ্‌কে নামাইয়া

লইবার জন্য দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। জুডিথ্ নামিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়াছে, এমন সময় পথের দিকে চাহিয়াই হঠাৎ তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল ; সে পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া লইল !—তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ও নিরাশার চিহ্ন সুপরিস্ফুট !

অদূরবর্ত্তী ফুট-পাথ দিয়া ইথেল আরভিং সমুদ্র-তটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার এক পাশে মিঃ ব্লেক, অন্য পাশে স্মিথ !—তাঁহাদের প্রতি জুডিথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

মিঃ আরভিং জুডিথের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হঠাৎ তোমার হইল কি ?—গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া এ ভাবে বসিয়া পড়িলে কেন ? এইটুকু পথ আসিয়াই কি পরিশ্রান্ত হইয়াছ ? কোনও রকম অসুখ বোধ করিতেছ কি ?"

বৃদ্ধের প্রশ্ন শুনিয়া বিচ্ছু মাথা ফিরাইয়া জুডিথের মুখের দিকে চাহিল ; তাহার মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ব্যাপার গুরুতর !—সে ভগ্ন স্বরে বলিল, "ব্যাপার কি ? শীঘ্র বল।"

জুডিথ্ কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক পথ-প্রান্তবর্ত্তী বৃদ্ধ আরভিংকে দেখিতে পাইলেন, ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! মিস্ আরভিং, আপনার পিতামহ মিঃ আরভিংকে যে এখানেই দেখিতেছি !"

ইথেল সম্মুখে চাহিয়া সোৎসাহে বলিলেন "কোথায় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ যে মোটর গাড়ীখানার পাশে,—জহরতের দোকানখানার ঠিক সম্মুখে !"

হঠাৎ গাড়ীর ভিতর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "স্মিথ, ঐ মোটর-চালককে দেখিয়াছ ? ও যে বিচ্ছু ! হাঁ, ও নিশ্চয়ই বিচ্ছু। আর গাড়ীর মধ্যে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়া আছে—ও বিচ্ছুর স্ত্রী।—কি চমৎকার ছুকরী সাজিয়াছে ! এখন বুঝিতেছি—"

কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুডিথ্ নিম্ন স্বরে তাহার স্বামীকে কি বলিল। বিচ্ছু একবার বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেক ও ইথেলের দিকে চাহিল ; তাহার পর-মুহূর্ত্তেই পূর্ণ বেগে মোটর চালাইয়া দিল!

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মিঃ আরভিংএর বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; তিনি দ্রুতগামী মোটরের অনুসরণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি ? মসিয়ে বুলেজ্ঁা ! আমাকে কোনও কথা না বলিয়া আপনি হঠাৎ গাড়ী লইয়া কোথায় যাইতেছেন ? ইথেল ! ইথেল !"

পর-মুহূর্ত্তেই মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বিস্ময়াভিভূতা ইথেলকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে সেই মোটরের অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্লেক গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মোটর গাড়ীখানা আটক কর, আটক কর ! যে উহা ধরিতে পারিবে,—তাহাকে হাজার টাকা বকশিস্ দিব !"

হাজার টাকা পুরস্কারের প্রলোভন সামান্য প্রলোভন নহে, কিন্তু বিচ্ছু তখন মোটর গাড়ীখানি বায়ুবেগে চালাইতেছিল ; তাহার সম্মুখে অগ্রসর হয়—কাহার সাধ্য ? সেই মোটরের গতিরোধের চেষ্টা করিলে মৃত্যু নিশ্চিত ! মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কেহই সাহস করিল না। রাজপথে মহা কলরব উত্থিত হইল ; পথিকগণ প্রাণভয়ে ঝড়ের মত দ্রুতগামী মোটরের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

মিঃ আরভিং মিঃ ব্লেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছিলেন, রুদ্ধশ্বাসে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, মহাশয় ?—আমার পৌত্রীকে লইয়া মসিয়ে বুলেজ্ঁা এ ভাবে—"

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; তিনি দেখিলেন, একটি

যুবক একখানি 'মোটর সাইকেলে' অপেক্ষাকৃত মৃদু গতিতে সেই দিকে আসিতেছে। হঠাৎ তাঁহার মাথায় এক ফন্দী গজাইল; তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "স্মিথ, মিঃ আরভিংএর সহিত তাঁহার পৌত্রীর পরিচয় করিয়া দিও; তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া হার্ণিক্লিফ্ হোটেলে অপেক্ষা করিও। —আমি এই বদ্মাসকে না ধরিয়া ফিরিতেছি না।"

ইতিমধ্যে 'মোটর সাইকেল'খানি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তিনি ক্ষিপ্রহস্তে গাড়ীখানি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার বিস্মিত আরোহীকে কথা কহিবার অবসর না দিয়াই গাড়ী হইতে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে বিচ্ছুর অনুসরণ করিলেন।

মোটর সাইকেলের আরোহী এই ব্যাপারে মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি রকম ব্যবহার? বলা-কহা নাই—হঠাৎ আমাকে আমার গাড়ী হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া—"

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে বলিলেন, "আমি ডিটেক্টিভ; ঐ মোটর গাড়ীতে একটা ডাকাত পালায়! উহাকে ধরিতে যাইতেছি; ফিরিয়া আসিয়া আপনার গাড়ী আপনাকে দিব,—চিন্তা নাই।"

পশ্চাতে মোটর সাইকেল দেখিয়া বিচ্ছু প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। —ক্রমে উভয় শকট সহরের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বিচ্ছু অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু সুবৃহৎ মোটর গাড়ীখানি অত্যন্ত ভারি, ক্ষুদ্রাকার হাল্কা মোটর সাইকেল তাহা অপেক্ষা দ্রুতগামী। বিচ্ছু পূর্ণবেগে চালাইলেও মিঃ ব্লেক ক্রমাগত তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।—উভয় শকটের ব্যবধান হ্রাস হইতে হইতে অবশেষে তাহা প্রায় একশত গজে দাঁড়াইল!

কিলে নামক নগরাভিমুখে যে পথ গিয়াছে,—সেই পথের মোড়ে

আসিয়া বিচ্ছু দেখিল, তাহার পশ্চাদ্গামী মোটর সাইকেল আর বিশ গজ মাত্র দূরে আছে !—এই দূরত্বও শনৈঃ শনৈঃ হ্রাস হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "ওরে বদমাস্, কোথায় পলাইবি ? আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তোকে গ্রেপ্তার করিব।—এবার তোর নিষ্কৃতি নাই।"

কিন্তু তাঁহার এই আত্মপ্রসাদ বৃথা হইল।—তিনি মোটর গাড়ীর প্রায় দশ গজ দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় বিচ্ছুর স্ত্রী জুডিথ্ পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একটি রৌপ্য-খচিত সুদৃশ্য পিস্তল বাহির করিল ; এবং মুহূর্ত্তে তাহা মিঃ ব্লেকের মোটর সাইকেলের অভিমুখে উদ্যত করিল !

মিঃ ব্লেক তাহা দেখিলেন, সহসা তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল ; তিনি চক্ষুর নিমিষে তাঁহার গাড়ীখানি ঘুরাইয়া অন্য দিকে লইয়া যাইবেন এমন সময় গুড়ুম্ করিয়া শব্দ হইল ! জুডিথ্ তাঁহাকে সাবধান হইবার অবকাশ না দিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িয়াছিল ; কিন্তু পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সাইকেলের রবার-নির্ম্মিত চক্রে (সম্মুখস্থ 'টায়ারে') বিদ্ধ হইল ! তৎক্ষণাৎ সশব্দে চাকা ফাঁসিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তিত শকট মিঃ ব্লেককে লইয়া ঝন্-ঝন্ শব্দে পথ-প্রান্তে সবেগে নিপতিত হইল। মিঃ ব্লেকের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল ; তিনি কয়েক মিনিট মূর্চ্ছিতবৎ সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।—ইত্যবসরে বিচ্ছু সস্ত্রীক অদৃশ্য হইল।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িলেন। তাহার পর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া কিলে নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন ; একটা পথের মধ্যে মোটর গাড়ীখানি আরোহী-হীন অবস্থায় নিপতিত দেখিয়া—তিনি বুঝিলেন, শিকার পলায়ন করিয়াছে ! সেই মোটরে তিনি মোটর সাইকেল সহ হার্ণিক্লিফ্ হোটেলে উপস্থিত হইলেন।—তখন প্রায় সন্ধ্যা !

মিঃ ব্লেক হোটেলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সহকারী স্মিথ মিঃ আরভিংকে ইথেলের পরিচয় দিয়া, সকল ঘটনার কথা আমূল তাঁহার গোচর করিয়াছিল।—এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিলেন! তাঁহার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, তাঁহার প্রাণাধিক ভাগিনেয় ষ্টিফেন গ্র্যাণ্টের কপটতা ও দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সেই দিনই তাঁহারা রিভার্সডেলে প্রত্যাগমন করিলেন। ইথেল পিতামহের স্নেহে আদরে মুগ্ধ হইলেন। তিনি উদ্বেলিত স্বরে পিতামহকে বলিলেন,—"এত দিনে এই অনাথার গতি হইল।"

মিঃ আরভিং হাসিয়া বলিলেন, "সে কেবল মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সহকারী স্মিথের প্রাণপণে চেষ্টা যত্নের ফলে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চেষ্টা-যত্নমাত্রই আমাদের সাধ্য; কিন্তু সকল সাফল্যের মূল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বর।—তিনিই অগতির গতি।"

* * * * *

এই ঘটনার অল্প দিন পরে ইউরোপে মহা কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মাণীর বিরাট দম্ভে ইংলণ্ডবাসিগণের কথা দূরে থাক্— আমাদের মত বীর-পুরুষেরাও স্তম্ভিত! প্রকৃত ব্যাপার কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামীই জানেন। ভগবান ইংলণ্ডকে রক্ষা করুন। আমাদের রাজ-রাজেশ্বর যুদ্ধে পশ্চাৎপদ নহেন, তবে তিনি রুষ-সম্রাটের

ন্যায় অসি নিষ্কোষিত করিয়া অভিনয়-পটুতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত। ইংলণ্ডের ক্ষতিতে আমাদিগকেও অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না; সুতরাং সেই ক্ষতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা ভীত হইয়াছি।—জাতীয়-জীবনের শান্তিপূর্ণ উন্নতি-স্রোত কোনও কারণে অবরুদ্ধ না হয়, বিধাতার নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।—ইংরাজ বাঁচিতে ও মরিতে জানেন, তাই আজ তাঁহারা এত বড়!

কিন্তু জর্ম্মাণী যে ষড়যন্ত্রের সাহায্যে এক দিন ইংলণ্ডের গৌরব-রবি মলিন করিতে পারিতেন, সেই গুপ্ত ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়াছে; ইহা বড়ই আশার কথা। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় জর্ম্মাণীর উৎসাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে।—এমন কি, তাঁহার ইংলণ্ড জয়ের স্বপ্নও অনেকটা ভাঙ্গিবার উপক্রম!

এই অদ্ভুত ষড়যন্ত্র কি,—তাহা সমরসংবাদ-লোলুপ পাঠকগণের জানিবার আগ্রহ হইতে পারে। বিশেষতঃ সে সাধারণ ষড়যন্ত্র নহে, অতি বিস্ময়কর ভীষণ ষড়যন্ত্র! তাহা সফল হইলে বিংশ শতাব্দীর এই মহা-কুরুক্ষেত্রে বৃটনের রাজ-শক্তি খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা ছিল; সমগ্র পৃথিবীতে গ্রেট বৃটনকে প্রথম শ্রেণীর রাজ-শক্তি পর্য্যায়ভুক্ত করিতে কোন কোন রাজনীতিজ্ঞের আপত্তি হইতেও পারিত।

কিন্তু সে আশঙ্কা এক আশ্চর্য্য উপায়ে দূরীভূত হইয়াছে।

একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন,—

"Great events from little causes spring."

অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের ভিতর অনেক বিশাল বিরাট কাণ্ডের বীজ সংগুপ্ত থাকে।—সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দিক্‌দাহী ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি করিতে পারে; সামান্য মনোমালিন্যের ফলে বিপুল জনক্ষয়কর মহা-সমরের আরম্ভ হয়। পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে; দ্রৌপদীর

কেশাকর্ষণই কি কুরুবংশ-ধ্বংসের সূচনা নহে?—আমরা জর্ম্মাণীর যে বিরাট ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যদি সফল হইত, তাহা হইলে ভবিষ্যৎযুগের ঐতিহাসিকগণ তৎসম্বন্ধে মন্তব্য-প্রকাশ উপলক্ষে লিখিতেন,—একটি সামুদ্রিক চীলের (Sea Gull) আকস্মিক চীৎকারেই ইংলণ্ডের অমঙ্গলের সূচনা!

সৌভাগ্যক্রমে জর্ম্মাণীর এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই।—সেই অদ্ভুত ষড়যন্ত্র কি, কিরূপে তাহা নিষ্ফল হইল; তাহার আদ্যোপান্ত রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালার ৬ষ্ঠ উপন্যাস "জর্ম্মাণীর ষড়যন্ত্র"* পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন। বর্ত্তমান যুগে এরূপ অদ্ভুত ষড়যন্ত্র-কাহিনী আর কখনও কর্ণগোচর হয় নাই! যাঁহারা রুদ্ধ নিশ্বাসে বর্ত্তমান সমর-সংবাদ পাঠ করিতেছেন,—এই ষড়যন্ত্র-কাহিনী পাঠে তাঁহারা স্তম্ভিত হইবেন! সত্যই!

সম্পূর্ণ।

* রহস্য-লহরীর ৬ষ্ঠ লহর-লীলা "জর্ম্মাণীর ষড়যন্ত্র" যন্ত্রস্থ।